CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-301 ■ 31 July, 2026 ■ আগরতলা ৩১ জুলাই, ২০২৬ ইং ■ ১৪ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ছাত্র বিক্ষোভে মেটালিক পেলেট ব্যবহারের বৈধতা খতিয়ে দেখবে সুপ্রিম কোর্ট

আহতদের চিকিৎসার নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (আইএএনএস)।। বিক্ষোভকারী সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে মেটালিক পেলেট গান ব্যবহারের বিষয়টি খতিয়ে দেখার ইঙ্গিত দিল সুপ্রিম কোর্ট। একই সঙ্গে ২০ জুলাইয়ের ছাত্র আন্দোলনে আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে দিল্লি সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি ভি. মোহনার বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। প্রাক্তন গোয়েন্দা ব্যুরো (আইবি)-র বিশেষ অধিকর্তা যশোবর্ধন আজাদ এবং ২০ জুলাই যন্তর-মন্তরের "সংসদ চলো" কর্মসূচিতে আহত দুই ব্যক্তি এই জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন।

আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভার আদালতে জানান, তাঁদের মূল আপত্তি পাম্প-অ্যাকশন রাইফেল বা প্রজেক্টাইল অ্যাকশন গান থেকে ছোড়া মেটালিক পেলেট ব্যবহারের বিরুদ্ধে। তাঁর দাবি, আহত দুই আবেদনকারীর শরীর থেকে এই ধরনের পেলেট উদ্ধার করা হয়েছে।

শুনানির সময় বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি বলেন, বর্তমান পুলিশি বিধিতে বিশেষ পরিস্থিতিতে ধাপে ধাপে বলপ্রয়োগের অংশ হিসেবে পেলেট গান ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে। তাই শুধুমাত্র সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার দাবি যথেষ্ট নয়; সংশ্লিষ্ট বিধির বৈধতাকেও চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে। তিনি বলেন, 'কোনও নির্দিষ্ট ঘটনার ক্ষেত্রে পেলেট ব্যবহারের বিষয়টি আমরা অবশ্যই পরীক্ষা করতে পারি। তবে ধাপে ধাপে বলপ্রয়োগের নীতির আওতায় পেলেট ব্যবহারের অনুমতি কেন অযৌক্তিক, তা আপনাদের দেখাতে হবে।'

বৃন্দা গ্রোভার যুক্তি দেন, রাবার, প্লাস্টিক এবং মেটালিক পেলেটের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তাঁর দাবি, শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনরত ছাত্রদের লক্ষ্য করেই মেটালিক পেলেট ব্যবহার করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, দিল্লি পুলিশের এমন কোনও স্থায়ী নির্দেশিকা তিনি খুঁজে পাননি, যেখানে পেলেট গান ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে। তাই এ-সংক্রান্ত কোনও নির্দেশিকা থাকলে তা আদালতে পেশ করার জন্য কেন্দ্রকে নির্দেশ দেওয়ার আবেদন জানান।

এর জবাবে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার পরিবর্তে পেলেট গান ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট প্রোটোকল বা নির্দেশিকা প্রণয়নের দাবি জানানো যেতে পারে।

☛৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যসভায় পাস প্রশ্নপত্র ফাঁস বিরোধী বিল

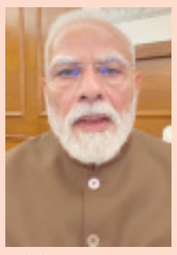

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (আইএএনএস)।। সরকারি নিয়োগ ও অন্যান্য পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে পাবলিক এক্সামিনেশনস (প্রিভেনশন অব আনফেয়ার মিন্স) সংশোধনী বিল বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় পাস হয়েছে। এর ফলে সংসদের উভয় কক্ষেই বিলটি অনুমোদন পেল এবং এখন রাষ্ট্রপতির সম্মতির পর এটি আইনে পরিণত হবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং, যিনি কর্মী, জনঅভিযোগ ও পেনশন মন্ত্রকের দায়িত্বে রয়েছেন, রাজ্যসভায় বিলটি উত্থাপন করেন। এর আগে বুধবার প্রায় সাত ঘণ্টার দীর্ঘ আলোচনার পর লোকসভায় বিলটি পাস হয়।

রাজ্যসভায় বিল নিয়ে সরকার ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে বিস্তর আলোচনা হয়। সরকার দাবি করে, প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে সংশোধনীটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নতুন আইনে আর্থিক জরিমানা বাড়িয়ে সর্বোচ্চ ১০ কোটি টাকা করা হয়েছে। পাশাপাশি কারাদণ্ড, বিশেষ আদালতে বিচার এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মামলার নিষ্পত্তির ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

বিলটি উপস্থাপনের সময় জিতেন্দ্র সিং জানান, ২০২৪ সালের আইনের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এই সংশোধন আনা হয়েছে। তাঁর দাবি, মূল আইন কার্যকর হওয়ার পর থেকে ৫২টি এফআইআর দায়ের হয়েছে এবং প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত ঘটনায় আত্মহত্যার সংখ্যাও কমেছে।

অন্যদিকে বিরোধীরা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-র ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে পরীক্ষা ব্যবস্থায় বৃহত্তর কাঠামোগত সংস্কারের দাবি জানায়। জবাবে সরকার জানায়, শিক্ষার্থীদের স্বার্থে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ, নন্দন নিলেকানির নেতৃত্বে টাস্ক ফোর্স গঠন এবং প্রশ্নফাঁস হওয়া পরীক্ষাগুলি দ্রুত বাতিল করে পুনরায় আয়োজনের মতো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

☛৫ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বৃদ্ধার মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই ।। নিজ বাড়িতে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক বৃদ্ধার। তেলিয়ামুড়া থানাধীন করইলং এলাকায় ওই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাড়িতে দৈনন্দিন কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুতের সংস্পর্শে এসে গুরুতরভাবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন অনু যাদব। পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। চিকিৎসকদের সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শেষরক্ষা হয়নি।

এই আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় করইলং এলাকাজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। খবর পেয়ে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা হাসপাতালে ছুটে যান। বৃদ্ধার অকালপ্রয়াণে পরিবারে নেমে এসেছে গভীর শোকের আবহ।

উন্নয়নের আলো পৌঁছাবে ঘরে ঘরে, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় এগোচ্ছে রাজ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি , আগরতলা, ৩০ জুলাই।। রাজ্য সরকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই লক্ষ্যেই ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজ্যবাসীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে রাজ্য সরকার কাজ করছে। আধুনিক পরিকাঠামো তৈরি করা এবং উন্নত জনপরিষেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে খোয়াই জেলাও দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। খোয়াই নতুন টাউনহলে আজ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে খোয়াই জেলায় বিভিন্ন পরিকাঠামোর উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। এই অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায়, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

টাউনহলে অনুষ্ঠান শুরুর আগে মুখ্যমন্ত্রী টাউনহল সংলগ্ন ভগৎ সিং জিমনাসিয়ামের আধুনিকীকরণ, শৈশব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং আনন্দনীড় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এ.আই, চালিত স্মার্ট শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা করেন। এগুলি সহ মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি ৮ কোটি ৯ লক্ষ ১৩ হাজার টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দূরবর্তী এলাকার মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করতে ৮টি স্মার্ট ওপিডি কিট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। তিনি এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এর মাধ্যমে টেলিমেডিসিন পরিষেবা আরও শক্তিশালী হবে এবং দূরবর্তী অঞ্চলের মানুষ সহজেই চিকিৎসা

☛৫ এর পাতায় দেখুন

হাইকোর্টের নির্দেশে এয়ারপোর্ট থানার ওসি সাময়িক বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই ।। অভিযোগকারিণীর লিখিত অভিযোগ গ্রহণ না করা এবং তাঁকে হেনস্থার অভিযোগে ত্রিপুরা হাইকোর্টের কড়া অবস্থানের জেরে এয়ারপোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (ওসি) সুশান্ত দেবকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

☛৫ এর পাতায় দেখুন

লোকসভায় পাস 'বন্দে মাতরম' বিল জাতীয় সঙ্গীতের মতোই আইনি সুরক্ষা পেতে চলেছে জাতীয় গান

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (আইএএনএস)।। হট্টগোলের মধ্যেই বৃহস্পতিবার লোকসভায় কণ্ঠভোটে পাস হল 'প্রিভেনশন অব ইনসাল্টস টু ন্যাশনাল অনার (সংশোধনী) বিল, ২০২৬'। এই বিল আইনে পরিণত হলে জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম'-কে জাতীয় সঙ্গীত 'জন গণ মন'-এর সমমর্যাদায় আইনি সুরক্ষা দেওয়া হবে।

এর আগে বুধবার বিলটি রাজ্যসভায় পাস হয়েছিল। এখন রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেলেই এটি আইনে পরিণত হবে।

লোকসভায় বিল নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হলেও, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসকে কেন্দ্র করে ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বিরোধীদের বিক্ষোভে বারবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে অধিবেশন।

বিলটির বিরোধিতা করে ডিএমকের সাংসদ কানিমোঝি বলেন, এই আইন মানুষের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে সমাজে বিভাজনের পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে।

তিনি বলেন, "দেশের প্রতিষ্ঠাতারা বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে 'বন্দে মাতরম'-এর মাত্র দুটি স্তবক গ্রহণ করেছিলেন। এই বিলের মাধ্যমে কেন্দ্র বিভাজনের রাজনীতি করছে। সংসদে এমন হট্টগোলের মধ্যে বিল পাস করা গণতান্ত্রিক প্রথার পরিপন্থী। মানুষের মতামত ও সব পক্ষের বক্তব্য শোনা উচিত।"

অন্যদিকে বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্র বিলটির পক্ষে সওয়াল করে বলেন, 'বন্দে মাতরম' নিয়ে সংসদে দীর্ঘ আলোচনা আগেই হয়েছে। এই বিলের মাধ্যমে জাতীয় গানকে আইনি সুরক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

তিনি কংগ্রেস ও গান্ধী পরিবারের সমালোচনা করে বলেন, স্বাধীনতার সাত দশক পরেও জাতীয় গান আইনি মর্যাদা থেকে বঞ্চিত ছিল। এই বিলের ফলে জাতীয় সঙ্গীতের মতোই জাতীয় গানকেও সমান শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন দেশের মানুষ।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই বলেন, জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস তুষ্টিকরণের রাজনীতির জন্য 'বন্দে মাতরম'-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ গ্রহণ করেছিল। তাঁর দাবি, সেই সিদ্ধান্তে সংশোধন আনা জরুরি ছিল।

তিনি আরও বলেন, "'বন্দে

☛৫ এর পাতায় দেখুন

ডিজিপি অনুরাগ ধনকরের মৃত্যু তদন্তে দিল্লিতে ত্রিপুরা পুলিশের টিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই ।। ত্রিপুরার পুলিশ মহাপরিচালক (ডিজিপি) অনুরাগ ধনকর রহস্যজনক মৃত্যুর তদন্তে গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে নয়াদিল্লিতে পৌঁছেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এসআইটির সদস্যদের মধ্যে আমতলী থানার ওসি ইন্সপেক্টর রানা চ্যাটার্জি, পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানার ওসি মহিলা ইন্সপেক্টর শিউলি দাস এবং রামনগর টাউন আউটপোস্টের (টিওপি) ওসি সাব-ইন্সপেক্টর সুবেন্দু দাস ইতিমধ্যেই দিল্লিতে পৌঁছে তদন্তের কাজ শুরু করেছেন। ডিজিপির মৃত্যুকে ঘিরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহে তাঁরা অনুসন্ধান চালাচ্ছেন।

ত্রিপুরা সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুলিশি তদন্ত পরিচালনার লক্ষ্যে পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ সুপার নমিত

☛৫ এর পাতায় দেখুন

পিএম জনমন প্রকল্পে ত্রিপুরায় ১১,৭১৩ বাড়িতে বিদ্যুৎ, ১৭ হাজারের বেশি ঘর সম্পন্ন ঃ লোকসভায় তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই ।। বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ আদিবাসী গোষ্ঠীর (পিভিটিজি) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে চালু হওয়া "প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান" (পিএম জনমন) প্রকল্পে ত্রিপুরায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার লোকসভায় জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় জনজাতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী দুর্গাদাস উইকে জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২৩ সালের ১৫ নভেম্বর ১৮টি রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বসবাসকারী ৭৫টি বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ আদিবাসী গোষ্ঠীর উন্নয়নের লক্ষ্যে পিএম জনমন প্রকল্পের সূচনা করেন।

মন্ত্রী জানান, এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য নিরাপদ আবাসন, বিশুদ্ধ পানীয় জল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিষেবা, সড়ক ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সংযোগ এবং টেকসই জীবিকার সুযোগ নিশ্চিত করে পিভিটিজি সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা। এই লক্ষ্য পূরণে ৯টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের মাধ্যমে ১১টি পৃথক উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৩০ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, ত্রিপুরায় পিভিটিজি অন্তর্ভুক্ত ২৮২টি গ্রাম, ১,২৬৭টি বসতি, ৬৬,১৫০টি পরিবার এবং মোট ২,৭৫,৪৫৪ জন মানুষ এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছে। লোকসভায় উপস্থাপিত তথ্য অনুযায়ী,

☛৫ এর পাতায় দেখুন

কৃষকরাই অন্নদাতা তাঁদের উন্নয়নেই দেশের অগ্রগতি ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই ।। *কৃষকরা যদি কৃষিপণ্য উৎপাদন বন্ধ করে দেন, তাহলে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। কৃষি ব্যবস্থা ভেঙে পড়লে সবকিছুই থমকে যাবে। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কৃষকদের কল্যাণ ও উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। গোমতী জেলার পালাটানায় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দফতরের উদ্যোগে ৪ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি আধুনিক গ্রামীণ বাজারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী এই মন্তব্য করেন।*

একই দিনে তিনি তুলামুড়া বাজারে ২ কোটি ২০

☛৫ এর পাতায় দেখুন

মহিলার চোখে লঙ্কাগুঁড়ো ছিটিয়ে সোনার চেইন ছিনতাইয়ের চেষ্টা, ধৃত ছিনতাইকারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই ।। রাজধানী আগরতলার বাধারঘাটের মাতৃপল্লী এলাকায় এক গৃহবধূর চোখে লঙ্কাগুঁড়ো ছিটিয়ে সোনার চেইন ছিনতাইয়ের চেষ্টার অভিযোগে এক মহিলাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। জানা গেছে, মাতৃপল্লী এলাকার দূরদর্শন স্টাফ কোয়ার্টার সংলগ্ন মতিলাল মিত্রের বাড়িতে ওই সময় তাঁর স্ত্রী বাণী মিত্র একাই ছিলেন। অভিযোগ, সেই সুযোগে এক মহিলা বাড়িতে প্রবেশ করে বাণী মিত্রের গলায় থাকা সোনার চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

অভিযোগ অনুযায়ী, ছিনতাইয়ের সময় অভিযুক্ত মহিলা প্রথমে বাণী মিত্রের চোখে লঙ্কাগুঁড়ো ছিটিয়ে দেন। এরপর তাঁর গলা থেকে সোনার চেইন টান দিয়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। এ সময় বাণী মিত্র চিৎকার শুরু করলে আশপাশের বাসিন্দারা ছুটে এসে অভিযুক্ত মহিলাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন।

পরে উত্তেজিত জনতা অভিযুক্তকে আটক রেখে খবর দেয় আমতলী থানার পুলিশকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই মহিলাকে

☛৫ এর পাতায় দেখুন

দিল্লির ছাত্র আন্দোলন ইস্যুতে আগরতলায় মহিলা কংগ্রেসের কুশপুত্তলিকা দাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই ।। দিল্লিতে আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে কেন্দ্রীয় নেতাদের কথিত কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার আগরতলায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস। এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী এবং সাংসদ কঙ্গনা রানাউতের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে সংগঠনের নেত্রী ও কর্মীরা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন এবং ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন।

মহিলা কংগ্রেস নেত্রী অভিযোগ করেন, আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় নেতাদের মন্তব্য শুধু আপত্তিকরই নয়, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি অসম্মানজনক। তাঁদের দাবি, এই ধরনের মন্তব্য অবিলম্বে প্রত্যাহার করে

☛৫ এর পাতায় দেখুন

মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়ের স্বামী প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই ।। তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা তথা ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়ের স্বামী দীনেশ চন্দ্র সাহার (৭৪) আকস্মিক প্রয়াণে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় ৭টা নাগাদ নিজ বাসভবনে

☛৫ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন ক্ষেত্রে ত্রিপুরার মহিলাদের সাফল্য যথেষ্ট প্রশংসনীয় ঃ এনসিডব্লিউ চেয়ারপার্সন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ত্রিপুরার মহিলাগণ যে সাফল্য দেখিয়েছেন তা যথেষ্ট প্রশংসনীয়। সারা দেশে এজন্য তারা যথেষ্ট প্রশংসা কুড়াচ্ছেন। আগামী দিনেও রাজ্যের মহিলারা এই অগ্রগতি বজায় রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। আজ সোনারতরী অতিথিশালায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকার এই অভিমত ব্যক্ত করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন তাঁর ৩ দিনের রাজ্য সফরের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। পশ-অ্যাক্ট এর কার্যকারিতা তুলে ধরে তিনি বলেন, প্রতিটি সরকারি কার্যালয়ে এই আইনটির যথাযথ ব্যবহার হওয়া উচিত। কর্মরত মহিলাদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে এই আইনটি এক বিরাট ভূমিকা নিয়ে থাকে।

তিনি বলেন, আরক্ষা বাহিনীতেও মহিলারা যাতে সুরক্ষিত থাকেন সেদিকে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে। নারী পাচার রোধে আরও কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিব সহ রাজ্য প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিক এবং বিএসএফ-র পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকার জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সঙ্গেও তিনি সাক্ষাৎ করেছেন এবং রাজ্যের মহিলাদের জন্য গৃহীত বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

তিনদিনের রাজ্য সফরে এসে

☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 31-07-2026, 00:48

জাগরণ আগরতলা ৩১ জুলাই, ২০২৬ ইং
১৪ শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

বরফ গলানোর চেষ্টা ভারতের

সীমান্তে চলমান উত্তেজনার আবহেই ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে বরফ গলাইতে ঢাকায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করিয়াছেন ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। ২৯ জুলাই অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে দুই দেশের সম্পর্ককে পুনরায় ইতিবাচক ধারায় ফেরানো এবং সার্বভৌম সমতা ও পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়। ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান ও প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলামের সঙ্গে এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন।তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি, গঙ্গার জলবণ্টন চুক্তি ও সীমান্ত সংক্রান্ত জটিলতা নিয়া আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতীয় হাইকমিশনার জানান, দুই দেশের যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ সক্রিয় রহিয়াছে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সমস্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব।ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পক্ষ থেকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ভারতে আয়োজিত পরবর্তী শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের যে আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছে, সে বিষয়েও ইতিবাচক আলোচনা হয়।পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান জানান, দুই দেশের মধ্যকার সমস্ত বিদ্যমান অস্বস্তি বা ”ইরিট্যান্টস” কাটাইয়া উঠিয়া একটি শক্তিশালী ও সম্মানজনক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গড়িয়া তোলাই উভয় দেশের লক্ষ্য।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে আগামী সেপ্টেম্বরে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হইতে চলা ব্রিকস সম্মেলনের ‘আউটরিচ প্রোগ্রাম’-এ আমন্ত্রণ জানাইয়াছে ভারত। দুই দেশের সম্পর্কের টানাপোড়েনের আবহে এই আমন্ত্রণকে তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়াই মনে করিতেছে কূটনৈতিক মহল। বিশেষ করিয়া সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের অভিযোগকে কেন্দ্র করিয়া দুই দেশের মধ্যে যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি
হইয়াছে, তাহার মধ্যেই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বার্তা সামনে আসিয়াছে।

এই আবহেই বৃহস্পতিবার ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান এবং বিদেশ প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলামের সঙ্গে পৃথকভাবে বৈঠক করেন। দুটি বৈঠকই সৌজন্যমূলক হইলেও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়য়া ইতিবাচক বার্তা দিয়াছেন ভারতীয় হাইকমিশনার।বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হইয়া দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, ”আমি সব কিছুকেই ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখিতে চাই।” তাঁহার এই মন্তব্যকে দুই দেশের সম্পর্কের বরফ গলানোর ইঙ্গিত হিসাবেই দেখিতেছেন কূটনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, বাংলাদেশে নতুন প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব নেওয়ার পর তাহার প্রথম বিদেশ সফর সাধারণত ভারতেই হইয়া থাকে। কিন্তু এবার সেই প্রথা ভাঙিয়া প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান প্রথমে চিন সফরে গিয়াছেন। যদিও ভারতের পক্ষ থেকে তাঁহাকে নয়াদিল্লি সফরের আমন্ত্রণ জানানো
হইয়াছিল, এখনও পর্যন্ত তিনি ভারতে আসেননি। ফলে ব্রিকস সম্মেলনের আউটরিচ বৈঠকে তাঁহার অংশগ্রহণ নিয়া জল্পনা তৈরি হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় হাইকমিশনার বলেন, ”আমাদের দিক থেকে এটুকু বলিতে পারি, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ভারতে স্বাগত জানানোর জন্য আমরা প্রস্তুত। আমরা খুবই আশাবাদী যে, অদূর ভবিষ্যতে তাঁহার ভারত সফর হইবে।” তাঁহার এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট, ভারত সরকার এখনও ঢাকা-নয়াদিল্লি সম্পর্ককে আরও মজবুত করিতে আগ্রহী।

বৈঠকে দীর্ঘদিন ধরিয়া ঝুলিয়া থাকা তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি এবং গঙ্গার জলবণ্টন চুক্তির পুনর্নবীকরণের বিষয়ও উঠিয়া আসে। যদিও এই দুই ইস্যুতে কোনও নির্দিষ্ট অগ্রগতির কথা জানানো হয়নি। দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, ” বৈঠক মূলত সৌজন্যমূলক ছিল। বৈঠক অত্যন্ত উষ্ণ ও ইতিবাচক পরিবেশে হইয়াছে। তবে আমরা বিশ্বাস করি, এমন কোনও বিষয় নাই যাহা পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব নয়।” তিনি আরও বলেন, ”শেষ পর্যন্ত এটি দুই দেশের মানুষের বিষয়। ভারত ও বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং দুই দেশের নাগরিকদের স্বার্থে যাহা সবচেয়ে মঙ্গলজনক, সেটিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।”বিশেষজ্ঞদের মতে, সীমান্ত নিরাপত্তা, অনুপ্রবেশ, তিস্তা চুক্তি এবং জলবণ্টনের মতো সংবেদনশীল বিষয়গুলি নিয়া মতপার্থক্য থাকিলেও দুই দেশই কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে আগ্রহী। সেই কারণেই ব্রিকস সম্মেলনের মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সম্ভাব্য উপস্থিতি শুধু একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ নয়, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ভবিষ্যতের দিক থেকেও তাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইতে পারে। এখন নজর, সেপ্টেম্বরের ব্রিকস সম্মেলনে দুই দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের বৈঠক আদৌ হয় কি না এবং সেই বৈঠক থেকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নতুন কোনও দিশা সামনে আসে কি না।

গণতন্ত্রে নির্বাচিত সরকারকে জিম্মি করে যেকোন আন্দোলন,অশনি সঙ্কেত

রঞ্জন কুমার দে

জেনজির হাত ধরে একটি নির্বাচিত সরকারকে উপড়ে ফেলে শর্টকাটে বিরোধী শক্তি অকালে ক্ষমতার স্বাদ নিতে চেয়েছিলো। সরকারকে নাস্তানাবুদ করতে বিরোধীরা যখন অপ্রাসঙ্গিক, একের পর এক রাজ্য কংগ্রেস সহ আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলোর হাতছাড়া হচ্ছে তখন কেন্দ্র সরকারকে বিধতে পেছনের দরজা দিয়ে ছাত্রসমাজকে উস্কানি দেওয়া হচ্ছিলো। বিদেশের মাটি থেকে বেশ কিছুদিন যাবৎ কিছু ইউটিউবার দেশের ছাত্র শক্তিকে উস্কানি দিয়ে আসছিল সেটা ধুরন্ধর সিনেমা ই হোক বা দেশের যেকোন রাজনৈতিক ইস্যুতে।শুধু নিট কেন যেকোন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসই দুর্ভাগ্যজনক, হতাশাজনক এবং কঠিন বিচারের দাবিদার।কেন্দ্র সরকার তৎক্ষণাৎ নিটের প্রশ্ন ফাঁসে আন্দোলনকারীদের সাথে আলোচনা না করলেও প্রাথমিকভাবে একটা তদন্ত কমিটি বানিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে পুনরায় পরীক্ষা নিয়ে সুষ্ঠভাবে ফলাফলও ঘোষণা করে দেয়।তাছাড়া এই প্রশ্ন ফাঁস উদ্ঘাটনে সিবিআই কে দায়িত্ব দিয়ে কয়েকজন তৎক্ষণাৎ আটক এবং চাকরি থেকে নিলম্বিতও করা হয়। কিন্ত প্রথম থেকেই কিছু আঁচ করা যাচ্ছিলো যে নিট পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসকে ইস্যু করে একটা গোপন শক্তি প্রকৃতভাবে বাংলাদেশ, নেপালের মতো সরকারের পতন ঘটিয়ে একটা উশৃঙ্খল পরিস্থিতি বানানোর পাঁয়তারায়।যত সময় ঘনিয়ে এসেছে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে এই আন্দোলন শুধু বাচ্চাদের ভবিষ্যতে সীমাবদ্ধ নয় বরং সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণীত। বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি এই সুযোগে ছাত্রদের স্বার্থ থেকে নিজেদের ভাগ্য চমকানোর একটা সুযোগ লুফে নিতে চেয়েছিলেন।একই সাথে এটাও উঠে এসেছে যে একটা অনশন মঞ্চে কীভাবে কিছু বিকৃত রাজনৈতিক আদর্শের ব্যক্তি সার্বজনীনভাবে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করার।আমরা দেখেছি আন্দোলনে উপস্থিত কিছু জনতার হাতে প্লেকার্ডে লেখা ‘ব্রাহ্মণবাদ মুরদাবাদ, হিন্দুধর্ম মুর্দাবাদ।’,‘কাশ্মীর চায় আজাদী, মনুবাদ সে আজাদী।’ কৌতুক অভিনেতারা ভরা মঞ্চে শ্রী রামকে অবমাননা করে উপস্থিত নির্লজ্জদের হাঁসির দাঁতের ফাঁকে সহজেই কুড়িয়েছেন বাহবা।অথচ একই মঞ্চে গাওয়া হল পাকিস্তানি কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের ’লাজিম হ্যায় কি হাম ভি দেখেঙ্গে’ যার মধ্যে “বাস নাম রাহেগা আল্লাহ কা” লাইনটিও রয়েছে। হিন্দু ধর্মগুরু প্রেমানন্দ মহারাজকে উদ্দেশ্য করেও বলা হয়েছে অপশব্দ। বামপন্থীরা চিরাচরিতভাবে নিজেদের ফর্মে ছিলো, তাদের স্লোগান ছিলো, ‘আমার লিঙ আমার আজাদী’, ’ইয়ে আজাদী জোটা হ্যায়’ প্রভৃতি। সরকারকে যখন বিশেষ কোন স্পর্শকাতর ইস্যুতে টনক নড়ানোর সময় আসে তখন নিশ্চিত অনশনের মতো অহিংস আন্দোলনের কোন বিকল্প নেই। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী পুরো রাজনৈতিক জীবনে ১৯১৮ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত মোট ১৫ বার অনশন ধর্মঘট করেন, যার মধ্য সর্বোচ্চ অনশন টানা ২১দিন ছিলো।গান্ধীজির ভাষায়, ‘উপবাস হলো সেই শেষ প্রন্থা যার মাধ্যমে এক ব্যক্তি তলোয়ারের বিকল্প বেছে নেন।’ উনার অনশন ছিলো সাম্প্রদায়িক হিংসা,জাতিগত বিভেদ ও প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি এর বিপক্ষে।নিঃসন্দেহে গান্ধীজির অহিংসা আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের ভিত অনেকটা নাড়িয়ে দিতে পেরেছিলো এবং উনার অনেক দাবিদাওয়ার কাছে তারা নত মস্তক হতে বাধ্য হয়েছিলো,কিন্তু মুসলিম লিগ কর্তৃক সাম্প্রদায়িক হিংসায় উনার অনশন মোটেও মৌলবাদীদের চেতনায় কোন ইতিবাচক সাড়া জাগাতে পারে নি। এভাবেই উনার জীবনের শেষ অনশনটি ভারাক্রান্ত মনে ইতি ঘটে। যন্তর মন্তরে আন্দোলনকারীরা যে সংবিধানের বই বুকে নিয়ে প্রতিবাদ করেছেন, সেই সংবিধান প্রণেতা ডক্টর বি.আর.আম্বেদকর অনশন ধর্মঘট নিয়ে বিপরীত অবস্থান নিয়েছিলেন।১৯৪৯ সালে প্রদত্ত এক ঐতিহাসিক ভাষণে আম্বেদকর বলেছিলেন যে, সংবিধানের আওতায় মতামত প্রকাশ ও ন্যায়বিচার পাওয়ার সুযোগ যখন বিদ্যমান, তখন অনশন ও আইন অমান্য আন্দোলনের মতো পদ্ধতির পরিবর্তে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ারই আশ্রয় নেওয়া উচিত। তিনি সতর্ক করেছিলেন যে, এমনটা না ঘটলে এই পদ্ধতিগুলো ‘নৈরাজ্যের ব্যাকরণ’ হয়ে উঠবে। তিনি আরো বলেছিলেন,“যত তাড়াতাড়ি এগুলো পরিত্যাগ করা হবে, আমাদের জন্য ততই মঙ্গল হবে।” ভাগ্যিস এখন আম্বেদকর জি বেঁচে নেই,নাহলে হয়তো উনাকেও আজ এইসব বলার জন্য অন্ধভক্ত, আরএসএসের দালাল আখ্যায়িত করতো তথাকথিত এই সেকুলাররা।২০২৬ সালে এসে আম্বেদকরের ভবিষৎবাণী যে কতটুকু নিখুঁত ছিলো তা বিস্তর ও খালি চোখে বিদ্যমান।অনশন ধর্মঘট সম্পূর্ণ অহিংস এবং ইতিবাচক, এতে বিন্দুমাত্র কোন সন্দেহ নেই।কিন্ত এই অনশনের ঢালে সরকারকে জিম্মি করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা যাদের জনগণ ভোটের মাধ্যমে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে নিয়েছিলো আজ নিজেদের রাজনৈতিক আদর্শ, এজেন্ডা অনশনস্থলে এসে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।আমরা দেখেছি কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা এসে দাবি করছেন তাদের রাজ্যের পূর্ণমর্যদা এবং অনুচ্ছেদ ৩৭০ ফিরিয়ে দেওয়ার, কারো হাতে প্ল্যাকার্ড ‘ফ্রি উমর খালিদ’। প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যে কংগ্রেস সহ আঞ্চলিক দলগুলির প্রধান প্রতিপক্ষ বিজেপি, যার জন্য তাহারা ক্ষমতার আশপাশেও যেতে পারছে না। তাই এই সুযোগে প্রায় সব কয়টি বিরোধী রাজনৈতিক দলের মধ্য একটা অঘোষিত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিলো নরেন্দ্র মোদির কেন্দ্র সরকারকে বেকায়দায় ফেলার। তেলাপোকা পার্টির সদস্যারা যখন নিজেদের কেজরিওয়ালের আপের সমর্থক দাবি করছেন,ঠিক সেই সময়ে ভাইবোন রাহুল প্রিয়াঙ্কা মোদির বাসভবনে ধর্নায় বসে একদফা বেশি প্রতিবাদের নজির গড়তে চান, যার দরুণ আপ নেতা সঞ্জয় সিং কংগ্রেসের উপর ক্ষুদ্ধ হয়ে বলেন রাহুল গান্ধীরা আন্দোলন কমজোর করছেন। ছাত্র আন্দোলনকে ঢাল বানিয়ে সবাই নিজেদের পুরানো ধান্ধা বাস্তবায়িত করতে চাইছিলো, ইন্ডো মার্কিন ট্রেড সমঝোতার প্রতিবাদে পাঞ্জাবের খালিস্তানি শক্তিও সামিল হয় এই ছাত্র আন্দোলনে। পশ্চিমবঙ্গে জনরায়ে হেরেও যে মমতা পদত্যাগ করেন নি, সেই দলের নেতা নেত্রীরা আন্দোলনে সামিল হয়ে ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ চাইলেন।সোনম ওয়াংচুক ছাত্রদের সমর্থনে টানা ২৬ দিন ভোগ অনশনে ছিলেন ঠিকই কিন্ত ক্রমশঃ সেই আন্দোলনকে হাইজ্যাক করার পাঁয়তারা চলছিলো বিভিন্ন অপশক্তির দ্বারা সেটা সহজেই অনুমান করা যাচ্ছিলো।তাই সোনম ওয়াংচুর স্ত্রী গীতাঞ্জলি আংমো বলতে বাধ্য হন কংগ্রেসের এহেন আচরণ আসলে কুটিল রাজনীতি। নেতাদের উচিত ছিল যন্তর মন্তরে গিয়ে পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়ানো।২৬ দিনের ভোগ অনশন ভাঙ্গার জন্য খোদ সোনাম ওয়াংচুককেও কেন্দ্রের সঙ্গে সমঝোতার অপবাদ উঠানো হয়, প্রকৃতপক্ষে এরা সোনম জির জীবনকে বাজি রেখে দেশে এক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি খায়েম করতে চেয়েছিলো।

শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা দেশজুড়ে বিস্তৃত DEEP STATE এর অংশীদাররা নিঃসন্দেহে বেকায়দায় পড়ে গেলো, ভেস্তে গেলো তাদের নীল নকশা।কারণ একই কায়দায় বাংলাদেশে স্থিতিশীল একটা সরকারের পতন ঘটানো হয়েছিলো, ভারতের এই জেনজি আন্দোলনে বাংলাদেশের মৌলবাদী গোষ্ঠী দু হাত তুলে সমর্থন জানিয়েছিল।২১ জুলাই ২০২৬ তে বাংলাদেশ জামাত ইসলামী তাদের কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় থেকে প্রকাশিত একটি খোলা চিঠিতে ভারতের ছাত্র আন্দোলনে তাহারা পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করে। চরম ভারত বিদ্বেষী সংগঠন ইনকিলাব মঞ্চ শাহবাগে ককরোচ মুভমেন্টের সমর্থনে মশাল মিছিল বের করে। পাকিস্তান প্রন্থী সংগঠন এনসিপির নেতা সারজিস আলম লিখে ঢাকা থেকে শুরু হওয়া বারুদ ছড়িয়ে পড়ুক পুরো দক্ষিণ এশিয়ায়। ভারতের এই ছাত্র আন্দোলনে ইন্ধন দেওয়া পাকিস্তানের ৪০০ এরও বেশি সোশ্যাল মিডিয়া একাউন্ট ডিএক্টিভ করা হয়।কেন্দ্র সরকার বিচক্ষণতায় একটি বড়সড় চক্রান্ত ভেস্তে দিলেও অনুমান করা যাচ্ছে আগামীতে আরো এইরকম আন্দোলন একই ধাঁচে সংগঠিত হবে সরকারকে জিম্মি করে দাবি আদায়ের। আন্দোলন গণতন্ত্রের সৌন্দর্য তবে বারংবার যদি এভাবে নির্বাচিত একটি সরকারকে আন্দোলনের নামে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে সেটা নিঃসন্দেহে বৃহত্তর গণতন্ত্রের জন্য একটি অশনি সঙ্কেত।

(মোবাইল নম্বর:- ৯০৮৫৬৯২৯৯৪)

স্বামী বিবেকানন্দ ওয়ালপেপার

শুভময় দাস

স্বামী বিবেকানন্দের ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে , রামকৃষ্ণ মিশন একটি বিশেষ স্মারক ওয়েবসাইট চালু করেছে। এই ওয়েবসাইটের লক্ষ্য হলো এই হিন্দু গুরু, বিশ্বশিক্ষক, চিন্তাবিদ, নেতা, নবী, পথপ্রদর্শক এবং মানবতার হিতৈষীর জীবন ও শিক্ষার বিভিন্ন দিকের এক ঝলক তুলে ধরা। রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক প্রকাশিত এই ওয়ালপেপারগুলিতে স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর বাণী জীবন্ত হয়ে ওঠে। লিঙ্কগুলি আপনাকে ডাউনলোডযোগ্য ছবিগুলিতে নিয়ে যাবে, যা আপনি আপনার ডেস্কটপ বা ল্যাপটপে ওয়ালপেপার হিসাবে সেট করতে পারেন।

স্বামীজী শক্তির বিষয়ে বলছেন - ওয়ালপেপার

এই উজ্জ্বল ও উদ্দীপনাময় ওয়ালপেপারটিতে স্বামীজিকে তাঁর গেরুয়া পাগড়ি ছাড়া অবস্থায় তাঁর এই উক্তিটির পাশে চিত্রিত করা হয়েছে: ‘শক্তি, শক্তিই তো এই জীবনে আমাদের এত বেশি প্রয়োজন, কারণ যাকে আমরা পাপ ও দুঃখ বলি, তার সবকিছুর কারণ একটাই, আর তা হলো আমাদের দুর্বলতা। দুর্বলতা থেকে আসে অজ্ঞতা, এবং অজ্ঞতা থেকে আসে দুঃখ।’

স্বামী বিবেকানন্দের ব্রোঞ্জ মূর্তি - ওয়ালপেপার

এই উজ্জ্বল ইটের রঙ আর মরচে-রঙা ওয়ালপেপারে, মালাশোভিত স্বামীজী তাকিয়ে আছেন, আর তাঁর অন্যতম বিখ্যাত একটি উক্তি আপনাকে অনুপ্রাণিত করতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে: ‘এই জীবন ক্ষণস্থায়ী, জাগতিক অনর্থক বিষয় ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু কেবল তারাই বেঁচে থাকে যারা অন্যের জন্য বাঁচে, বাকিরা জীবিতের চেয়ে মৃতই বেশি।’ (স্বামী বিবেকানন্দের মহীশূরের মহারাজাকে লেখা পত্র থেকে - ২৩ জুন ১৮৯৪)। বেলুড় মঠের স্বামী বিবেকানন্দ - ওয়ালপেপার শান্ত ও স্নিগ্ধ অক্সফোর্ড সবুজ রঙের এই ওয়ালপেপারটির পটভূমিতে রয়েছে বিখ্যাত বেলুড় মঠ। এতে সুদর্শন স্বামীজিকে তাঁর চিরাচরিত গেরুয়া পোশাক ও পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়। এটি একটি চমৎকার ওয়ালপেপার, যার সাথে একটি সারগর্ভ উক্তি রয়েছে: ‘সকল উপাসনার সারমর্ম এটাই - পবিত্র থাকা এবং অন্যের মঙ্গল করা।’

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ - ওয়ালপেপার

সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর কোনো এক ধর্মপ্রচার অভিযানের সময় তোলা, লম্বা বারগান্ডি রঙের পোশাকে স্বামীজীর পাগড়িবিহীন আরেকটি চমৎকার ছবি সম্বলিত এই ওয়ালপেপারটি তাঁর আদর্শকে সংক্ষেপে তুলে ধরেছে: ‘আমার আদর্শকে প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি কথায় প্রকাশ করা যায়, আর তা হলো: মানবজাতিকে তাদের দেবত্বের বাণী প্রচার করা এবং জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে কীভাবে তা প্রকাশ করা যায়, তা শেখানো।’ স্বামীজীর শিক্ষাদান ও জাগরণ বিষয়ক ওয়ালপেপার স্বামীজীর চিরাচরিত উপবিষ্ট ভঙ্গিমার এই ওয়ালপেপারটিতে শিক্ষা প্রদান এবং আত্মার জাগরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে: ‘নিজেকে শিক্ষা দিন, প্রত্যেককে তার প্রকৃত স্বরূপ শিক্ষা দিন, সুপ্ত আত্মাকে আহ্বান করুন এবং দেখুন কীভাবে তা জেগে ওঠে। শক্তি আসবে, মহিমা আসবে, মঙ্গল আসবে, পবিত্রতা আসবে এবং যা কিছু উৎকৃষ্ট, সবই আসবে যখন এই সুপ্ত আত্মা আত্মসচেতন কর্মে জাগ্রত হবে।’ উপাসনা বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ - ওয়ালপেপার

এই মনোরম নীল ওয়ালপেপারটিতে স্বামীজীর দুটি ছবি রয়েছে - একটি শান্ত ও স্থির, এবং অন্যটি আত্মবিশ্বাসী। এর বার্তাটিও সহজ: ‘সকল উপাসনার সারমর্ম এটাই - পবিত্র থাকা এবং অন্যের মঙ্গল করা।’ রামেশ্বরম মন্দিরে দেওয়া তাঁর ভাষণে তিনি যেমনটি ব্যাখ্যা করেছিলেন: ‘যিনি দরিদ্র, দুর্বল এবং অসুস্থদের মধ্যে শিবকে দেখেন, তিনিই প্রকৃত শিবের উপাসনা করেন; এবং যদি তিনি শিবকে কেবল প্রতিমার মধ্যে দেখেন, তবে তাঁর উপাসনা কেবলই প্রাথমিক।’

জ্ঞান বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ - ওয়ালপেপার এই ওয়ালপেপারটির পটভূমিতে একটি কাঠের দেয়াল রয়েছে, যেখানে আমাদের নায়ককে একটি হাসিখুশি ভঙ্গিতে দেখা যাচ্ছে এবং তাঁকে সত্যিই জ্ঞানী বলে মনে হচ্ছে। তিনি তাঁর “কর্ম-যোগ” গ্রন্থে যেমনটি বলেছেন: ’আধ্যাত্মিকতার পরেই আসে বৌদ্ধিক সাহায্যের স্থান; জ্ঞানের দান তার চেয়েও অনেক উচ্চতর এক দান... কারণ মানুষের প্রকৃত জীবন জ্ঞান দ্বারাই গঠিত; অজ্ঞতা মৃত্যু, জ্ঞান জীবন।’

ধর্ম বিষয়ে স্বামীজি - ওয়ালপেপার তাঁর চিরাচরিত গেরুয়া পোশাকে সজ্জিত স্বামীজী, ধ্যানমগ্ন ভঙ্গিতে অবনত চোখে বসে আছেন এবং পটভূমিতে “ওম” ধ্বনি। এই দৃশ্যটি তাঁর গভীর বার্তার জন্য এক নিখুঁত পরিবেশ তৈরি করে: ‘ধর্ম হলো মানুষের মধ্যে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান দেবত্বের প্রকাশ।’ এটি তাঁর একটি জনপ্রিয় উক্তির অনুরূপ: ‘শিক্ষা হলো মানুষের মধ্যে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান পূর্ণতার প্রকাশ।’

নাতনিকে স্কুলের গাড়িতে তুলে বাড়ি ফেরার পথে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে মহিলার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩০ জুলাই: নাতনিকে স্কুলের গাড়িতে তুলে বাড়ি ফেরার পথে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। মর্মান্তিক এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে বিলোনিয়ার মতাই চম্পকনগর এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃতার নাম সবিতা লোধ (৫৫)। তিনি মতাই চম্পকনগর এলাকার বাসিন্দা এবং তপন লোধের স্ত্রী। বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় ৯টা নাগাদ নাতনিকে একটি নার্সারি স্কুলের গাড়িতে তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি।

অভিযোগ, ফেরার পথে স্থানীয় বাসিন্দা সুভাষ দেবনাথের বাড়িতে একটি গাছ কাটার কাজ চলছিল। সেই সময় গাছের একটি কাটা ডাল ভেঙে সবিতা লোধের মাথায় এসে পড়ে। গুরুতর জখম অবস্থায় রক্তাক্ত সবিতা লোধকে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত মতাই হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর পর চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার খবর পেয়ে বিলোনিয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, এই ঘটনায় সুভাষ দেবনাথের বিরুদ্ধে বিলোনিয়া থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। সবিতা লোধের আকস্মিক মৃত্যুর খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া। কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। ঘটনায় গোটা এলাকায়ও শোকের আবহ সৃষ্টি হয়েছে।

বিশ্বজুড়ে চরম তাপপ্রবাহ, আর অ্যান্টার্কটিকায় এক দশকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড

আসহাবিল ইয়ামিন

চলতি বছরের গ্রীষ্ম মৌসুমে উত্তর গোলার্ধের চিত্রটা একেবারেই ভিন্ন। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বেশির ভাগ অঞ্চলে বইছে তীব্র তাপপ্রবাহ। আর তাতেই তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন গরম পড়ার রেকর্ড। কিন্তু ঠিক একই সময়ে পৃথিবীর একেবারে দক্ষিণে, অর্থাৎ দক্ষিণ গোলার্ধের বরফে ঢাকা মহাদেশ অ্যান্টার্কটিকায় দেখা যাচ্ছে ঠিক উল্টো। সেখানে তাপমাত্রা নেমে গিয়ে তৈরি হয়েছে এক নতুন সর্বনিম্ন রেকর্ডের।

১৮ জুলাই অ্যান্টার্কটিকার কনকর্ডিয়া গবেষণাকেন্দ্রের তাপমাত্রা নেমে যায় মাইনাস ১১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। বিশ্বজুড়ে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা দ্য ওয়েদার চ্যানেলের তথ্যমতে, ২০১২ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত পুরো পৃথিবীতে রেকর্ড করা তাপমাত্রার মধ্যে এটিই সবচেয়ে কম। এমনকি কনকর্ডিয়া গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে সেখানকার নিজস্ব সর্বকালের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার যে রেকর্ড রয়েছে, ১৮ জুলাইয়ের তাপমাত্রা তার চেয়ে মাত্র আধা ডিগ্রি দূরে ছিল। আমেরিকার সল্ট লেক সিটিতে ১২ জুলাই তাপমাত্রা ৪২ দশমিক ৭৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ১০৯ ডিগ্রি ফারেনহাইটে পৌঁছায়, যা শহরটির ইতিহাসের সবচেয়ে গরম দিন ছিল। উত্তর গোলার্ধে যখন এমন গরম পড়ছে, ঠিক তখনই অ্যান্টার্কটিকায় চলছে কনকনে শীত। কনকর্ডিয়া স্টেশনটি ভৌগোলিকভাবেই তীব্র ঠান্ডার জন্য উপযুক্ত এক জায়গায় তৈরি। কনকর্ডিয়া স্টেশনটি অ্যান্টার্কটিকায় অবস্থিত একটি বিশ্বখ্যাত ফরাসি-ইতালীয় যৌথ বিজ্ঞান ও গবেষণা কেন্দ্র। বরফের বিশাল স্তরের ওপর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০ হাজার ফুটেরও বেশি উঁচুতে এটি অবস্থিত। সেখানকার বাতাস খুব পাতলা এবং অত্যন্ত শুষ্ক। বাতাসে আর্দ্রতা বা জলীয় বাষ্প না থাকায় সূর্য বা পরিবেশের সামান্য তাপটুকুও তা ধরে রাখতে পারে না, ফলে চারপাশ দ্রুত হিমশীতল হয়ে পড়ে।

মাইনাস ১১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস শুনলেই তো শীত লাগার কথা। কেননা আমাদের দেশে শীতকালে তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করে। আর সেখানে মাইনাস ১১৯। বোঝাই যাচ্ছে কত ঠান্ডা। তবে এটি কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে কম তাপমাত্রা নয়। আজ থেকে বহু বছর আগে, ১৯৮৩ সালের ২১ জুলাই অ্যান্টার্কটিকায় অবস্থিত রাশিয়ার ভস্তক গবেষণা কেন্দ্রে তাপমাত্রা নেমে গিয়েছিল মাইনাস ১২৮ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এটিই এখন পর্যন্ত পুরো পৃথিবীতে রেকর্ড করা সর্বকালের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।

চলতি মাসের শুরুর দিকে আমেরিকার ডেথ ভ্যালির তাপমাত্রা পৌঁছায় ১২১ ডিগ্রি ফারেনহাইটে। অর্থাৎ একই মাসের মধ্যে পৃথিবীর দুই প্রান্তের তাপমাত্রার পার্থক্য ছিল প্রায় ২৪০ ডিগ্রি। ন্যাশনাল সেন্টারস ফর এনভায়রনমেন্টাল ইনফরমেশনের তথ্য অনুযায়ী, পৃথিবীতে এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ১৯১৩ সালের ১০ জুলাই। সেদিন এই ডেথ ভ্যালির তাপমাত্রাই পৌঁছেছিল ১৩৪ ডিগ্রিতে। দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত হওয়ায় অ্যান্টার্কটিকায় যখন শীতকাল চলে, তখন সেখানে শুরু হয় মেরু রাত্রি। মানে টানা কয়েক মাস ধরে আকাশে সূর্য ওঠে না এবং পুরো মহাদেশটি সম্পূর্ণ অন্ধকারে ঢাকা থাকে। রোদ না থাকায় পরিবেশ ক্রমাগত তাপ হারাতে থাকে এবং চারপাশ তীব্র হিমশীতল হয়ে পড়ে। যেহেতু অ্যান্টার্কটিকায় শীত মৌসুম এখনো শেষ হয়নি, তাই সামনের দিনগুলোতে এখানকার আবহাওয়া আরও চরম রূপ নিতে পারে। সাধারণত আগস্টের শেষ দিকে, দীর্ঘ অন্ধকারের পর সূর্য ওঠার ঠিক আগের সময়টাতে সেখানকার তাপমাত্রা সবচেয়ে নিচে নেমে যায়। এ কারণেই আবহাওয়াবিদেরা ধারণা করছেন, অ্যান্টার্কটিকার তাপমাত্রা সামনে আরও কমে নতুন রেকর্ড তৈরি করতে পারে।

সূত্রঃ ইয়াহু নিউজ

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার এনএসইউআইর পক্ষ থেকে ছাত্র স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ক র‌্যালি অনুষ্ঠিত হয়। ছবি নিজস্ব

পিওকে নির্বাচনে হিংসা ও কারচুপির অভিযোগ পাকিস্তান সেনার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (আইএএনএস): পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে)-এর বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে হিংসা, ভোটে কারচুপির অভিযোগ এবং জোরপূর্বক নিখোঁজ করার ঘটনার অভিযোগে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে আসা যৌথ অ্যাকশন আওয়ামি কমিটি (জেএএসি) নির্বাচন চলাকালীন শান্তি ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সাধারণ মানুষের প্রতি বারবার আবেদন জানালেও বিভিন্ন এলাকায় একাধিক হিংসাত্মক ঘটনার খবর মিলেছে।

একজন গোয়েন্দা আধিকারিকের দাবি, এই হিংসার উৎস স্থানীয় মানুষ নন। তাঁর অভিযোগ, হিজবুল মুজাহিদিনের জঙ্গিদের আন্দোলনকারীদের ভিড়ে মিশে গিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল বিক্ষোভে হিংসা ছড়িয়ে পরে সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়া, যাতে আন্দোলনকারীদেরই অশান্তির জন্য দায়ী করা যায়।

ওই আধিকারিকের আরও দাবি, জঙ্গি ও ভাড়াটে দুষ্কৃতীদের মাধ্যমে হিংসা ছড়িয়ে নিরাপত্তা বাহিনীকে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। গত তিন দিনে প্রায় ৩৭ জনের মৃত্যু এবং প্রায় ২০০ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে, পাকিস্তান সেনা পরিকল্পিতভাবে এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছে যাতে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চলা আন্দোলন দমন করা যায়। অভিযোগ, আন্দোলনকারীদের দাবি পূরণের পরিবর্তে আন্দোলন ভাঙতেই এই কৌশল নেওয়া হয়েছে।

আরও এক আধিকারিকের দাবি, সম্প্রতি পিওকের এক সেক্টর কমান্ডারকে সেনার শীর্ষ কর্তাদের তরফে আন্দোলন কঠোরভাবে দমনের নির্দেশ দেওয়া হয়। তাঁর অভিযোগ, কয়েকজন দুষ্কৃতী ও জঙ্গিকে বিক্ষোভস্থলে পাঠিয়ে হিংসা ছড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং পরে নিরাপদে সেখান থেকে বের করে আনার ব্যবস্থাও রাখতে বলা হয়।

অভিযোগ, আন্দোলনে অনুপ্রবেশকারী এই দুষ্কৃতীরা সরকারি গাড়ি ও ভবনে আগুন লাগায়, পাথর ছোড়ে এবং সাধারণ মানুষের উপর গুলিও চালায়। এরপর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে আন্দোলনকারীদেরই হিংসার জন্য দায়ী করা হয়।

জেএএসি সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেছে, এ ধরনের অনুপ্রবেশের চেষ্টা আরও হতে পারে। সংগঠনের দাবি, তাদের সমস্ত দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে না।

প্রশাসনিক সূত্রের আশঙ্কা, আগামী কয়েক সপ্তাহে পিওকের পরিস্থিতি আরও অবনতি হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে যে কোনও রাজনৈতিক দলের পক্ষেই কার্যকরভাবে প্রশাসন চালানো কঠিন হবে বলে মনে করা হচ্ছে। অভিযোগ, নির্বাচনে এগিয়ে থাকা পাকিস্তান মুসলিম লিগ (নওয়াজ) বা পিএমএল-এন সরকার গঠন করলেও জনসমর্থনের ঘাটতি থেকে যাবে, কারণ জনসংখ্যার একটি বড় অংশের বিশ্বাস, পাকিস্তান সেনার সহযোগিতায় নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করা হয়েছে।

এদিকে, এই পরিস্থিতিকে ঘিরে কেন্দ্রীয় জোটের শরিক পিএমএল-এন এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) মধ্যেও মতপার্থক্য বেড়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, পিওকের মানুষ দীর্ঘদিন ধরেই বিদ্যুতের শুল্ক কমানো, খাদ্যে ভর্তুকি, শাসক শ্রেণির বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার এবং উন্নত জীবনযাত্রার দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন।

২৭ জুলাই থেকে ১০ আগস্ট পর্যন্ত তিন দফায় পিওকে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৫৩ সদস্যের বিধানসভায় সরকার গঠনের জন্য ২৭টি আসনে জয় প্রয়োজন। এর মধ্যে ৪৫টি আসনে সরাসরি নির্বাচন হয় এবং বাকি আটটি সংরক্ষিত আসন। আইএএনএসের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, এখনও পর্যন্ত ঘোষিত ফলাফলে ১৩টি আসনের মধ্যে পিএমএল-এন ৯টি এবং পিপিপি বাকি আসনগুলি জিতেছে। ইমরান খানের দল পিটিআই এই নির্বাচন বয়কট করেছে।

বিদেশে চক্ষু চিকিৎসার অনুমতি না মেলায় সুপ্রিম কোর্টে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (আইএএনএস): বিদেশে চোখের চিকিৎসার অনুমতি না দেওয়ার কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলকাতা হাই কোর্টে বিদেশে গিয়ে চক্ষু চিকিৎসার অনুমতি চেয়ে করা মামলার প্রেক্ষিতে তিনি বিশেষ অনুমতি প্রার্থনা (স্পেশাল লিভ পিটিশন বা এসএলপি) দায়ের করেছেন। সুপ্রিম কোর্টে মামলাটি ছজ্রঞ্চ (ঞ্চন্ন) ঞ্চদ্রন্. ১৩৫৫৫-১৩৫৫৬/২০২৬ হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে। শীর্ষ আদালতের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, আগামী ৩ আগস্ট মামলাটি শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত হতে পারে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হাই কোর্টে জানিয়েছিলেন, ২০১৬ সালে এক সড়ক দুর্ঘটনায় চোখে গুরুতর আঘাত পাওয়ার পর থেকে গত প্রায় এক দশক ধরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে নিয়মিত চক্ষু চিকিৎসা করিয়ে আসছেন। সেই কারণেই বিদেশে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিলেন তিনি।

তবে গত ২০ জুলাই বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য্যের একক বেঞ্চ তাঁকে অবিলম্বে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দিতে অস্বীকার করে। আদালত নির্দেশ দেয়, প্রথমে কলকাতার সরকারি এসএসকেএম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে হবে।

হাই কোর্ট জানায়, এসএসকেএম হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের প্রধানের নেতৃত্বে গঠিত মেডিক্যাল বোর্ডের রিপোর্ট খতিয়ে দেখার পরই বিদেশ সফরের আবেদন সম্পর্কে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশে যাওয়ার আবেদনের বিরোধিতা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আদালতে জানায়, তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা বিচারাধীন রয়েছে। সরকারের পক্ষে অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার যুক্তি দেন, এই পরিস্থিতিতে তাঁকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দিলে তদন্তে জটিলতা তৈরি হতে পারে।

এই মামলার সঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো ও হিংসা উসকে দেওয়ার অভিযোগও যুক্ত রয়েছে। অভিযোগ, প্রচারের সময় তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে উদ্দেশ্য করে হুমকিমূলক মন্তব্য করেছিলেন।

এর আগে কলকাতা হাই কোর্ট অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেফতার-সহ কোনও কড়া পুলিশি পদক্ষেপ থেকে অন্তর্বর্তী সুরক্ষা দিলেও শর্ত দেয় যে, বিদেশে যেতে হলে আদালতের অনুমতি নিতে হবে।

২০ জুলাই বিদেশে চিকিৎসার অনুমতি না দিলেও আদালত তাঁর অন্তর্বর্তী সুরক্ষার মেয়াদ আগামী ৬ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয় এবং তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করার নির্দেশ দেয়।

উল্লেখ্য, গত ২৩ জুন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাত দিনের জন্য বিদেশে গিয়ে চক্ষু চিকিৎসার অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন। ২০১৬ সালের অক্টোবরে মুর্শিদাবাদে একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় তাঁর চোখে গুরুতর আঘাত লাগে। এরপর দেশ-বিদেশের বিভিন্ন হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা হয়েছে।

বাঁকিপুর উপনির্বাচন: জন সুরাজ কর্মীদের আটক নিয়ে প্রশ্ন প্রশান্ত কিশোরের, কড়া ভোটার যাচাইকে সমর্থন

পাটনা, ৩০ জুলাই (আইএএনএস): বিহারের বহুল আলোচিত বাঁকিপুর বিধানসভা উপনির্বাচনে বৃহস্পতিবার ভোটগ্রহণ চলাকালীন নির্বাচনের আগের রাতে জন সুরাজ দলের কর্মী-নেতাদের আটকের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ফের প্রশ্ন তুললেন দলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রার্থী প্রশান্ত কিশোর। একই সঙ্গে ভুয়ো ভোট রুখতে ভোটার পরিচয়পত্রের কড়া যাচাইয়ের দাবিকে তিনি সমর্থন জানিয়েছেন।

প্রশান্ত কিশোরের অভিযোগ, নির্বাচনের আগের রাতে জন সুরাজের ১৬ জনেরও বেশি নেতা-কর্মীকে পুলিশ আটক করে বিভিন্ন থানায় নিয়ে যায়। প্রথমদিকে তাঁদের কোথায় রাখা হয়েছে, সে সম্পর্কেও কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি।

তিনি বলেন, 'আমরা আগেই বলেছিলাম, পুলিশ ১৬ জনেরও বেশি জন সুরাজ নেতাকে আটক করেছে। পরে জানতে পারি, তাঁদের প্রথমে দানাপুর এবং পরে শাহপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। যদি তাঁরা কোনও অপরাধ করে থাকেন, তাহলে মামলা দায়ের করা উচিত ছিল। কিন্তু শুধু নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখতেই তাঁদের আটক করা হয়েছে।'

যদিও পাটনা পুলিশের দাবি, ভোটের আগে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।

এদিকে ভোটের সময় ভোটার পরিচয়পত্র (ইপিক) ও ভোটারের নাম কঠোরভাবে মিলিয়ে দেখার বিজেপির দাবিকে স্বাগত জানান প্রশান্ত কিশোর। তাঁর মতে, ভুয়ো ভোট রোধে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

তিনি বলেন, 'অনেকদিন পর বিজেপি একটি ভালো প্রস্তাব দিয়েছে। ভুয়ো ভোট আটকাতে ইপিক কার্ডের তথ্য ভোটারের নামের সঙ্গে কঠোরভাবে যাচাই করা জরুরি।'

বাঁকিপুর উপনির্বাচনে মোট ২৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। মোট ৩,৭৯,৬১৬ জন ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগের যোগ্য। মূল লড়াই জন সুরাজের প্রশান্ত কিশোর, রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-র রেখা গুপ্তা এবং এনডিএ-সমর্থিত বিজেপি প্রার্থী নীরজ কুমার সিনহার মধ্যে বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

অন্যদিকে, ভোট দেওয়ার পর বিহারের মন্ত্রী অশোক চৌধুরী গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার জন্য ভোটারদের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মানুষ তাঁদের আদর্শ ও বিশ্বাস অনুযায়ী ভোট দিয়ে গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করতে পারেন।

শ্রাবণ মাসের প্রথম দিন উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাঁকিপুরের ভোটাররা অত্যন্ত শিক্ষিত এবং তাঁরা দায়িত্বশীলভাবে নিজেদের এলাকার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবেন বলে তাঁর বিশ্বাস।

কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই ভোটগ্রহণ চলছে। নির্বাচন কমিশন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতে পুরো প্রক্রিয়ার উপর নজর রাখছে। আগামী ৩ আগস্ট ভোট গণনা হবে।

দিল্লিতে নিষিদ্ধ চাইনিজ মাঞ্জা চক্রের পর্দাফাঁস, ৪২৪ রিল বাজেয়াপ্ত; গ্রেপ্তার ১

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (আইএএনএস): দিল্লি পুলিশের সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টের স্পেশাল স্টাফ নিষিদ্ধ চাইনিজ মাঞ্জা মজুত ও বিক্রির একটি বড় চক্রের পর্দাফাঁস করেছে। এই অভিযানে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং নবী করিম এলাকা থেকে নিষিদ্ধ চাইনিজ মাঞ্জার ৪২৪টি রিল (চাকরি) বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, নিষিদ্ধ চাইনিজ মাঞ্জা বিক্রি ও মজুতের বিরুদ্ধে চলমান অভিযানের অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই ধরনের মাঞ্জার কারণে অতীতে মোটরবাইক আরোহী, পথচারী, পাখি ও প্রাণীর মৃত্যুসহ একাধিক গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটেছে।

২৯ জুলাই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নবী করিমের লক্ষ্মণপুরী এলাকায় অভিযান চালায় স্পেশাল স্টাফ। সেখানে ২৪ বছর বয়সি ওয়াসিম রাজাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে প্রথমে একটি নীল প্লাস্টিকের বস্তায় রাখা নিষিদ্ধ চাইনিজ মাঞ্জার চারটি প্যাকেটবন্দি রিল উদ্ধার হয়।

অমিত শাহের পুনে সফরের আগে রাজনৈতিক উত্তাপ বিক্ষোভে কংগ্রেস, পাল্টা জবাবের হুঁশিয়ারি বিজেপির

পুনে, ৩০ জুলাই (আইএএনএস): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ১ আগস্টের পুনে সফরকে ঘিরে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে উত্তেজনা তীব্র হয়েছে। পুনে সিটি কংগ্রেস শাহের সফরের সময় বিক্ষোভ কর্মসূচির ঘোষণা করেছে। এর পাল্টা বিজেপি এই কর্মসূচির বিরোধিতা করে ''ইটের জবাব পাথর'' দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে। দুই দলের এই সংঘাতের জেরে শহরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

পুনে সিটি (পূর্ব) কংগ্রেস কমিটির সভাপতি প্রশান্ত জগতাপ অভিযোগ করেন, নিট প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে দেশজুড়ে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের কণ্ঠরোধ করতে কেন্দ্রীয় সরকার বলপ্রয়োগ করেছে। তাঁর দাবি, আন্দোলনকারীদের উপর লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপসহ বিভিন্ন ধরনের দমনমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল এবং বহু পড়ুয়া আহত হন।

জগতাপের অভিযোগ, নিট প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের কণ্ঠরোধের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দায়ী। এই ঘটনার প্রতিবাদেই কংগ্রেস আন্দোলনে নামছে বলে তিনি জানান।

তিনি বলেন, ১ আগস্ট সকাল সাড়ে ১০টায় শঙ্করশেঠ রোডের সেভেন লাভস চক এলাকায় কংগ্রেস কর্মী, ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষ একত্রিত হবেন। এই পথ দিয়েই অমিত শাহের যাওয়ার কথা রয়েছে।

জগতাপ আরও দাবি করেন, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং আন্দোলন শেষ হওয়ার পরও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের হয়রানি করা হচ্ছে। তিনি পুনের নাগরিকদের এই প্রতিবাদে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এটি কেন্দ্রের ''স্বৈরাচারী মনোভাব'' ও ছাত্রদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ।

অন্যদিকে, পুনে সিটি বিজেপির সভাপতি ধীরজ ঘাটে সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেসের এই কর্মসূচিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মন্তব্য করেন। তাঁর দাবি, অমিত শাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পুনে আসছেন, তাই এই সফরকে রাজনৈতিক রং দেওয়া উচিত নয়।

ঘাটে জানান, ওই অনুষ্ঠানে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালকে মর্যাদাপূর্ণ লোকমান্য তিলক পুরস্কারে সম্মানিত করা হবে। তিনি বলেন, এটি পুনে শহরের জন্য গর্বের বিষয়, কিন্তু কংগ্রেস রাজনৈতিক স্বার্থে এই অনুষ্ঠানকে আড়াল করার চেষ্টা করছে।

বিজেপি নেতা দাবি করেন, কংগ্রেস শুধুমাত্র রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই বিক্ষোভের আয়োজন করছে। তিনি জানান, অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত অনুমতি, শব্দবর্ধক যন্ত্র ব্যবহারের অনুমতিসহ, পুলিশের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে এবং বিজেপি এই বিক্ষোভের কড়া বিরোধিতা করবে।

এর জবাবে প্রশান্ত জগতাপ বলেন, কোনও চাপ বা বাধা সত্ত্বেও কংগ্রেস তাদের কর্মসূচি প্রত্যাহার করবে না। তাঁর অভিযোগ, পুনে পুলিশ বারবার আন্দোলন থেকে সরে আসার জন্য চাপ দিচ্ছে। বিজেপির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তিনি বলেন, 'আমরা বিক্ষোভ করব, আটকাতে পারলে আটকান। পুনে শহরের আইনশৃঙ্খলা পুলিশ বজায় রাখে, না বিজেপি কর্মীরা সেটাই সবাই দেখবে।' তিনি আরও বলেন, শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ করা সাংবিধানিক অধিকার এবং কংগ্রেস সেই অধিকার প্রয়োগ করেই আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

দুই পক্ষই নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকায়, ১ আগস্ট অমিত শাহের পুনে সফরের সময় রাজনৈতিক সংঘাতের সম্ভাবনা প্রবল। পরিস্থিতি সামাল দিয়ে শান্তি ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা পুনে পুলিশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

মেট্রোপলিটন ভবনে তৃণমূলের রাজ্য দফতরের নিয়ন্ত্রণ নিল বিদ্রোহী গোষ্ঠী, ২০২৭ পর্যন্ত লিজ চুক্তি

কলকাতা, ৩০ জুলাই (আইএএনএস): ভবনের মালিকের সঙ্গে নতুন লিজ চুক্তি স্বাক্ষর করে কলকাতার মেট্রোপলিটন ভবনে অবস্থিত তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সদর দফতরের নিয়ন্ত্রণ আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের হাতে নিল দলটির বিদ্রোহী গোষ্ঠী। বহিষ্কৃত বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন এই গোষ্ঠী ২০২৭ সাল পর্যন্ত ভবনটি ব্যবহারের জন্য প্রাথমিক লিজ চুক্তি করেছে।

সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবির পর দলটি কার্যত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি গোষ্ঠীর নেতৃত্বে রয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যদিকে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নেতৃত্বে রয়েছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি বর্তমানে বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা।

গত মাস থেকেই মেট্রোপলিটন ভবনের দলীয় কার্যালয়ের দখল নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে টানাপোড়েন শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী, যারা বর্তমানে দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাটের বাসভবন থেকে সাংগঠনিক কাজ চালাচ্ছে, ভবনের মালিকের সঙ্গে তাদের চুক্তি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয়।

এরপরই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী ভবনের মালিকের সঙ্গে ২০২৭ সাল পর্যন্ত নতুন লিজ চুক্তি সম্পন্ন করে। ফলে ওই কার্যালয় থেকে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের আর কোনও বাধা রইল না।

সূত্রের খবর, বিদ্রোহী শিবিরের বিধায়করা নিয়মিত এই দফতরে এসে সাংগঠনিক কাজ করবেন। এ জন্য একটি রোস্টারও তৈরি করা হবে, যার ভিত্তিতে বিধায়ক ও নেতারা পর্যায়ক্রমে প্রতিদিন এই কার্যালয়ে দায়িত্ব পালন করবেন।

আগামী দু''দিনের মধ্যেই নতুন গোষ্ঠীর জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হতে পারে বলেও জানা গেছে।

এদিকে, দলীয় নাম, নির্বাচনী প্রতীক এবং দলীয় তহবিলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তৃণমূলের উভয় গোষ্ঠীই ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনের কাছে নিজেদের দাবি জানিয়েছে।

অন্যদিকে, দলীয় তহবিল নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের মোট ১৫টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ডেবিট লেনদেনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি অ্যাকাউন্টে প্রয়োগকারী সংস্থার (ইডি) নির্দেশে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

হাবড়ায় সহকর্মীকে ব্ল্যাকমেল করে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার সিভিক ভলান্টিয়ার

কলকাতা, ৩০ জুলাই (আইএএনএস): উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া থানার এলাকায় এক মহিলা সহকর্মীকে ব্যক্তিগত ছবি দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার পুলিশ এই তথ্য জানিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত এবং নির্যাতিতাউভয়েই হাবড়া থানায় সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে কর্মরত। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। বুধবার তাকে বারাসত আদালতে তোলা হলে আদালত পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

অভিযোগ অনুযায়ী, পোশাক বদলে ইউনিফর্ম পরার সময় অভিযুক্ত গোপনে ওই মহিলা সহকর্মীর ব্যক্তিগত ছবি তুলে রাখে। পরে সেই ছবি প্রকাশ করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে তাকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করে এবং জোর করে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য করে।নির্যাতিতার অভিযোগ, ব্যক্তিগত ছবি অন্যদের কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে অভিযুক্ত একাধিকবার তাঁকে যৌন নির্যাতন করে। পাশাপাশি, বিষয়টি কাউকে জানালে ভয়াবহ পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়।

অবশেষে সাহস সঞ্চয় করে ওই মহিলা হাবড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।

জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, ভয় দেখানো এবং হুমকির মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগে মামলা রুজু হয়েছে। অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরই তাকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বারাসত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার জে. মার্সি বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পরই অভিযুক্তকে দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা হয়েছে এবং এই ঘটনায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের মার্চ মাসে হাওড়ার আমতায় এক কিশোরীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ওই ঘটনার মানসিক আঘাত সহ্য করতে না পেরে পরে ওই কিশোরী আত্মহত্যা করে বলে অভিযোগ।

এছাড়া ২০২৪ সালের আগস্টে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে এক মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে গ্রেফতার করেছিল কলকাতা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় গণমঞ্চের সেন্ট্রাল কমিটির সাংবাদিক সম্মেলন। ছবি নিজস্ব

Page 3_5_7- JAGARAN1.pmd 2 31-07-2026, 01:09

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের মুখোমুখী অদিতি চট্টোপাধ্যায়.....

দীর্ঘদিনের আইনি ক্যারিয়ার, কাজের শুরুর দিন থেকে বর্তমানে ক্যারিয়ারের শীর্ষে উঠা সম্পর্কের বিষয়ে যদি কিছু বলেন? এই পেশার প্রতি থ্রি ডি অর্থাৎ ডিসিপ্লিন ডেডিকেশন এবং ডিটারমিনেশন থাকতে হবে। প্রতিটা দিনই সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নতুন লড়াই শুরু হয়। প্রত্যেকদিন পড়াশোনা করতে হয়। নতুন করে জানতে হয় নতুন করে শেখা হয়। ক্যারিয়ারের শুরু থেকে এখন অব্দি বারবার পড়ে গেলেও আবার উঠেছি। নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে এগিয়েছি।

গত ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে আপনি আনন্দবাজার নবকল্লোল সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকায় সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে আইনি পরামর্শ দিয়েছেন। সেই প্রশ্নোত্তরগুলি একত্রে সংগ্রহ করে সেখান থেকে 'আইনের দরবারে' নামক একটি বইও প্রকাশ করেছেন। বইটিতে সহজ ভাষায় আইনের বিভিন্ন বিষয় খুব সহজভাবে ফুটে উঠেছে। কী বলবেন ? বইটি কতটা সাধারণ মানুষের উপকারে লাগবে ?

আনন্দবাজার থেকে শুরু করে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বহু বছর ধরে লিখে চলেছি। পাশাপাশি দূরদর্শনেও সাধারণ মানুষের জন্য বহু বছর ধরে একটি অনুষ্ঠান করি। সেখানেও আমি সাধারণ মানুষের আইন সংক্রান্ত যে যে প্রশ্ন থাকে সেগুলির উত্তর দিয়েছি। তার ফলে সাধারণ মানুষ আইন সংক্রান্ত প্রশ্নের যে উত্তর জানতে চায় সেটা নিয়েই এই বই। এই বই ঘরে থাকলে হঠাৎ করে কোনও সমস্যা হলে একটা তাৎক্ষণিক সমাধান পাওয়া যাবে। যা সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত জরুরী।

আইনি লড়াই দীর্ঘ সময় ধরে চলে। আমাদের দেশে মামলার দীর্ঘসূত্রিতার জন্য অনেক সময় সাধারণ মানুষ তাদের সঙ্গে অন্যায় হয়েছে জেনেও আইন আদালতের দরজা এড়িয়ে যায়। কী মনে হয় আপনার, তবে কি কোথাও সাধারণ নাগরিক বিচার প্রক্রিয়ার উপর আস্থা হারাচ্ছেন?

সাধারণ মানুষ আইনের দরজায় আসতে চান না, মানুষের ওপর অত্যাচার হলেও অনেক ক্ষেত্রে মানুষ থানায় যান না। কারণ, তারা ভাবেন যে থানা তাদের হ্যারাসমেন্ট করবে। পুলিশকে সৎ নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে এবং সে ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদরাও এড়াতে পারবেন না। মানুষ মনে করেন আদালত অনেক সময় সাপেক্ষ, সেক্ষেত্রে আদালতে গেলে হ্যারাস হতে হবে। কিন্তু আদালত মানুষের শেষ ভরসার জায়গা। আদালতে মানুষ বিচার পান। জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আছেন। তারই অধীনে আছেন রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, তারই অধীনে আছেন জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ। মহিলা শিশু বয়স্ক মানুষেরা এই পরিষেবা একবারে নিখরচায় পাবেন। নির্যাতিত মানুষদের যদি অর্থনৈতিক সামর্থ্য না থাকে তাহলে এই পরিষেবা কেন্দ্রগুলিতে আসুন কিন্তু আপনারা আদালতে আসুন। এছাড়াও ঘরে বসে অনলাইনের মাধ্যমেও মামলা করা যায়।

সদ্য সরকার বদল হয়েছে। নতুন সরকারের কাছে আইনের দরবারের জন্য প্রত্যাশা কী ?

সাধারণ মানুষ যাতে চটজলদি আইনের আশ্রয়ে যেতে পারে। পুলিশ যেন সৎ নিরপেক্ষ সুষ্ঠভাবে কাজ করে। সর্বোচ্চ একটা স্বচ্ছ ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হোক নতুন সরকারের কাছে এটাই দাবি থাকবে। সবাই যেন সমান ন্যায্য বিচার পান, প্রভাবশালী এবং পকেট খালি আলাদা না হয়। সবাই ভালো থাকুন, সবার চাকরি হোক। কাজের জন্য যেন বাইরে পরিযায়ী হয়ে যেতে না হয়।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিধানসভায় গুন্ডা দমন বিল এনেছেন (The West Bengal public safety and control of anti social activities bill, ২০২৬) এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল মেনটেনেন্স অফ পাবলিক অর্ডার সংশোধনী বিল ২০২৬ পাস করেছে। গুন্ডা দমন নামক এই বিলের মাধ্যমে সরকার যে কোনও ব্যক্তিকে আটকের নির্দেশ দিতে পারে। রাজ্য সরকার পুলিশ কমিশনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকার নির্ধারিত ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল পদমর্য্যাদার পুলিশ দিতে পারেন। তার আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কারণ দর্শানোর সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। জনস্বার্থে বা পরিস্থিতি বিবেচনা করে সরকার তৎক্ষণাৎ আটকের নির্দেশ দিতে পারে। তবে এই ধরনের আটক করার নির্দেশ রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে জানাতে হবে এবং ১৫ দিনের বেশি এই নির্দেশ কার্যকর থাকবে না। তার মধ্যে রাজ্য সরকারকে অনুমোদন দিতে হবে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি কমিশন (সংশোধনী বিল ২০২৬) আরেকটি পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি তপশিলি জাতি ও উপজাতি ব্যতীত সরকারি চাকরিরও পদে সংরক্ষণ সংশোধনী বিল ২০২৬ পাশ হয়েছে। কী বলবেন ? এই বিলগুলি কার্যকর হলে কতটা সুবিধা ও অসুবিধা হবে?

এই বিলের পুলিশ যেন অপব্যবহার না করে। যদিও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এই বিলের যাতে অপব্যবহার না হয় সেই বিষয়ে আমরা দেখব। সুতরাং, আমরা তাঁর উপরে আস্থা রাখবো। অনগ্রসর যে বিলটি আনা হয়েছে সেই বিলে যারা অনগ্রসর বলে দাবি করেছেন, তাদের অনগ্রসর সার্টিফিকেট জাল বেরিয়েছে। অর্থাৎ, এই আইনটি কড়া করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু কোথাও যেন আইনের অপব্যবহার না করা হয়। নতুন রাজ্য সরকারের আইনি পরিকাঠামোর উপর আর কী কী বিষয়ে জোর দেওয়া উচিত? নতুন সরকারকে আরও সময় দিতে হবে। যদি কিছু দেখি তখন আমরা ভয়েস রেইজ করব।

কামদুনি থেকে বগটুই আরজি কর ধর্ষণকাণ্ড আমাদের প্রত্যেককে নাড়িয়ে দিয়েছে। বিচারের বাণী নিরবে নিভৃতে কাঁদে। কী বলবেন? আমার বিশ্বাস নয় যে, বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। আসলে মনে রাখতে হবে একটা ঘটনার দুটি প্রেক্ষিত থাকতে পারে। একটা, যদি ঘটনাকে আটকানো যায় সবচেয়ে ভালো হয় সেক্ষেত্রে, আর দ্বিতীয়ত ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পরে তার তদন্ত। আর তার ওপরে আসে বিচার। আমাদের আইনি যে পরিকাঠামো সেখানে বলা রয়েছে, একজন মানুষকে সাজা দিতে গেলে তার বিরুদ্ধে যে তথ্য প্রমাণ আছে সেই তথ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করে তাকে সাজা দিতে হবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ধর্ষণের যে ঘটনাগুলি ঘটেছে সেক্ষেত্রে পুলিশের বিরুদ্ধে তো কোথাও তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। সেক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসন যদি সঠিক তদন্ত না করে তাহলে বিচার তো সঠিক হবে না।

আজও আমাদের সমাজের অনেক ধর্ষণ কাণ্ডের ঘটনা প্রকাশ্যে আসে না। কখনো সামাজিক লোক লজ্জা তো কখনো আবার রাজনৈতিক চাপে। কী বলবেন এই বিষয়ে? একদম ঠিক। কখনো সামাজিক তো কখনো রাজনৈতিক চাপে অভিযোগকারীনির অভিযোগ থানাগুলি গ্রহণই করেনি। কখনো কখনো অভিযোগকারীনিকে থানায় অভিযোগ পর্যন্ত দায়ের করতে দেওয়া হয়নি। এর ফলে অপরাধকারীরা সমাজে বুক চিতিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পরিস্থিতি এতটাই দুর্বিষহ হয়ে যায় যে যারা নির্যাতিতা তারা আত্মহত্যা করেছেন বা মামলা তুলে নিয়েছেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে মামলার সাক্ষী পর্যন্ত দিতে আসছেন না। শিশু থেকে শুরু করে মহিলা অনেক সময় তারা যৌন হেনস্থার বা ধর্ষণের শিকার হয়েও থানায় যেতে চান না। অনেক ক্ষেত্রে তাদের মনে হয় যে তারা কতটা সুবিচার ঠিক পাবে তার ঠিক নেই কিন্তু তাদের নিয়ে রাজনীতি নিশ্চয়ই হবে। এই বিষয়ে কী বলবেন ? মেয়েটির বিয়ে হবে না। সমাজে জানাজানি হবার ভয়, পাড়া-প্রতিবেশীরা কি বলবে সেই বিষয়টাও থাকে। যার ফলে মেয়েটা যৌন হেনস্তা জুলুমের শিকার হবার পরও অভিযোগ দায়ের করে না। অনেক আইন রয়েছে যেমন যারা কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থার শিকার হচ্ছেন তাদের জন্য আইন রয়েছে। আইন তৈরি হয়েছে নির্যাতিতদের সুরক্ষা দেবার জন্য। সুতরাং, আইনের সাহায্য নিতে হবে। আদালত ডাকবে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এই ভয়ে অত্যাচারিত হওয়ার পরও ঘরে থাকাটা ঠিক হবে না। আদালতে আসতেই হবে বিচারের জন্য। সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কোনও উপঢৌকনের লোভে অন্যায় দেখেও চোখ বুজে থাকবেন না। আমরা তাদেরই আইডল বলব, যাঁরা যথাযথ অন্যায়ের প্রতিবাদ করবেন। এছাড়াও সাধারণ মানুষকেও এগিয়ে আসতে হবে। কারণ ভারতবর্ষ সমাজের প্রতিটি মানুষকেই সমান অধিকার দিয়েছেন। বর্তমান

সমাজে অনেক সময় চোখের সামনে খুন রাহাজানি বা ধর্ষণ ঘটে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিবাদ করছেন। অনেক সময় আবার চোখের সামনে অপরাধ হতে দেখেও নিজেকে বাঁচাবার জন্য আইন আদালতের ঝামেলা থেকে বাঁচতে এড়িয়ে যাচ্ছেন?

শিক্ষিত সহ কোনও মানুষই এখন প্রতিবাদ করতে চাইছেন না। সুতরাং তারা কোথাও ঝামেলা থেকে দূরে সরে থাকতে চাইছেন। পুলিশি ঝামেলা গুন্ডাদের ভয়ে সাধারণ মানুষ এড়িয়ে যান। এছাড়াও রাজনীতিবিদদের প্রভাব অনস্বীকার্য। চোখের সামনে কোথাও কোন অবিচার অন্যায় হতে দেখলে তার প্রতিবাদ করতে হবে। প্রয়োজনে নিরাপত্তার স্বার্থে নিজের নাম গোপন রেখে থানায় জানাতে হবে। পুলিশের সক্রিয়তা প্রয়োজন, রাজনীতিবিদদের স্বচ্ছতা প্রয়োজন। সর্বোপরি, মাথার উপর আদালত রয়েছেন। অপরাধের শিকার হয়ে অনেক সময় সাধারণ মানুষ আইন নিজের হাতে তুলে নেয়। কী বলবেন এই বিষয়ে ?

ভারতের মানুষ নিজের হাতে আইন তুলে নেবে না এই জন্যই তো আদালতের জন্ম। এই জন্যই পুলিশ প্রশাসন রয়েছেন। আইন যদি কেউ নিজের হাতে তুলে নিতে চায় তাহলে সে নিজেই অপরাধ করছেন। নতুন যারা আইনি পেশায় আসবেন তাদের উদ্দেশ্যে কী বার্তা দেবেন ? একজন আইনজীবী হিসাবে আমি বলবো, এই পেশায় প্রথমে বৈভব রাজবংশীর মত ৬ মারবো বা সৌরভ গাঙ্গুলীর মতো বাপি বাড়ি যা স্টাইলে ৬ মারবো তা হবে না। এই পেশাটা একটি অসীম ধৈর্য্যের পেশা। সততা নিষ্ঠা শৃঙ্খলা পরায়ণ প্রভৃতি এই পেশায় প্রকাশ করতে হবে।

কী কারণে চলন্ত সিঁড়ির দুপাশে লাগানো থাকে কালো ব্রাশ

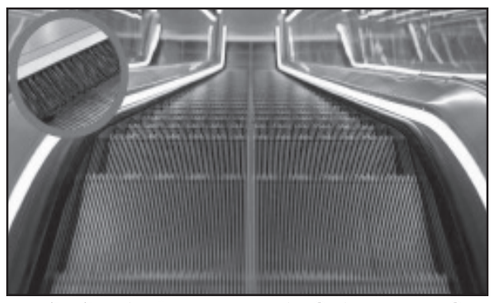

শপিং মল, মেট্রো স্টেশন বা বিমানবন্দর, আজকাল সব জায়গায় চোখে পড়ে চলন্ত সিঁড়ি বা এসকেলেটর। কষ্ট করে পায়ে হেঁটে ওঠার ঝামেলা নেই, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেই পৌঁছে যাওয়া যায় ওপরের তলায়। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় দু'পাশের খাঁজে লাগানো লম্বা লম্বা কালো ব্রাশগুলো কি আপনার নজরে পড়েছে?

অনেকেই মনে করেন, এই ব্রাশগুলো হয়তো জুতো পরিষ্কার করার জন্য দেওয়া হয়েছে! সেই ভেবে অনেকে বেশ যত্ন নিয়ে সেখানে জুতো ঘষতেও শুরু করেন। কিন্তু আসল সত্যিটা হলো, জুতো পরিষ্কারের সঙ্গে এই ব্রাশের কোনও সম্পর্কই নেই। জানলে চমকে যাবেন, এই কালো ব্রাশটি আসলে আপনাকে বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচায়! চলন্ত সিঁড়িতে কী কী বিপদ ঘটতে পারে?

চলন্ত সিঁড়ি যখন ওঠে বা নামে, তখন সিঁড়ির ধাপ আর দু'পাশের দেওয়ালের মাঝখানে খুব ছোট একটি ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়। বাইরে থেকে দেখতে এই ফাঁকটা সামান্য মনে হলেও আসল বিপদ লুকিয়ে থাকে সেখানেই। ঢিলেঢালা জামাকাপড়, শাড়ি বা ওড়নার কোণ, জুতোর ফিতে, এমনকি বাচ্চাদের নরম চটি খুব সহজেই ওই ছোট ফাঁকে ঢুকে যেতে পারে। আর একবার কোনও কিছু আটকে গেলে চলন্ত সিঁড়ির মেশিন সেটাকে ভেতরে টেনে নেয়, যার ফলে ঘটে যেতে পারে মারাত্মক বিপদ। কালো ব্রাশ কীভাবে বিপদ আটকায়?

এই দুর্ঘটনা বন্ধ করতেই বসানো হয় কালো ব্রাশ। চলতি ভাষায় একে বলা হয় 'স্কার্ট ডিফ্লেকটর'। এর মূল কাজ দুটো: ফাঁকা জায়গা আটকে রাখা: এই ব্রাশের শক্ত রোঁয়াগুলো ওই বিপজ্জনক ফাঁকটাকে ঢেকে রাখে। ফলে জামাকাপড় বা জুতো সহজে সেই ফাঁকের ভেতর ঢুকতে পারে না।

স্পর্শ করে সতর্ক করা: সিঁড়িতে দাঁড়ানোর পর আপনার পা বা পোশাক দেওয়ালের খুব কাছে চলে গেলে ব্রাশটি পায়ে ছোঁয়া লাগে। খসখসে স্পর্শ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ সচেতন হয়ে যান এবং নিজের অজান্তেই পা-টা কিছুটা ভেতরের দিকে সরিয়ে নেন। এটি দারুণ এক বুদ্ধিমান ব্যবস্থা!

সারা বিশ্বে অসাবধানতার কারণে চলন্ত সিঁড়িতে মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটে। তাই এখনকার এসকেলেটরে সিঁড়ির ধারে হলুদ রঙের দাগ দেওয়া থাকে, যা দেখে বোঝা যায় পা কোথায় রাখা উচিত। আর কোনও বিপদ ঘটলে সিঁড়ি সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দেওয়ার জন্য থাকে লাল রঙের ইমার্জেন্সি বোতাম। তাই চলন্ত সিঁড়িতে ওঠার সময় সবসময় সোজা হয়ে দাঁড়ান, বাচ্চাদের হাত শক্ত করে ধরুন এবং জামাকাপড় সামলে রাখুন। আর হ্যাঁ, পরের বার এসকেলেটরে উঠে ওই ব্রাশে জুতো ঘষার আগে মনে রাখবেন, ওটা জুতো সাফ করার জন্য নয়, আপনাকে সুরক্ষিত রাখার জন্যই রাখা হয়েছে!

হাইড্রেটিং শিট মাস্ক ব্যবহার করা কতটা নিরাপদ

দক্ষিণী অভিনেত্রী তৃষা কৃষ্ণণ সম্প্রতি তাঁর সোশাল মিডিয়ায় বিমানের ভেতরের একটি রিল শেয়ার করতেই তা রাতারাতি নেটিজেনদের নজর কেড়েছে। সেখানে দেখা গিয়েছে, মাঝ আকাশে আরামসে চেয়ারে হেলান দিয়ে মুখে লাগিয়ে রেখেছেন একটি হাইড্রেটিং শিট। শুধু তৃষাই নন, প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার মতো বিশ্বখ্যাত তারকাদেরও বিমানে উড়লেই এই শিট মাস্ক লাগিয়ে ছবি তুলতে দেখা গিয়েছে বারবার। কিন্তু প্রশ্ন হল, স্রেফ স্টাইল স্টেটমেন্টের জন্য? নাকি মাঝআকাশে হাজার হাজার ফুট ওপরে সত্যি সত্যিই এই ধরনের মাস্ক ত্বকের কোনও কাজে আসে? আসল সত্যিটা খোলসা করেছেন 'আকিয়া এস্টেটিকস'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ড. রূপিকা সিং। এনডিটিভি কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, "বিমানের কেবিনের মতো শুষ্ক পরিবেশে হাইড্রেটিং বা জেল-ভিত্তিক শিট মাস্ক ত্বকের আর্দ্রতা সাময়িকভাবে বাড়াতে পুরোপুরি নিরাপদ।" তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন, "একটি হাইড্রেটিং শিট মাস্ক ত্বকের হারিয়ে যাওয়া আর্দ্রতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। ত্বক যে টানটান হয়ে খসখসে বোধ হয়, তা কমায় এবং দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর ফ্লাইট শেষেও ত্বককে নরম ও আরামদায়ক রাখে। এটি কেবিনের কম আর্দ্রতাজনিত ডিহাইড্রেশনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে দারুণ কাজ করে।" তবে যেকোনও মাস্ক মুখে লাগিয়ে নিলেই কিন্তু কাজ হবে না। ড. সিং সতর্ক করে জানিয়েছেন, বিশেষত বিমানযাত্রার সময় এক্সফোলিয়েটিং কেমিক্যাল, চারকোল, ক্লে-মাস্ক, স্ট্রং অ্যাক্টিভস বা পিল-অফ মাস্ক ভুল করেও ব্যবহার করা উচিত নয়। এতে ত্বকে জ্বালা বা ইনফ্লামেশন হতে পারে। তার বদলে হাইয়ালুরোনিক অ্যাসিড, সেরামাইড, গ্লিসারিন, অ্যালোভেরা বা প্যানথেনল যুক্ত মাস্ক বেছে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ফ্লাইটে কীভাবে করবেন সঠিক স্কিন কেয়ার? পরিচ্ছন্নতা আগে: বিমানে মাস্ক লাগানোর আগে হাত ভালো করে পরিষ্কার করে নেওয়া জরুরি, না হলে হাতে থাকা জীবাণু মুখে আটকে হিতে বিপরীত হতে পারে। সময়ের খেয়াল রাখুন: প্যাকের গায়ে যদি ২০ মিনিট লেখা থাকে, তবে ঠিক ততটুকু সময়ই মুখে রাখুন। বেশিক্ষণ রেখে দেওয়া একদম উচিত নয়। পরবর্তী পদক্ষেপ: মাস্ক তোলার পর অবশিষ্ট সিরাম মুখে আলতো করে মাসাজ করে নিন। এরপর কয়েক ফোঁটা ফেসিয়াল সিরাম, একটি ভালো ময়েশ্চারাইজার এবং অন্তত এসপিএফ ৩০ যুক্ত সানস্ক্রিন লাগিয়ে নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। শুধু বিমান বলেই নয়, যেকোনও সময় শিট মাস্ক ব্যবহার করার আগে এই নিয়ম গুলো মেনে চলুন। তবে যাদের আগে থেকেই ত্বকে মারাত্মক কোনও সমস্যা রয়েছে, কিংবা যাদের ত্বক ভীষণই স্পর্শকাতর, ড. সিং তাঁদের শীট মাস্ক এড়িয়ে সরাসরি ডার্মাটোলজিস্টের পরামর্শমতো প্রোডাক্ট ব্যবহার করার কথা বলেছেন। তাঁদের জন্য শুধু একটি ভালো সেরামাইড-যুক্ত ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করাই যথেষ্ট। পাশাপাশি বিমানে ওঠার আগে মৃদু ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধোয়া, পর্যাপ্ত জল খাওয়া, মদ্যপান এড়িয়ে চলা এবং ঘন ঘন মুখে হাত না দেওয়ার পরামর্শও দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

দুধ নয়, মিল্ক পাউডার দিয়েই বানান পায়েস

পার্বণ হোক কিংবা জন্মদিনের উৎসব শেষ পাতে একটু চালের পায়েস না থাকলে যেন ভুরিভোজটাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তবে পায়েস বানানোর সবচেয়ে বড় কঠিন কাজ হল লিটার লিটার দুধ কড়াইতে ফুটিয়ে ঘন করা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দুধ কমানোর এই ঝক্কির কারণেই অনেকে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও চটজলদি পায়েস বানিয়ে উঠতে পারেন না। তবে উপায়? উপায় লুকিয়ে রয়েছে আপনার রান্নাঘরের খুদে একটি কৌটোয়! তরল দুধ ছাড়াও কেবল গুঁড়ো দুধ অর্থাৎ মিল্ক পাউডার য়েই বানিয়ে ফেলা যায় অসম্ভব সুস্বাদু ও ঘন পায়েস। তবে গুঁড়ো দুধের পায়েস বানানোর কায়দা ও টেকনিক কিন্তু সাধারণ দুধের পায়েসের থেকে কিছুটা আলাদা। সামান্য কৌশল বদলে তৈরি করলে এই পায়েসের টেক্সচার হবে মালাইদার আর স্বাদ টেক্কা দেবে যেকোনও নামী

মিষ্টান্ন ভাণ্ডারকে।

যা যা লাগবে

গোবিন্দভোগ চাল: ১০০ গ্রাম

মিল্ক পাউডার (গুঁড়ো দুধ): ২ কাপ (প্রয়োজন অনুযায়ী কম-বেশি করা যেতে পারে)

ঈষদুষ্ণ জল: ৪ কাপ

ঘি: ২ টেবিল চামচ

চিনি বা গুড়: স্বাদমতো

এলাচ: ৩-৪টি (সামান্য গুঁড়ো করা) কাজু ও কিশমিশ: পরিমাণমতো

তেজপাতা: ১টি

এভাবে তৈরি করুন

প্রথমে গোবিন্দভোগ চাল ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে শুকনো করে নিন। এবার জল ঝরানো চালে ১ চামচ দেশি ঘি এবং সামান্য ভাঙা এলাচ মাখিয়ে ১০-১৫ মিনিট রেখে দিন। ঘি দিয়ে চাল মেখে রাখলে পায়েসে এক দারুণ অ্যারোমা তৈরি হয়। গুঁড়ো দুধের পায়েস রান্নার আসল গোপন চাল লুকিয়ে রয়েছে এর মিশ্রণ তৈরিতে। সরাসরি ফুটন্ত জলে গুঁড়ো দুধ ঢাললে দলা পাকিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। তাই একটি বড় পাত্রে ঈষদুষ্ণ (হালকা গরম) জল নিয়ে তাতে ধীরে ধীরে মিল্ক পাউডার মেশাতে থাকুন এবং চামচ দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিন। লক্ষ্য রাখবেন যাতে কোনও দলা না থাকে। এই দুধে অতিরিক্ত এক চামচ ঘি মিশিয়ে দিলে তরল দুধের চেয়েও বেশি রিচ ও ঘন মালাই তৈরি হবে।

কড়াইতে তৈরি করে রাখা গুঁড়ো দুধের মিশ্রণটি ঢেলে দিন। সঙ্গে দিন একটি তেজপাতা। দুধ হালকা ফুটতে শুরু করলে ঘি-মাখানো গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে দিন। এবার আঁচ মাঝারি করে অনবরত নাড়তে থাকুন, যাতে নিচে না লেগে যায়। গুঁড়ো দুধ খুব দ্রুত ঘন হতে শুরু করে, তাই চাল সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত সাবধানে নজর রাখা জরুরি। চাল পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে নরম না হওয়া পর্যন্ত কখনওই চিনি বা গুড় দেবেন না। চাল সেদ্ধ হয়ে গেলে তবেই স্বাদমতো চিনি বা গলানো নলেন গুড় মিশিয়ে দিন। মিষ্টি দেওয়ার পর পায়েস খানিকটা পাতলা হতে পারে, তাই আরও ৩-৪ মিনিট হালকা আঁচে ফুটিয়ে নিন। অন্য একটি ছোট প্যানে বাকি ঘি গরম করে কাজুবাদাম ও কিশমিশ হালকা সোনালি করে ভেজে নিয়ে পায়েসের ওপর ছড়িয়ে দিন। নামানোর আগে ওপর থেকে একটু এলাচ গুঁড়ো ছড়িয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে দিন ১০ মিনিট। ব্যস! তৈরি হয়ে গেল রেস্তোরাঁ স্টাইলের অত্যন্ত সুস্বাদু ঘন মিল্ক পাউডারের পায়েস। এটি ঠান্ডা কিংবা হালকা গরম যেভাবেই পরিবেশন করুন না কেন, কেউ ধরতেই পারবে না যে এটি খাঁটি তরল দুধ ছাড়া কেবল গুঁড়ো দুধেই তৈরি!

আমি তাঁদেরই লোক

রতন দাস

ঐ একদল মানুষের
প্রখর রোদ্রের ঝলকানিতেও কিছু আসে যায় না,
কিছু আসে যায়না, কোথায় কতটা ছায়া,
সারা বেলায় আপন মনে কি নিয়ে এতো ব্যস্ততা
চোখে মুখে দায়িত্বের বোঝা, হৃদয়ে গভীর মায়া।

ওরা ভাবতেই জানেনা, গ্রীষ্মের অগ্নি ফুলকা
কিংবা শীত বর্ষার কঠোর বর্বর দিনে
শ্রমহীন বিছানায় পরে পরে কাটাতে বেলা,
নেশার আসক্ত মায়ার সংসারে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা
নিজেকে দগ্ধ করে আগুনে, শিখেছে শুধু চলা।

ওরা দুপুরের উত্তপ্ত দিনে দেখেনা, সৌর কিরণ
কিংবা শীতের কুয়াশার চাদোয়ায় ঘেরা মাঠ
নিজে শুধু বোনে যাচ্ছে দুই হাতে অপরের সুখ,
তাইতো বর্ষার প্রবল বর্ষনেও কাবু হয়নি সে
পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর পণে, এগিয়েছে নিজবুক।

ঐ একদল মানুষকে আমি বড় ভালোবাসি
যাঁরা শীত-গ্রীষ্ম মানেনা, মানেনা বজ্র-বর্ষনের ঝোক,
আমি শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি করজোড়ে যাঁরা নিজেকে
ডুবিয়ে, ভাসিয়ে রেখেছেন সারাদুনিয়া,
আমি চাই হোক প্রতিদান, আমি তাঁদেরই লোক।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

পরিষেবা পাবে। শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নয়নের অংশ হিসেবে খোয়াই সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে উন্নত শ্রেণিকক্ষ, আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব এবং ডিজিটাল স্মার্ট বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। এই ব্যবস্থার ফলে শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষার সুযোগ আরও সম্প্রসারিত হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রশাসনিক পরিষেবা আরও গতিশীল করতে খোয়াইয়ের অফিসটিলায় সমাজকল্যাণ দপ্তরের আধুনিক জেলা অফিস উদ্বোধন করা হয়েছে। শিশু শিক্ষাকে আরও আকর্ষণীয় ও প্রযুক্তি নির্ভর করে তুলতে শৈশব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং আনন্দনীড় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে স্মার্ট স্ক্রিন এবং ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হেডসেটের মতো আধুনিক সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভগৎ সিং জিমনাসিয়ামের আধুনিকীকরণের ফলে সেখানে জিমের আধুনিক সরঞ্জাম, ট্রেড মিল এবং উন্নত শরীর চর্চার সুবিধা পাওয়া যাবে। পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলসম্পদ ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপের অঙ্গ হিসেবে খোয়াই জেলার ৮৬০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রুফটপ রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং চালু করা হয়েছে। যার মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করা যাবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নারীদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতার বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে মহিলা থানা এবং সুভাষ পার্ক সংলগ্ন এলাকায় পিংক টয়লেট চালু করা হয়েছে।

স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ)-এর অধীনে পরিবেশ বান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ব্যাটারিচালিত ট্রিপার চালু করা হয়েছে। এই যানবাহনের মাধ্যমে ভেজা এবং শুকনো বর্জ্য পৃথকভাবে সংরক্ষণ ও পরিবহণ করা যাবে। এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে খোয়াই শহরকে আরও পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর করা সম্ভব হবে। এছাড়াও অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের সুবিধার্থে স্বল্প খরচে মরদেহ পরিবহণের জন্য শবদেহ বহনকারী ভ্যান পরিষেবা চালু করা হয়েছে। এই উদ্যোগ মানুষের দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানোর একটি মানবিক পদক্ষেপ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। আজ যেসব প্রকল্প উদ্বোধন করা হয়েছে এবং যেসব প্রকল্পের শিলান্যাস করা হয়েছে সেগুলি বাস্তবায়িত হলে খোয়াই জেলার আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। তিনি বলেন, গত বছর সারা রাজ্যে প্রায় ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে। এই প্রকল্পগুলি রূপায়ণের ফলে রাজ্যবাসীর আর্থসামাজিক অবস্থার মান আগের তুলনায় অনেক উন্নত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সবকা সাথ সবকা বিকাশের পথ নির্দেশনায় রাজ্য সরকার নিরন্তর উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছে। সম্প্রতি বিজেনস কনক্লেভের কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১ হাজার ২০০ বিনিয়োগকারী রাজ্যে বিনিয়োগের জন্য ৪৬৬টি সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। ভবিষ্যতে ত্রিপুরা বিনিয়োগের অন্যতম স্থান হিসেবে জায়গা করে নেবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী দিনগুলিতে ত্রিপুরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ পরিষেবা, পর্যটন প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেশের উন্নত রাজ্যগুলির সঙ্গে সমানতালে এগিয়ে যাবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনায় শিবানি দাসকে ৫০ হাজার টাকা এবং মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ যোজনায় হেপি দেববর্মাকে ৫০ হাজার টাকার ডেমো চেক তুলে দেন। তিনি অরিমা দেববর্মার হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে পোষণ কিট তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, রাজ্যের ৫ হাজারেরও বেশি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার কাজ চলছে। শিশুদের আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত করতে বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে স্মার্ট ক্লাস রুম চালু করা হয়েছে। শিশুদের প্রাথমিকস্তর থেকে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ করে দিতে ১০০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে দিব্যাঙ্গদের চিহ্নিত করে তাদের সামাজিক ভাতা প্রাপকের আওতায় আনার কাজ চলছে। মানসিকভাবে দিব্যাঙ্গজনদের ৫ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে ৩ হাজার ৫০০ জন এই ভাতা পাচ্ছেন। গত ৩ বছরে প্রায় ৪৫ হাজার দিব্যাঙ্গজনকে ইউডিআইডি কার্ড দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে খোয়াই জেলার জেলাশাসক রজত পন্থ সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার পুলিশ সুপার বি. জগদীশ্বর রেড্ডি, খোয়াই জেলা বন আধিকারিক অশোক কুমার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ও বক্তব্য রাখেন খোয়াই পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশিস নাথশর্মা।

কুশপুত্তলিকা দাহ

● প্রথম পাতার পর

প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। তিনি বলেন, বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রী করা হয়েছে প্রহ্লাদ জোসিকে। তিনি ধর্ষণকারীদের সহযোগিতা করেছেন বলে, গুরুতর অভিযোগ করেন মহিলা কংগ্রেস নেত্রী।প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের নেত্রীদের বক্তব্য, ছাত্র-ছাত্রীদের ন্যায্য দাবিকে সম্মান জানিয়ে তাঁদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা উচিত। আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কটূক্তি বা অপমানজনক মন্তব্য কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় বলেও তাঁরা মন্তব্য করেন। বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছু সময় উত্তেজনার সৃষ্টি হলেও পরিস্থিতি ছিল নিয়ন্ত্রণে।

জাতীয় গান

● প্রথম পাতার পর

মাতরম' জাতীয় গৌরবের প্রতীক এবং এই আইন 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর ভাবনাকে আরও শক্তিশালী করবে।"আইন কার্যকর হলে ইচ্ছাকৃতভাবে 'বন্দে মাতরম' গাওয়ায় বাধা দেওয়া, বিঘ্ন ঘটানো বা জাতীয় গানকে অপমান করার ঘটনা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

অসমে ফের ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, বন্যা ও ভূমিধসের আশঙ্কা

গুয়াহাটি, ৩০ জুলাই (আইএএনএস): আগামী তিন থেকে চার দিনে অসম-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের একাধিক রাজ্যে ফের ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। এর জেরে বন্যা, আকস্মিক বন্যা, জল জমে যাওয়া এবং ভূমিধসের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।আইএমডি-র পূর্বাভাস অনুযায়ী, ৩০ জুলাই থেকে ১ আগস্ট পর্যন্ত অসম, অরুণাচল প্রদেশ এবং নাগাল্যান্ডের বিভিন্ন অংশে বজ্রবিদ্যুৎসহ বিস্তীর্ণ এলাকায় বৃষ্টিপাত হতে পারে।প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে তৈরি হওয়া আবহাওয়াজনিত পরিস্থিতির প্রভাবে অসমের উজানের একাধিক জেলায় জলস্তর বৃদ্ধি ও জলাবদ্ধতার আশঙ্কা রয়েছে।অসমের তিনসুকিয়া জেলায় অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি নাগাল্যান্ডের মন, মোকোকচুং এবং ওখা জেলাতেও একই সতর্কতা জারি হয়েছে। এসব এলাকায় ভারী বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট জলপ্রবাহ অসমের চরাইদেও, শিবসাগর, জোরহাট এবং গোলাঘাট জেলায় প্রভাব ফেলতে পারে।অরুণাচল প্রদেশের ইস্ট সিয়াং, লোহিত, নামসাই, লংডিং, পাপুমপারে, লোয়ার সুবানসিরি এবং লোয়ার দিবাং ভ্যালি জেলাগুলিতেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এসব এলাকা থেকে নেমে আসা জল অসমের তিনসুকিয়া, ধেমাজি এবং লখিমপুর জেলাকে প্রভাবিত করতে পারে।আইএমডি জানিয়েছে, অরুণাচল প্রদেশের প্রভাবিত জেলাগুলিতে প্রতিদিন ৬ থেকে ১১ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে। এছাড়া পাপুমপারে জেলার কিছু অংশে ১২ থেকে ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।অসম রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এএসডিএমএ) সতর্ক করে জানিয়েছে, নতুন করে বৃষ্টির জেরে কয়েকটি এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে। পাশাপাশি শহরাঞ্চলে জল জমে যাওয়া, আকস্মিক বন্যা, সড়ক যোগাযোগ ব্যাহত হওয়া এবং পাহাড়ি এলাকায় স্থানীয়ভাবে ভূমিধসের আশঙ্কাও রয়েছে।

হিংসা ও মৃত্যুর ছায়ায় পিওজেকে নির্বাচন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দমন-পীড়নের অভিযোগ তীব্র

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (আইএএনএস): পাকিস্তান অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরে (পিওজেকে) চলমান ধাপে ধাপে বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে হিংসা, প্রাণহানি এবং নিরাপত্তা বাহিনীর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের অভিযোগ সামনে এসেছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। বহু বাসিন্দার দাবি, এই নির্বাচন বৈধ নয় এবং প্রকৃত গণপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হচ্ছে না।

বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে পাকিস্তানে বসবাসকারী কাশ্মীরি শরণার্থীদের জন্য সংরক্ষিত ১২টি বিধানসভা আসন। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই সংরক্ষিত আসনগুলির মাধ্যমে ইসলামাবাদ পিওজেকের রাজনীতিতে অযাচিত প্রভাব বিস্তার করছে এবং গণতান্ত্রিক ভারসাম্য নষ্ট করছে।

নিষিদ্ধ ঘোষিত নাগরিক অধিকার সংগঠন জয়েন্ট আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি (জেএএসি) এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে। সংগঠনটি সংরক্ষিত আসন বাতিলের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের দাবিও তুলেছে।

ভারত ইতিমধ্যেই এই নির্বাচনকে 'প্রহসন' বলে অভিহিত করেছে। নয়াদিল্লির মতে, এই ভোট পাকিস্তানের অবৈধ দখলদারিত্ব ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বাস্তবতা আড়াল করার চেষ্টা মাত্র।

পিওজেকে বিধানসভার মোট ৪৫টি আসনের মধ্যে ১২টি পাকিস্তানে বসবাসকারী কাশ্মীরি শরণার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। বাকি ৩৩টি আসন পিওজেকের বাসিন্দাদের প্রতিনিধিত্ব করে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই সংরক্ষিত আসনগুলির মাধ্যমে ইসলামাবাদ নিজেদের অনুগত প্রতিনিধিদের বিধানসভায় পাঠিয়ে প্রশাসনের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে।

বাসিন্দাদের দাবি, নির্বাচন কার্যত ইসলামাবাদের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন), পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি)-সহ মূলধারার পাকিস্তানি রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করে, অথচ ভিন্নমতকে দমন করা হয়।

ইমরান খান নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)-এর ভোট বয়কট এবং জেএএসি-র আন্দোলন নির্বাচনী রাজনীতি ও সাধারণ মানুষের দাবির মধ্যে গভীর ব্যবধানকে সামনে এনেছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, পিওজেকে উৎপাদিত জলবিদ্যুৎ পাকিস্তানে সরবরাহ করা হলেও এলাকার মানুষকে উচ্চ হারে বিদ্যুতের মূল্য দিতে হচ্ছে। পাশাপাশি মূল্যবৃদ্ধি, আটা-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সংকট এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য জনঅসন্তোষ আরও বাড়িয়েছে।

মানবাধিকার কমিশন অব পাকিস্তান (এইচআরসিপি)-সহ একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থা আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের নিন্দা জানিয়ে স্বাধীন তদন্তের দাবি তুলেছে। তবে পাকিস্তান প্রশাসন নিরাপত্তা বাহিনীর মোতায়েন বাড়ানো, ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা এবং আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তারের পথেই এগোচ্ছে বলে অভিযোগ। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে এই অশান্তিতে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

জেএএসি-র দাবি, সংরক্ষিত আসন বাতিলের পাশাপাশি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির চুক্তি পুনর্বিবেচনা করতে হবে, বিদ্যুতের মূল্য কমাতে হবে, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যে ভর্তুকি বাড়াতে হবে, গ্রেপ্তার হওয়া আন্দোলনকারীদের মুক্তি দিতে হবে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। একই সঙ্গে পিওজেকে প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসন এবং ইসলামাবাদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করার দাবিও জানিয়েছে সংগঠনটি।

২০২৩ সালে গঠিত জেএএসি আইনজীবী, ব্যবসায়ী, ছাত্রছাত্রী এবং বিভিন্ন নাগরিক সংগঠনের সমন্বয়ে তৈরি একটি জোট। অল্প সময়ের মধ্যেই এটি পিওজেকের অন্যতম প্রভাবশালী গণআন্দোলনের মঞ্চ হয়ে ওঠে। পরে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলেও, তাদের নেতারা এখনও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার
৬৫তম শিক্ষক দিবস ২০২৬

অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আসন্ন জাতীয় শিক্ষক দিবস ২০২৬ উপলক্ষে অন্যান্য বছরের মতো এবারও "শিক্ষা সমাচার" নামক স্মরণিকা প্রকাশিত হবে। এই স্মরণিকায় প্রকাশের জন্য রাজ্যের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের কাছ থেকে শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ / নিবন্ধ আহ্বান করা হচ্ছে। লেখার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শর্তাবলী প্রযোজ্য :-
(১) লেখার কলেবর :- ১০০০ থেকে ১৫০০ শব্দের মধ্যে।
(২) লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ : - ৭ আগস্ট ২০২৬ (বিকাল ৫:৩০ এর মধ্যে)।
(৩) লেখা পাঠানোর ঠিকানা :- teachersday@zohomail.in
(৪) লেখা অবশ্যই পিডিএফ ফরম্যাটে পাঠাতে হবে।
(৫) লেখা শেষে লেখকের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর থাকতে হবে।
বি. দ্র. :- স্মরণিকায় প্রকাশের জন্য লেখা নির্বাচনের ক্ষেত্রে 'স্মরণিকা কমিটি'র সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
ICA/D-677/26 ধন্যবাদান্তে, অধিকর্তা, মধ্যশিক্ষা অধিকার

NOTICE INVITING e-TENDER
TENDER REF. No.F.(1-136)-Store/DHS/2025-Part(5)
Dated, Agartala, 30-07-2026
e-Tender for procurement of CBCT System with Cephalometric Unit and DICOM Laser Printer with buy-back of old CBCT Machine with accessories for Agartala Government Dental College & IGM Hospital.
A Tender is hereby invited on behalf of the Government of Tripura for procurement of CBCT System with Cephalometric Unit and DICOM Laser Printer with buy back of old CBCT Machine with accessories for Agartala Government Dental College & IGM Hospital from resourceful, experienced and bonafide, renowned licensed Manufacturer or their Authorized distributor/supplier with buy-back facility.
The details of tender, list of items with indicative quantity along with the tender Documents are made available on website (www.tripuratenders.gov.in).
The last date/time of online submission of the tender documents is 17-08-2026 up to 5:00 pm.
All future modification/corrigendum shall be made available in the e procurement portal, so bidders are requested to get the updates from the e procurement web portal only.
ICA/C-1410/26 Director of Health Services, Govt. Of Tripura, Agartala

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO.10/EE(FY)/2026-27
Dated: 29/07/2026
NOTICE INVITING e-TENDER (NIT)
The Executive Engineer, Department of Fisheries, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender for the following works:-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Tender Document FEE	Earnest Money
1	DNIT No.EE(FY)/ 2026-27/18 (2nd Call)	5,13,139.00	1,000.00	10,263.00
2	DNIT No.EE(FY)/ 2026-27/19 (2nd Call)	7,94,653.00	1,000.00	15,893.00
3	DNIT No.EE(FY)/ 2026-27/20 (2nd Call)	6,70,985.00	1,000.00	13,420.00
4	DNIT No.EE(FY)/ 2026-27/21 (2nd Call)	11,48,785.00	1,000.00	22,976.00
5	DNIT No.EE(FY)/ 2026-27/23 (2nd Call)	3,99,940.00	1,000.00	7,999.00
6	DNIT No.EE(FY)/ 2026-27/24 (2nd Call)	3,97,115.00	1,000.00	7.942.00
7	DNIT No.EE(FY)/ 2026-27/25 (2nd Call)	5,00,358.00	1,000.00	10,007.00
8	DNIT No.EE(FY)/ 2026-27/27	3,64,104.00	1,000.00	7,282.00
9	DNIT No.EE(FY)/ 2026-27/28	5,71,578.00	1,000.00	11,432.00
10	DNIT No.EE(FY)/ 2026-27/29	10,42,300.00	1,000.00	20,846.00

Last date & time for online Bidding : 11/08/2026, up-to 3:00 P.M
Corrigendum if any will be published only on the below mentioned website.
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
For and on behalf of the Governor of Tripura
(Er. S. BARKAR)
Executive Engineer
Department of Fisheries
Tripura, Agartala
ICA/C-1406/26

বিরোধী বিল

● প্রথম পাতার পর

সংসদের উভয় কক্ষে বিলটি পাস হওয়ায় সরকার দ্রুত সংশোধিত বিধানগুলি কার্যকর করার উদ্যোগ নেবে বলে আশা করা হচ্ছে। সরকার একে পরীক্ষায় অনিয়ম ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাত্মক পদক্ষেপ হিসেবে তুলে ধরলেও, বিরোধীরা এখনও পরীক্ষা পরিচালনাকারী সংস্থাগুলির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি আরও বিস্তৃত সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসছে।

সুপ্রিম কোর্ট

● প্রথম পাতার পর

আদালত পর্যবেক্ষণে বলে, অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের অভিযোগের প্রেক্ষিতে পেলেট ব্যবহারের সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকা উচিত।বিচারপতি বাগচি আরও বলেন, শান্তিপূর্ণ ছাত্র আন্দোলনের জবাব কখনও হিংসার মাধ্যমে হওয়া উচিত নয়। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে ধাপে ধাপে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে পুলিশকে এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে, যাতে এই ধরনের অস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন না পড়ে। কেন্দ্রের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতে জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ সদস্যদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সরঞ্জাম ছিল এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।আহতদের চিকিৎসা নিয়েও আদালতে বিষয়টি ওঠে। আবেদনকারীদের আইনজীবী জানান, এক আহত ব্যক্তি চিকিৎসা পেলেও অন্যজনের চিকিৎসার নথি এখনও হাসপাতাল থেকে দেওয়া হয়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে সলিসিটর জেনারেলকে নির্দেশ দেয় আদালত।অন্তর্বর্তী নির্দেশে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, ২০ জুলাইয়ের ঘটনায় আহত আবেদনকারী এবং একই ধরনের পরিস্থিতিতে আহত অন্যদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে দিল্লি সরকারকে।এছাড়া, ২০ জুলাই নয়াদিল্লিতে র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স (আরএএফ)-এর মোতায়েন সংক্রান্ত ডিউটি লগ, অস্ত্র ও গোলাবারুদের নথি এবং পেলেট গান ব্যবহারের রেকর্ড সংরক্ষণের নির্দেশও দেয় শীর্ষ আদালত। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এই নথিগুলি সংরক্ষণের বিষয়ে সম্মতি জানানো হয়েছে।আবেদনকারীদের অভিযোগ, "সংসদ চলো" কর্মসূচিতে যন্তর-মন্তরে জড়ো হওয়া শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে আরএএফ মেটালিক পেলেট ব্যবহার করে। এতে অন্তত দু"জনের শরীরে পেলেট ঢুকে যায় এবং তাঁদের অস্ত্রোপচারসহ চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। তাঁদের দাবি, শান্তিপূর্ণ নাগরিক সমাবেশের বিরুদ্ধে এ ধরনের অস্ত্র ব্যবহার সংবিধানপ্রদত্ত জীবন, স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করার অধিকারের পরিপন্থী।

প্রয়াত

● প্রথম পাতার পর

তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দীনেশ চন্দ্র সাহা ঘুমন্ত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসাধীন ছিলেন বলে জানা গেছে।মৃত্যুর খবর পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা শিবনগরের কলেজ রোড এলাকায় অবস্থিত তাঁদের বাসভবনে গিয়ে বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান। তিনি প্রয়াতের আত্মার চিরশান্তি কামনা করেন এবং পরিবারের সদস্যদের এই শোক সহ্য করার শক্তি কামনা করেন।মুখ্যমন্ত্রী জানান, সকালে কল্যাণী সাহা রায়ের একটি ফোন পান তিনি। পরে কথা বলে জানতে পারেন, তাঁর স্বামী দীনেশ চন্দ্র সাহা ঘুমের মধ্যেই প্রয়াত হয়েছেন। তিনি বলেন, ওইদিন খোয়াইয়ে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে বিধায়িকার সঙ্গে তাঁর যোগ দেওয়ার কথা ছিল। এই আকস্মিক মৃত্যু অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং ব্যক্তিগতভাবেও এটি তাঁর কাছে বেদনাদায়ক।মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, দীনেশ চন্দ্র সাহা এলাকায় একজন সজ্জন ও সদালাপী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে শুধু পরিবার নয়, সমাজও একজন সম্মানিত মানুষকে হারাল।এদিকে, দীনেশ চন্দ্র সাহার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাজ্যের মন্ত্রী রতন লাল নাথ, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সহ সকল মন্ত্রী, ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, বিজেপি বিধায়কগণ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গভীর শোক প্রকাশ করেন। বহু শুভানুধ্যায়ী তাঁর বাসভবনে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

ধৃত ছিনতাইকারি

● প্রথম পাতার পর

নিজেদের হেফাজতে নেয়। ঘটনার পর আহত বাণী মিত্রকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে অভিযুক্তের পরিচয় এবং ঘটনার সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: 09/EE/Divn.III/PWD(R&B)/2026-27, Dt 29.07.2026
Tripura PWD Form - 6
The Executive Engineer, Agartala Division No.III, PWD(R&B), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD/CPWD /MES / Railway for the following works through e-procurement portal:

SL NO	DNIT NO. OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1.	09/EE/Divn.III/PWD(R&B)/2026-27	₹23,86,511.00	₹47730.00	180 days	Up to 3.00 P.M. on 05.08.2026	At 4.00 P.M. on 05.08.2026 (if Possible)
2.	10/EE/Divn.III/PWD(R&B)/2026-27	₹23,82,529.00	₹ 47,651.00	180 days		
3.	11/EE/Divn.III/PWD(R&B)/2026-27	₹23,76,324.00	₹ 47,526.00	180 days		
4	12/EE/Divn.III/PWD(R&B)/2026-27	₹23,78,057.00	₹ 47,561.00	180 days		
5	29/SE-II/PWD(R&B)/2026-27	₹36,91,037.00	₹ 73,821.00	90 days		

Notes:-
1. All the above-mentioned online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
2. All the above-mentioned date & time are as per server clock date & time of e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
For and on behalf of the Governor of Tripura.
Executive Engineer
Agartala Division No.III, PWD(R&B)
Agartala, West Tripura.
ICA/C-1396/26

লোকসভায় তথ্য

● প্রথম পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)-এর অধীনে ত্রিপুরায় ১৭,২১০টি ঘর অনুমোদন করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৭,০৫৫টি ঘরের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা-র অধীনে ২৬৮.৪৯২ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৩ কিলোমিটার সড়কের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন-এর আওতায় ৬টি মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট (এমএমইউ) অনুমোদন পেয়ে বর্তমানে পরিষেবা দিচ্ছে। পোশন অভিযান (দ্বিতীয় পর্যায়)-এর অধীনে ২২১টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র অনুমোদন করা হয়েছে এবং সবকটি কেন্দ্রই চালু হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রকের অধীনে ৩২টি বিদ্যালয়-সংক্রান্ত অবকাঠামো প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে, যার মধ্যে একটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

এছাড়া পিএম জনমন কর্মসূচির অধীনে ত্রিপুরায় ১২,২৮২টি বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১১,৭১৩টি বাড়িতে ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে, যোগাযোগ মন্ত্রকের টেলিকম বিভাগ পিভিটিজি অধ্যুষিত ৬৫টি বসতিতে মোবাইল নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেছে। ৩০ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত ৫৭টি বসতিতে নেটওয়ার্ক পরিষেবা চালু হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লোকসভায় জানান। কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি, পিএম জনমন কর্মসূচির মাধ্যমে মৌলিক পরিষেবা ও জীবিকার সুযোগ সম্প্রসারণের ফলে বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ আদিবাসী গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ইতিবাচক পরিবর্তন আসছে।

সাময়িক বরখাস্ত

● প্রথম পাতার পর

বৃহস্পতিবার হাইকোর্টে শুনানির সময় রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয় মামলার আবেদনকারী পক্ষের আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন আদালতে জানান, প্রায় এক মাস আগে এক মহিলা একটি জ্ঞাতব্য অপরাধের অভিযোগ নিয়ে এয়ারপোর্ট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে গেলেও পুলিশ তা গ্রহণ করেনি। তাঁর অভিযোগ, মামলা নথিভুক্ত করার পরিবর্তে ওই মহিলাকে থানায় ডেকে এনে হেনস্থা করা হয় এবং অভিযোগ প্রত্যাহারের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয় আইনজীবীর আরও দাবি, পরে ওই মহিলা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপারের কাছেও বিষয়টি জানালেও দীর্ঘদিন কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এরপর তিনি ত্রিপুরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন।বুধবার মামলার শুনানিতে বিষয়টি প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের নজরে আসে। আদালতে জানানো হয়, ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে আদালতকে জানানো হয়, পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক আগেই এয়ারপোর্ট থানাকে এফআইআর গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় ওসি সুশান্ত দেবকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।এদিকে, আবেদনকারী পক্ষের আইনজীবী আদালতে আরও অভিযোগ করেন, বুধবারও নির্যাতিতা মহিলাকে হেনস্থা ও ভয়ভীতি দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে হাইকোর্ট মহিলার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি শুক্রবার নির্ধারণ করা হয়েছে। আদালত এ মামলায় পুলিশের ভূমিকা, নির্দেশ বাস্তবায়ন এবং তদন্তের অগ্রগতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে বলে জানা গেছে।

কৃষিমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত দ্বিতল কৃষি বাজারের এবং গর্জি কৃষি বাজারের ৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত দ্বিতল ভবনের উদ্বোধন করেন।

মন্ত্রী বলেন সরকার মানুষের কল্যাণে একাধিক সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে, কিন্তু অনেকেই সেই সুবিধা সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানার আগ্রহ দেখান না। বর্তমান সরকার জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা পরিচালিত সরকার। কৃষকদের জন্য সার সরবরাহ করা হচ্ছে, তাহলে মধ্যস্বত্ব ভোগীরা কেন এর সুবিধা নেবে?

তিনি আরও বলেন কৃষকদের জন্য কাজ করতে হবে। ভর্তুকির সুবিধা শুধুমাত্র প্রকৃত কৃষকদের কাছেই পৌঁছানো হবে।

রতন লাল নাথ বলেন সরকার মহিলাদের নামে ঘর দিচ্ছে, মানুষের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছে। এই গ্রামীণ কৃষি বাজারও কৃষকদের স্বার্থে তৈরি করা হচ্ছে। কারও কাছে প্রচুর অর্থ থাকতে পারে, কিন্তু কৃষক যদি ধান, সবজি ও অন্যান্য ফসল উৎপাদন বন্ধ করে দেন, তাহলে মানুষ বাঁচবে কীভাবে? প্রচণ্ড রোদ উপেক্ষা করে কৃষকরা দিনরাত পরিশ্রম করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সবসময় কৃষকদের 'অন্নদাতা' বলে সম্মান দিয়েছেন।

তিনি বলেন আজ কৃষকদের পরিশ্রমের ফলেই আমাদের দেশ বিভিন্ন দেশে কৃষিপণ্য রপ্তানি করছে। আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ হল মানবসম্পদ। এখন কৃষকরাই উন্নয়নের মঞ্চে উঠে আসছেন।

কৃষিমন্ত্রী জানান, বর্তমানে রাজ্যে মোট ৫৫৪টি কৃষি বাজার রয়েছে। এর মধ্যে ৮৪টি প্রাথমিক পাইকারি বাজার। এই ৮৪টির মধ্যে ২১টি কৃষি উৎপাদন বাজার এবং ৪৭০টি প্রাথমিক বা গ্রামীণ বাজার হিসেবে রয়েছে। তিনি জানান, ২০১৮-১৯ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষ পর্যন্ত আট বছরে রাজ্যে মোট ২০৪টি বাজার উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে মোট ৪৬১ কোটি ৮৩ লক্ষ ২ হাজার টাকা। মন্ত্রী আরও জানান, ২০১৩ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে ৭১টি বাজারের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ করা হয়েছিল, যার জন্য ব্যয় বরাদ্দ ছিল মাত্র ২০ কোটি ২৬ লক্ষ ৮৬ হাজার ৯২৪ টাকা।

তিনি বলেন, গত সাড়ে সাত বছরে শুধুমাত্র গোমতী জেলাতেই ৩৮টি বাজার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৮৬ কোটি ৯৩ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা।

অনুষ্ঠানে বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার সহ কৃষি দফতরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

চেয়ারপার্সন

● প্রথম পাতার পর

গতকাল জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন গোমতী জেলায় নারীদের সুরক্ষা, সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে নারীদের বেশি করে অংশগ্রহণের বিষয়ে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেন। তিনি লাখপতি দিদিদের সাথে কথাবার্তা বলেন, তাদের সুবিধা-অসুবিধা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত হন। একইসঙ্গে লাখপতি দিদিদের তৈরী বিভিন্ন সামগ্রীও তিনি পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি মহিলা জনপ্রতিনিধিদের সাথে পর্যালোচনা বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। সমাজে মহিলারা এখন কি অবস্থানে রয়েছেন সে সম্পর্কেও তিনি সবার সঙ্গে আলোচনা করেন এবং সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। এছাড়া উদয়পুরের রাজর্ষি হলে রাজ্যের সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায়ের উপস্থিতিতে তিনি বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। উদয়পুরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও এই অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। বৃহস্পতিবার রাজ্য মহিলা কমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানেও জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন অংশগ্রহণ করেন। এবিষয়ে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বলেন, আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতবর্ষকে বাল্যবিবাহ মুক্ত করার উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছে। সবার সহযোগিতায় এই উদ্যোগ সফল হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, রাজ্য সরকারগুলিকেও এবিষয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।এদিকে জাতীয় মহিলা কমিশনের উদ্যোগে আজ আগরতলার সুকান্ত একাডেমিতে প্রিভেনশন অফ সেক্সুয়াল হেরাসমেন্ট (পস) উপর একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকার। কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রীমতি রাহাতকার বলেন, কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য নিরাপদ ও সম্মানজনক পরিবেশ নিশ্চিত করা সকল প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব। তিনি প্রতিটি কর্মস্থলে পস অ্যাক্ট-র অভ্যন্তরীণ কমিটি গঠন, নিয়মিত সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন, অভিযোগের দ্রুত ও নিরপেক্ষ নিষ্পত্তি করা এবং ভুক্তভোগীর গোপনীয়তা রক্ষা করার বিষয়টি নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, নারীদের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি রোধে শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ নয় কর্মক্ষেত্রে সংবেদনশীলতা, পারস্পরিক সম্মান এবং জবাবদিহিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা, রাজ্য সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব তপন কুমার দাস, জাতীয় মহিলা কমিশনের উপ অধিকর্তা প্রমুখ।

পুলিশের টিম

● প্রথম পাতার পর

পাঠকের নেতৃত্বে এই বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়।গত ২৫ জুলাই পশ্চিম ত্রিপুরা পুলিশ সুপারের দপ্তর থেকে জারি করা এক আদেশে জানানো হয়, পশ্চিম আগরতলা থানায় দায়ের হওয়া অস্বাভাবিক মৃত্যু (ইউডি) মামলা নং ২০২৬ডাব্লিউএজি০৪৫, যা ২০ জুলাই ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস)-এর ১৯৪ ধারায় নথিভুক্ত হয়, তার দ্রুত, সমন্বিত ও নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করতেই এই উচ্চপর্যায়ের এসআইটি গঠন করা হয়েছে।এসআইটির নেতৃত্বে রয়েছেন পুলিশ সুপার (পশ্চিম) নমিত পাঠক। এছাড়াও দলে রয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (আরবান) ধ্রুব নাথ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএন) সৌভিক দে, সাইবার ক্রাইম থানার ওসি ও ডেপুটি পুলিশ সুপার বেঞ্জামিন দেওয়ান, ইন্সপেক্টর রানা চ্যাটার্জি, ইন্সপেক্টর ভাস্কর সাহা (কেটিডিএস, পিটিএ), মহিলা ইন্সপেক্টর শিউলি দাস, তদন্তকারী আধিকারিক ও বটতলা টিওপির ওসি সাব-ইন্সপেক্টর শুভজিৎ দেব, সাব-ইন্সপেক্টর সুবেন্দু দাস এবং বটতলা টিওপির সাব-ইন্সপেক্টর চিন্ময় ভৌমিক।তদন্তকারী দলের এই দিল্লি সফরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ, সাক্ষ্য গ্রহণ এবং ডিজিপি অনুরাগ ধনকরের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত সমস্ত দিক খতিয়ে দেখার কাজ জোরকদমে চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

মানবপাচার রোধে সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মশালার আয়োজন বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের

আগরতলা, ৩০ জুলাই: সীমান্ত এলাকায় মানবপাচার প্রতিরোধে নিরাপত্তা বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার করার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা বিএসএফ ফ্রন্টিয়ার জাতীয় মহিলা কমিশনের সহযোগিতায় এক বিশেষ সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মশালার আয়োজন করে।

ফটিকছড়ার ৪২ নম্বর ব্যাটালিয়ন বিএসএফ ক্যাম্পে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রহাটকর। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে। পরে অতিথিকে সংবর্ধনা জানানো হয়। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা বিএসএফ ফ্রন্টিয়ারের মহাপরিদর্শক (আইজি) প্রিন্সি রানি। কর্মশালায় জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন মানবপাচার প্রতিরোধে বিভিন্ন সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরেন। এরপর কমিশনের বিশেষজ্ঞরা দুটি কারিগরি অধিবেশনে মানবপাচার সংক্রান্ত আইনি কাঠামো, পাচারের শিকার ব্যক্তিদের শনাক্তকরণ, উদ্ধার ও পুনর্বাসন, তদন্ত প্রক্রিয়া, আন্তঃসংস্থার সমন্বয় এবং মানবপাচার মোকাবিলায় কার্যকর পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

কারিগরি অধিবেশন শেষে একটি উন্মুক্ত আলোচনা পর্বের আয়োজন করা হয়। এতে অংশগ্রহণকারী বিএসএফ সদস্যরা মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার পাশাপাশি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়ের সুযোগ পান। এই কর্মশালায় ত্রিপুরা বিএসএফ ফ্রন্টিয়ারের বিভিন্ন সেক্টর ও ইউনিটের ৩০০-রও বেশি জওয়ান অংশগ্রহণ করেন।

বিএসএফ সূত্রে জানানো হয়েছে, সীমান্তবর্তী এলাকায় মানবপাচার প্রতিরোধে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

কমলপুরে এনএসএস-এর সাত দিনব্যাপী বিশেষ শিবিরের উদ্বোধন

আগরতলা, ৩০ জুলাই : সমাজসেবা, মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কমলপুর পিএম শ্রী কে.সি. গার্লস দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে জাতীয় সেবা প্রকল্প (এনএসএস)-এর সাত দিনব্যাপী বিশেষ শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া এই বিশেষ শিবির আগামী সাত দিন ধরে চলবে। শিবিরে সমাজসচেতনতা বৃদ্ধি, পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানবসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমলপুরের বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা, কমলপুর প্রেস ক্লাবের সম্পাদক সুপ্রিয় দত্ত, বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা রিনা দাস, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং এনএসএস-এর স্বেচ্ছাসেবক ছাত্রছাত্রীরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব বলেন, এনএসএস কেবল একটি সংগঠন নয়, এটি মানবসেবা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। রক্তদান, বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ রক্ষা, পরিচ্ছন্নতা অভিযানসহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এনএসএস-এর স্বেচ্ছাসেবকরা সমাজের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য শুধু ভালো ফলাফল অর্জন নয়; একজন শিক্ষার্থী যখন নিজের স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সমাজ ও মানুষের কল্যাণে কাজ করে, তখনই শিক্ষার প্রকৃত সার্থকতা অর্জিত হয়। ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, বর্তমান প্রজন্মই আগামী দিনের সমাজ ও দেশের ভবিষ্যৎ। তাদের মধ্যে মানবিকতা, সহমর্মিতা এবং সমাজের জন্য কাজ করার মানসিকতা গড়ে উঠলে ভবিষ্যতে একটি আরও সচেতন, মানবিক ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগামী সাত দিন ধরে শিবিরে বিভিন্ন সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হবে।

অনুষ্ঠানে এনএসএস-এর মূল আদর্শ 'নিজের জন্য নয়, সবার জন্য'-এর চেতনাকে সামনে রেখে মানবসেবায় আত্মনিয়োগের আহ্বান জানানো হয়।

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের পরিষেবা উন্নয়নের দাবিতে মেডিকেল সুপারের সঙ্গে কংগ্রেস প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

কৈলাসহর, ৩০ জুলাই: ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং জনস্বার্থে একাধিক দাবি তুলে ধরে হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ডা. রোহন পালের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন ঊনকোটি জেলা কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি দল।

সাক্ষাতে প্রতিনিধি দল হাসপাতালের ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করতে এসএনআইকিউ-এর সময়সীমা বৃদ্ধি, দ্রুত আইসিইউ পরিষেবা চালু, স্বেচ্ছায় রক্তদানকারীদের জন্য প্রচলিত জলযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তে নির্ধারিত অর্থ সরাসরি তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রদানের ব্যবস্থা, রোগী পরিষেবার সামগ্রিক মানোন্নয়নসহ একাধিক জনস্বার্থমূলক বিষয় তুলে ধরেন।

আলোচনায় মেডিকেল সুপার ডা. রোহন পাল জানান, হাসপাতালের ওষুধ সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করতে এসএনআইকিউ-এর সময়সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ প্রদানের বিষয়টি ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

প্রতিনিধি দলের উত্থাপিত অন্যান্য দাবিগুলিও গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন মেডিকেল সুপার। কংগ্রেস প্রতিনিধি দল আশা প্রকাশ করে, এই উদ্যোগগুলি বাস্তবায়িত হলে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবার মান আরও উন্নত হবে এবং সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে ২৬ দিন ধরে নিখোঁজ গৃহবধূ, স্ত্রীর সন্ধানে সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ স্বামী

কমলপুর, ৩০ জুলাই: কমলপুর মহকুমার সালেমা ডাববাড়ি এলাকার বাসিন্দা ৬৫ বছর বয়সী নমিতা দাস গত ৪ জুলাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে নিখোঁজ রয়েছেন। টানা ২৬ দিন পেরিয়ে গেলেও তাঁর কোনো সন্ধান না মেলায় উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছে পরিবার। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর খোঁজে সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়েছেন স্বামী নৃপেন্দ্র দাস।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত ৪ জুলাই সকাল প্রায় ৯টা নাগাদ বাড়ির কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান নমিতা দাস। এরপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। পরিবারের সদস্যরা আত্মীয়-স্বজনের বাড়িসহ সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি চালালেও তাঁর কোনো সন্ধান মেলেনি।

পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় গত ২৩ জুলাই কচুছড়া থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করেন স্বামী নৃপেন্দ্র দাস। অভিযোগ দায়েরের পর পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত নিখোঁজ মহিলার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

দীর্ঘদিন ধরে স্ত্রীর কোনো সন্ধান না পাওয়ায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন নৃপেন্দ্র দাস। তিনি সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, কেউ যদি নমিতা দাসের অবস্থান সম্পর্কে কোনো তথ্য জানেন বা তাঁকে কোথাও দেখতে পান, তবে অনুগ্রহ করে পরিবারের সদস্যদের অথবা নিকটবর্তী থানায় দ্রুত যোগাযোগ করুন। পরিবারের একটাই প্রার্থনানমিতা দাস যেন দ্রুত সুস্থ ও নিরাপদে পরিবারের কাছে ফিরে আসেন।

অসম রাইফেলসের উদ্যোগে ত্রিপুরার শিক্ষার্থীদের চারদিনের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি

আগরতলা, ৩০ জুলাই : জাতীয় সংহতি, সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি এবং যুবসমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের লক্ষ্যে অসম রাইফেলসের উদ্যোগে ত্রিপুরার উদয়পুরস্থিত অসম রাইফেলস পাবলিক স্কুলএর শিক্ষার্থীদের নিয়ে আসামের ডিমা হাসাও জেলায় চারদিনব্যাপী একটি স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ২৭ থেকে ৩০ জুলাই পর্যন্ত চলা এই শিক্ষা সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের উত্তর-পূর্ব ভারতের সমৃদ্ধ ইতিহাস, সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে পরিচিত করানো এবং আন্তঃরাজ্য সাংস্কৃতিক বিনিময়কে উৎসাহিত করা।

হাফলংয়ে পৌঁছানোর পর শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদলকে অসম রাইফেলসের একটি ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। সেখানে তাদের অসম রাইফেলসের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেওয়া হয়।

শিক্ষা সফরের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীরা মনোরম হাফলং লেক, সার্কিট হাউস এবং ঐতিহাসিক মাইবাং শহর পরিদর্শন করে। এসব স্থান পরিদর্শনের মাধ্যমে তারা দিমা হাসাও জেলার ঐতিহাসিক গুরুত্ব, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং পর্যটন সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

প্রতিনিধিদল ডিমা হাসাও জেলার জেলা প্রশাসকের (ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার) কার্যালয়ও পরিদর্শন করে। সেখানে জেলা প্রশাসনের কার্যক্রম এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ভূমিকা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বিস্তারিত ধারণা দেওয়া হয়।

শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কর্মজীবনের জন্য অনুপ্রাণিত করতে অসম রাইফেলসের পক্ষ থেকে একটি ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং ও মোটিভেশনাল সেশন আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি আধুনিক অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামের প্রদর্শনীর মাধ্যমে বাহিনীর অপারেশনাল সক্ষমতা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা সম্পর্কেও শিক্ষার্থীদের অবহিত করা হয়।

চারদিনের এই শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচির সমাপ্তিতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা অসম রাইফেলসের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাঁদের মতে, এই সফর শুধু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করেনি, বরং উত্তর-পূর্ব ভারতের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি এবং ভারতের ঐক্যের চেতনাকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সহায়তা করেছে।

উদয়পুরে গুরু পূর্ণিমা ও গুরু সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

উদয়পুর, ৩০ জুলাই: উদয়পুরের রাজর্ষি প্রেক্ষাগৃহে আজ গোমতী জেলাভিত্তিক গুরু পূর্ণিমা ও গুরু সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, উদয়পুর পুর পরিষদ এবং বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আগরতলা বিবেকনগরের রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী শুভকরানন্দ মহারাজ। অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষ আচার্য, উদয়পুর মহকুমার মহকুমা শাসক ত্রিদীপ সরকার, বিশিষ্ট সমাজসেবী সবিতা নাথ, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহ অধিকর্তা টিংকু বিশ্বাস প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী শুভকরানন্দ মহারাজ বলেন, জীবনের প্রথম গুরু হচ্ছেন প্রত্যেকের মা-বাবা। প্রত্যেককেই নিজের পরিবার, সমাজ এবং দেশের প্রতি আস্থা রাখতে হবে। তবেই দেশ তথা সমাজ এগিয়ে যাবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতলচন্দ্র মজুমদার। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ৭ জন গুরুকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও পরিবেশিত হয়।

পানীয় জলের সংকটে চরম দুর্ভোগে চম্পা ভিসির বড়দুয়ার পাড়ার বাসিন্দারা, স্থায়ী সমাধানের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই: দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের তীব্র সংকটে চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন জিরানিয়া মহকুমার বেলবাড়ি ব্লকের অধীন চম্পা ভিসির বড়দুয়ার পাড়ার বাসিন্দারা। স্থানীয়দের অভিযোগ, বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে নিত্যদিনের জীবনযাত্রা ব্যাহত হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধানে এখনও কার্যকর কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বারবার সংশ্লিষ্ট প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধিদের বিষয়টি জানানো হলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। তাঁদের অভিযোগ, ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হলেও তা নিয়মিত নয় এবং এলাকার চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এলাকাবাসী জানান, পানীয় জলের অভাবে তাঁদের প্রতিদিন চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। বর্তমানে এলাকায় কোনও পানীয় জল সরবরাহকারী পাম্প বা স্থায়ী জল প্রকল্প না থাকায় দূর-দূরান্ত থেকে জল সংগ্রহ করতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা।

স্থানীয়দের দাবি, বড়দুয়ার পাড়ায় দ্রুত একটি পানীয় জল সরবরাহকারী পাম্প স্থাপন করা হলে দীর্ঘদিনের এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব হবে। তাঁরা সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন।

এসএমএ আক্রান্ত মনশ্রীর পাশে কৃষি দপ্তর, ৩ লক্ষ টাকার সহায়তা প্রদান

আগরতলা, ৩০ জুলাই: বিরল ও প্রাণঘাতী রোগ স্পাইনাল মাসকুলার অ্যাট্রফি (এসএমএ)-তে আক্রান্ত ছোট্ট মনশ্রীর চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় কৃষি দপ্তরের অ্যাগ্রিকালচারাল গ্র্যাজুয়েটস অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন ত্রিপুরার কৃষি ও কৃষক কল্যাণ এবং বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

আজ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে কৃষি দপ্তরের কর্মকর্তাদের সংগঠনটি অসুস্থ শিশুটির পাশে দাঁড়িয়েছে। তিনি দপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রতি নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী স্বেচ্ছায় আর্থিক সহায়তা প্রদানের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে অ্যাগ্রিকালচারাল গ্র্যাজুয়েটস অ্যাসোসিয়েশন মনশ্রীর বাবার হাতে ৩ লক্ষ টাকার একটি চেক তুলে দেয়। মন্ত্রী বলেন, এই অনুদান শুধু আর্থিক সহায়তাই নয়, বরং এটি প্রমাণ করে যে কৃষি দপ্তর মনশ্রীর পরিবারের কঠিন সময়ে একসঙ্গে পাশে রয়েছে। তিনি জানান, সংগঠনটি আরও অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে, যাতে ভবিষ্যতেও পরিবারটিকে সহায়তা করা যায়।

রতন লাল নাথ বলেন, মনশ্রীর চিকিৎসার জন্য ইতোমধ্যেই বহু ব্যক্তি ও সংগঠন আন্তরিকভাবে এগিয়ে এসেছেন। তিনি উল্লেখ করেন, মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবসহ অনেকেই পরিবারটির পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন। তিনি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে সহায়তা করেছেন বলে জানান। তবে চিকিৎসার বিপুল ব্যয় বহন করতে হলে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সম্মিলিত সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের প্রতি আবেদন জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, করোনা মহামারি, ভয়াবহ বন্যা এবং বিভিন্ন দুর্যোগের সময় যেভাবে রাজ্যের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে একে অপরের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, ঠিক তেমনভাবেই এবারও মনশ্রীর জন্য এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, ছোট বা বড়যে কোনো আর্থিক সহায়তাই মনশ্রীর সুস্থ জীবনের আশা জাগাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

"টিন মিস ইন্ডিয়া ২০২৬" খেতাব জিতে উত্তর ত্রিপুরার মুখ উজ্জ্বল করলেন ধর্মনগরের মধুমিতা নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩০ জুলাই: জাতীয় স্তরের সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রতিযোগিতা "মিস্টার অ্যান্ড মিস ইন্ডিয়া ২০২৬ — সিজন ২"-এ "টিন মিস ইন্ডিয়া ২০২৬" খেতাব অর্জন করে ত্রিপুরা তথা উত্তর জেলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন ধর্মনগরের নেতাজিপাড়া এলাকার কৃতি কন্যা মধুমিতা নাথ। নয়াদিল্লির অর্জনগড় এলাকার লাক্সেরা হোটেলে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় ২৪ ও ২৫ জুলাই প্রতিযোগীদের জন্য গ্রুমিং, ব্যক্তিত্ব বিকাশ এবং মঞ্চ উপস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এরপর ২৬ জুলাই অনুষ্ঠিত হয় গ্র্যান্ড ফিনালে।

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রতিযোগীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব, মঞ্চ উপস্থাপনা এবং প্রতিভার অনন্য প্রকাশ ঘটিয়ে টিনস বিভাগে বিজয়ীর মুকুট জয় করেন মধুমিতা নাথ। তাঁর এই সাফল্য উত্তর ত্রিপুরার জন্য এক গর্বের মুহূর্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

মধুমিতার বাবা অসমঞ্জ নাথ এবং মা অর্পণা গোস্বামী নাথ মেয়ের এই সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করে সকলের আশীর্বাদ ও শুভকামনা কামনা করেছেন। তাঁদের আশা, ভবিষ্যতেও মধুমিতা আরও বড় মঞ্চে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখবে।

মধুমিতার এই অসাধারণ কৃতিত্বের খবর ছড়িয়ে পড়তেই ধর্মনগরের নেতাজিপাড়া সহ সমগ্র উত্তর ত্রিপুরায় আনন্দের আবহ তৈরি হয়েছে। আত্মীয়-স্বজন, শুভানুধ্যায়ী ও এলাকার বিশিষ্টজনেরা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে ভবিষ্যতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরও সাফল্য অর্জনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

ন্যানো সারের ব্যবহার সম্প্রসারণে ইফকো ও মোহনপুর প্রাথমিক বিপণন সমবায়ের উদ্যোগ, মোহনপুর ও বামুটিয়ায় সচেতনতামূলক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই: রাজ্যের কৃষিকে আরও বিজ্ঞানভিত্তিক, উৎপাদনশীল ও পরিবেশবান্ধব করে তুলতে ন্যানো প্রযুক্তিনির্ভর সারের ব্যবহার সম্প্রসারণে উদ্যোগী হয়েছে ভারতীয় কৃষক সার সমবায় লিমিটেড (ইফকো) এবং মোহনপুর প্রাথমিক বিপণন সমবায় সমিতি লিমিটেড। বৃহস্পতিবার মোহনপুর ও বামুটিয়ায় আয়োজিত দুটি সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে কৃষি বিভাগের

আধিকারিকদের সামনে ন্যানো ইউরিয়া, ন্যানো ডি-এ-পি এবং ন্যানো জিংক সারের কার্যকারিতা, প্রয়োগ পদ্ধতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা তুলে ধরা হয়। একইসঙ্গে মাঠপর্যায়ে প্রযুক্তির প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে উপস্থিত কৃষি আধিকারিকদের হাতে বিনামূল্যে এসব সার বিতরণ করা হয়।

কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, ন্যানো প্রযুক্তিনির্ভর সার আধুনিক কৃষিতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। প্রচলিত সারের তুলনায় কম পরিমাণে অধিক কার্যকারিতা, সারের অপচয় হ্রাস, উৎপাদন ব্যয় কমানো, মাটির স্বাভাবিক উর্বরতা বজায় রাখা এবং পরিবেশ দূষণ কমানোর ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ফলে টেকসই কৃষি ব্যবস্থায় ন্যানো সারের গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে।

এদিনের প্রথম কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় সকাল সাড়ে ১০টায় মোহনপুর কৃষি মহকুমা দপ্তরের সভাকক্ষে। এতে কৃষি বিভাগের মাঠপর্যায়ের আধিকারিক, গুদাম দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন এলাকার কৃষি কর্মীরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মোহনপুর প্রাথমিক বিপণন সমবায় সমিতি লিমিটেডের ব্যবস্থাপক হারাধন চন্দ্র দাস, ইফকোর জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক সৈকত দাস এবং কৃষি বিভাগের অন্যান্য আধিকারিক। বক্তারা ন্যানো ইউরিয়া ও ন্যানো ডি-এ-পি সারের সঠিক ব্যবহার, ফলন বৃদ্ধিতে এর ভূমিকা এবং কৃষকদের উৎপাদন ব্যয় কমানোর বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। এরপর দুপুর সাড়ে ১২টায় বামুটিয়া কৃষি কল্যাণ দপ্তরের অধীন দুর্গাবাড়ি শ্যামলী অতিথি নিবাসে দ্বিতীয় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন হারাধন চন্দ্র দাস, সৈকত দাস, বামুটিয়া কৃষি দপ্তরের আধিকারিক রাজু রবি দাস এবং কৃষি দপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। তাঁরা বলেন, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি দ্রুত কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিতে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আরও সক্রিয় ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

দুই কর্মসূচির শেষে উপস্থিত কৃষি আধিকারিকদের হাতে বিনামূল্যে ন্যানো ইউরিয়া, ন্যানো ডি-এ-পি এবং ন্যানো জিংক সার তুলে দেওয়া হয়। আয়োজকদের মতে, মাঠপর্যায়ে এই প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ নিশ্চিত করা গেলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ এবং পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থার বিকাশে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন সম্ভব। আয়োজকদের দাবি, ন্যানো প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার আগামী দিনের কৃষিকে আরও লাভজনক, আধুনিক ও টেকসই করে তুলবে। সেই লক্ষ্যেই কৃষকদের মধ্যে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির প্রসারে ভবিষ্যতেও এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

সাব্রুমের দ্বৈত্যেশ্বরী কালীবাড়ি চুরি মামলায় তিন অভিযুক্তের তিন বছরের কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৩০ জুলাই: সাব্রুমের দ্বৈত্যেশ্বরী কালীবাড়িতে চুরির ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত তিন অভিযুক্তকে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা করে জরিমানার নির্দেশ দিয়েছে সাব্রুম মহকুমা আদালত।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ২৭ ডিসেম্বর সাব্রুমের দ্বৈত্যেশ্বরী কালীবাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর মন্দিরে থাকা সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে সাব্রুম থানার পুলিশ। তদন্তে চেন্টু ত্রিপুরা (১৯), সজল নমঃ (২৬) এবং ঝুলন নমঃ (২৬)-কে অভিযুক্ত হিসেবে শনাক্ত করা হয়। পরে সাব্রুম থানায় দায়ের হওয়া মামলায় তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস), ২০২৩-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়।

সাব্রুম মহকুমা আদালতের সরকারি কেঁসুলি গৌরাঙ্গ নাথ জানান, মামলার শুনানি শেষে আদালত তিন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত চার মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে। এদিকে, আদালত চত্বরে সজল নমঃ-এর স্ত্রী দাবি করেন, সজল নমঃ এবং ঝুলন নমঃ-এর বিরুদ্ধে আরও একাধিক ফৌজদারি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। তাঁর দাবি, তাদের বিরুদ্ধে আগরতলার একটি খুনের মামলাও রয়েছে।

বিধায়িকা কল্যাণী রায় সাহার স্বামীর আকস্মিক প্রয়াণ, শোক প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ৩০ জুলাই : তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা তথা ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় সাহার স্বামী দীনেশ চন্দ্র সাহার আকস্মিক প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

জানা গেছে, নিজ বাসভবনে ঘুমন্ত অবস্থায় স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, শুভানুধ্যায়ী এবং রাজনৈতিক মহলে শোকের আবহ তৈরি হয়েছে।

সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লিখেন, প্রয়াত দীনেশ চন্দ্র সাহার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেন। পাশাপাশি শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে তাঁদের এই অপূরণীয় ক্ষতি সহ্য করার শক্তি ও সাহস প্রদান করার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে।

ইসরো স্টার্ট প্রোগ্রাম ২০২৬-এ ত্রিপুরার প্রতিনিধি জোলাইবাড়ির অশ্মিত বসু, গর্বিত রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই: ত্রিপুরার জন্য গর্বের মুহূর্ত। টেকনো কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং, আগরতলার তৃতীয় সেমিস্টারের ছাত্র অশ্মিত বসু মর্যাদাপূর্ণ ইসরো স্টার্ট প্রোগ্রাম—২০২৬-এ অংশগ্রহণের জন্য ইসরো—ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব রিমোট সেন্সিং , দেরাদুনে পৌঁছেছেন। এই কর্মসূচিতে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করছেন। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জোলাইবাড়ির বাসিন্দা অশ্মিত বসু কৃষ্ণ বসু ও রিংকু মজুমদার বসুর একমাত্র সন্তান। অল্প বয়সেই তাঁর এই কৃতিত্বে গর্বিত পরিবার, আত্মীয়-স্বজন এবং গোটা জোলাইবাড়ি এলাকা।

জানা গেছে, সারা দেশে অনুষ্ঠিত ইসরোর অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক অল ইন্ডিয়া লিখিত পরীক্ষায় শীর্ষ ৫০ জনের মধ্যে স্থান অর্জন করে অশ্মিত এই মর্যাদাপূর্ণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর এই সাফল্য কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি গভীর আগ্রহেরই প্রতিফলন বলে মনে করছেন শিক্ষকমহল।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এ বছর ইসরো স্টার্ট প্রোগ্রাম—২০২৬-এর নোডাল সেন্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে টেকনো কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং, আগরতলা। কলেজ কর্তৃপক্ষের মতে, এই দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানটির বৈজ্ঞানিক গবেষণা, উদ্ভাবন এবং দক্ষ প্রকৌশলী গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরন্তর প্রচেষ্টারই স্বীকৃতি।

অশ্মিত বসুর এই অসাধারণ সাফল্যের জন্য তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে জানানো হয়েছে, তাঁর এই অর্জন ত্রিপুরার আরও বহু শিক্ষার্থীকে বড় স্বপ্ন দেখতে এবং মহাকাশ গবেষণাসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উচ্চতর ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে। অশ্মিতের এই সাফল্যে খুশির হাওয়া বইছে তাঁর পরিবার, আত্মীয়-পরিজন এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার জোলাইবাড়ি এলাকাজুড়ে। স্থানীয়দের আশা, ভবিষ্যতেও তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ত্রিপুরার নাম আরও উজ্জ্বল করবেন।

জেলাশাসকের উপস্থিতিতে ধর্মনগর প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ ও মেধা সম্মাননা অনুষ্ঠান

ধর্মনগর, ৩০ জুলাই: পরিবেশ সংরক্ষণ এবং শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশে উৎসাহ জোগাতে ধর্মনগর প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার পদ্মপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ ও মেধা সম্মাননা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিশিষ্টজনদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও জেলা সমাহর্তা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগরের বিধায়ক জহর চক্রবর্তী, ধর্মনগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি বুদ্ধ ভূষণ দে সরকার, প্রেস ক্লাবের অন্যান্য কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ, পদ্মপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব এবং বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ও অভিভাবক।

অনুষ্ঠানের সূচনায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। জেলাশাসক, বিধায়ক, প্রেস ক্লাবের সদস্য এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা যৌথভাবে বিভিন্ন প্রজাতির চারাগাছ রোপণ করে পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা তুলে ধরেন। এরপর বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় মেধা সম্মাননা পর্ব। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা জানিয়ে তাঁদের হাতে মেধা পুরস্কার ও সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলাশাসক কৃতী শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। তিনি বলেন, সাংবাদিকতার পাশাপাশি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে ধর্মনগর প্রেস ক্লাব যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের সম্মানিত করার মতো উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং সমাজের জন্য অনুকরণীয়। অনুষ্ঠানের শেষে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভবিষ্যতেও সমাজকল্যাণমূলক ও শিক্ষামুখী এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। সার্বিকভাবে অনুষ্ঠানটি সুশৃঙ্খল, প্রাণবন্ত ও আনন্দঘন পরিবেশে সম্পন্ন হয়।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় আগামীকাল ৩৫টি

● আটের পাতার পর

উন্নয়নের সুফল রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান আরও উন্নত করা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে পরিকাঠামো উন্নয়ন ও জনমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার উন্নয়নের পথে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সূচিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সিপাহীজলা জেলায় ৩,২৫৬টি পরিবার

● আটের পাতার পর

প্রদান করে জনগণনা কার্যক্রমে আন্তরিক সহযোগিতা করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন, জনগণের দেওয়া সমস্ত তথ্য সম্পূর্ণ গোপনীয়ভাবে সংরক্ষণ করা হবে এবং তা শুধুমাত্র সরকারি পরিসংখ্যান ও পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে ব্যবহার করা হবে।

স্টকিং বিষয়ক সচেতনতামূলক

● আটের পাতার পর

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব তপন কুমার দাস সহ অতিথিগণ। জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের সরকারি ওয়েবসাইটেরও উদ্বোধন করেন।

এই কর্মসুচির অঙ্গ হিসেবে টেকনিক্যাল সেশনের আয়োজন করা হয়। তাতে ছাত্রী এবং নারীরা অংশগ্রহণ করেন। টেকনিক্যাল সেশনে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন স্টেট ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির ডিজিট্যাল অ্যানালিস্ট বাপি সাহা, ড. কৌশিক নন্দী, অ্যাডভোকেট পারমিতা ধর, সমাজকর্মী দেবাশিস মজুমদার। টেকনিক্যাল সেশনে অংশগ্রহণকারীগণ বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মতবিনিয় করেন।

বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েতে জনগণনার

● আটের পাতার পর

সংগ্রহ করা হবে। ভবিষ্যতে সরকারি উন্নয়ন পরিকল্পনা, নাগরিক পরিষেবার সম্প্রসারণ এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে এই তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

কিট বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত আধিকারিকরা গণনাকর্মীদের নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা এবং নির্ভুল তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে বিশেষ নির্দেশনা দেন। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ বজায় রেখে কাজ করার আহ্বানও জানানো হয়।

এদিন সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েতের ডেপুটি এক্সিকিউটিভ অফিসার তথা বিশালগড়ের এসডিএম প্রসেনজিৎ দাস জানান, জনগণনার কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সমস্ত প্রস্তুতি ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। ১১টি ওয়ার্ডে সুপারভাইজারসহ ২৩ জন গণনাকর্মীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় কিট সরবরাহ করা হয়েছে। আগামী ১ আগস্ট থেকে তাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করবেন।

তিনি আরও বলেন, জনগণনার সময় প্রত্যেক নাগরিকের সঠিক ও নির্ভুল তথ্য প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই তথ্যের ভিত্তিতেই ভবিষ্যতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো উন্নয়ন, নাগরিক পরিষেবা এবং বিভিন্ন সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা হয়। তাই তিনি সকল নাগরিককে প্রশাসনকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

প্রশাসনের আশা, গণনাকর্মীদের আন্তরিকতা এবং সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েত এলাকায় হাউস লিস্টিং ও জনগণনার কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সফলভাবে সম্পন্ন হবে।

বি-ডিভিশন লিগ ফুটবলে নবোদয়ের জয়ের রথ থামিয়ে ১ম জয় পুলিশের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টে জয়ের মুখ দেখল পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল চারটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত লিগের ২২তম ম্যাচে তারা ২-০ গোলে পরাজিত করেছে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা নবোদয় সংঘকে। টানা চার ম্যাচে ড্র করার পর পঞ্চম ম্যাচে এসে জয়ের প্রথম স্বাদ পেল পুলিশ ক্লাব। ম্যাচের নায়ক কেলভিন ডার্লং একাই দু'টি গোল করে দলের জয় সুনিশ্চিত করেন; তিনি খেলার ৬ মিনিটে প্রথম এবং ৭১ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি করেন। তবে ম্যাচের ৩৩

মিনিটের মাথায় পুলিশ ক্লাবের সালমা রিয়াং হলুদ কার্ড দেখেন। আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি সুচারুভাবে পরিচালনা করেন রেফারি আদিত্য দেববর্মা, সত্যজিৎ দেবরায়, বিপ্লব সিংহ এবং রক্তিম সাহা।চলতি লিগে দুই দলেরই এটি ছিল পঞ্চম ম্যাচ। এই হারের ফলে নবোদয় সংঘের টানা জয়ের ধারায় বড় ধাক্কা লাগল। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে সরোজ সংঘের কাছে ৫-০ গোলে বড় ব্যবধানে হারলেও, পরবর্তী তিন ম্যাচে যথাক্রমে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে (২-১), মৌচাক ক্লাবকে (৩-১) এবং ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে (২-০) হারিয়ে দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল নবোদয়। অন্যদিকে, পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব তাদের আগের চার ম্যাচের সবকটিতেই পয়েন্ট ভাগাভাগি করেছিলবিবেকানন্দ ক্লাবের সঙ্গে ৩-৩, মৌচাক ক্লাবের সঙ্গে গোলশূন্য (০-০), ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের সঙ্গে ১-১ এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছিল তারা। অবশেষে পঞ্চম ম্যাচে নবোদয়ের জয়রথ থামিয়ে ৩ পয়েন্ট ঝুলিতে পুরল পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব।

বিদ্যাসাগর স্কুল কোচিং সেন্টারকে হারিয়ে জয়ী চলমান সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। দীর্ঘ বিরতি কাটিয়ে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (টিসিএ) আয়োজনে আবারও মাঠে গড়িয়েছে সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। আজ টিআইটি গ্রাউন্ডে বেলা একটায় "এ" গ্রুপের রোমাঞ্চকর ম্যাচে মুখোমুখি হয় বিদ্যাসাগর স্কুল ক্রিকেট কোচিং সেন্টার এবং চলমান সংঘ। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বিদ্যাসাগর স্কুল ক্রিকেট কোচিং সেন্টার নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ৮২ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে শিল্পী দেবনাথ সর্বোচ্চ ২৯ রানের ইনিংস উপহার দেন। চলমান সংঘের বোলারদের মধ্যে ত্রিতাস সরকার ১৭ রান দিয়ে ২টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নেন। জবাবে ৮৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়ে চলমান সংঘ। শেষ পর্যন্ত ১৯.২ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় তারা। দলের এই রোমাঞ্চকর জয়ের নেপথ্যে বড় ভূমিকা রাখেন তামান্না দেবনাথ, যিনি সর্বোচ্চ ৩০ রানের দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন। বিদ্যাসাগর দলের হয়ে বোলিংয়ে দারুণ লড়াই করে তৃষ্ণা দাস ১৫ রানে এবং তৃষা দাস ১৬ রানে ২টি করে উইকেট দখল করেন। ম্যাচে ৩ উইকেটে ম্যাচ হেরে গেলেও বিদ্যাসাগর স্কুল ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের সুস্মিতা বসাক অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে 'প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ'-এর খেতাব অর্জন করেন।

হকি বিশ্বকাপের জার্সি বিতর্কে মুখ খুলল হকি ইন্ডিয়া, "জাতীয় পতাকার গেরুয়া রঙের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে"

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (আইএএনএস): ২০২৬ এফআইএইচ হকি বিশ্বকাপের জন্য ভারতীয় দলের নতুন গেরুয়া রঙের জার্সি নিয়ে বিতর্কের মধ্যে বৃহস্পতিবার অবস্থান স্পষ্ট করল হকি ইন্ডিয়া। সংস্থার দাবি, খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফের সুপারিশের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, গেরুয়া ভারতের জাতীয় পতাকার অন্যতম রং হওয়ায় এর বিশেষ তাৎপর্যও রয়েছে।

আগামী মাসে নেদারল্যান্ডস ও বেলজিয়ামে অনুষ্ঠিতব্য এফআইএইচ হকি বিশ্বকাপের জন্য সোমবার ঐতিহ্যবাহী নীল জার্সির বদলে নতুন গেরুয়া জার্সি প্রকাশ করে হকি ইন্ডিয়া। এরপরই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ভিরেন রাসকুইনহা প্রশ্ন তোলেন, দলের পরিচিত নীল রঙের জার্সি বদলের যৌক্তিকতা কী।

এছাড়া কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এবং ১৯৮৩ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপজয়ী সদস্য ও তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কীর্তি আজাদও জার্সির রং পরিবর্তনের সমালোচনা করেন।

বিতর্কের জবাবে হকি ইন্ডিয়া জানিয়েছে, সিদ্ধান্তটি জাতীয় দলের কোচিং স্টাফ ও খেলোয়াড়দের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার পর নেওয়া হয়েছে। সংস্থার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'জার্সির রং পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত খেলোয়াড় ও সাপোর্ট স্টাফের সুপারিশের ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে। এর মূল কারণ ছিল প্রযুক্তিগত। বর্তমানে আন্তর্জাতিক হকির অধিকাংশ ম্যাচ নীল রঙের সিন্থেটিক টার্ফে হয়। নীল জার্সি সেই টার্ফের সঙ্গে মিশে যাওয়ায় মাঠে খেলোয়াড়দের একে অপরকে স্পষ্টভাবে দেখতে অসুবিধা হচ্ছিল।'

হকি ইন্ডিয়া জানিয়েছে, এই সমস্যা সমাধানে কোচিং স্টাফ ও খেলোয়াড়রা হলুদ এবং গেরুয়াএই দুই রঙের প্রস্তাব দেন। সবদিক বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত গেরুয়া রং বেছে নেওয়া হয়।

সংস্থার বক্তব্য, 'প্রযুক্তিগত প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি গেরুয়া আমাদের জাতীয় পতাকার অন্যতম রং। এটি সাহস, আত্মত্যাগ এবং জাতীয় গৌরবের প্রতীক।'

সমালোচনার জবাবে হকি ইন্ডিয়া আরও জানায়, ভারতীয় দলের জার্সির রং অতীতেও বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন করা হয়েছে। ২০১৪ সালের এফআইএইচ হকি বিশ্বকাপে দলের জার্সি ছিল হলুদ রঙের। আবার ২০১৮ সালের বিশ্বকাপে আকাশি নীল রঙের সম্পূর্ণ নতুন নকশার জার্সি ব্যবহার করা হয়েছিল।

হকি ইন্ডিয়ার দাবি, এবারের গেরুয়া জার্সি বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত প্রয়োজন এবং জাতীয় পতাকার সঙ্গে যুক্ত প্রতীকী গুরুত্বদুই বিষয়ই বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

রয়্যাল ক্রিকেটকে ৭ উইকেটে হারিয়ে সহজ জয় জিবি প্লে সেন্টারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (টিসিএ) পরিচালনায় আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে জয়ের ধারা বজায় রাখল জিবি প্লে সেন্টার। আজ পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি (পিটিএ) গ্রাউন্ডে বেলা একটায় "বি" গ্রুপের ম্যাচে মুখোমুখি হয় রয়্যাল ক্রিকেট কোচিং সেন্টার এবং জিবি প্লে সেন্টার। টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে রয়্যাল ক্রিকেট কোচিং সেন্টার নির্ধারিত ২০ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে মাত্র ৫১ রান তুলতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে নন্দিনী সাহা ৬৪ বলে ১টি বাউন্ডারির সাহায্যে সর্বোচ্চ ১০ রান করেন। জিবি প্লে সেন্টারের বোলার দেবরুপা দেব মাত্র ৯ রান খরচ করে ২টি উইকেট তুলে নিয়ে প্রতিপক্ষের রানের গতি একপ্রকার স্তব্ধ করে দেন। জবাবে ৫২ রানের সহজ জয়ের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই ছন্দে ছিল জিবি প্লে সেন্টার। তারা ১১.২ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ৫৩ রান তুলে ৩ উইকেটের বিনিময়ে সহজ জয় নিশ্চিত করে। দলের জয়ে ব্যাট হাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন রুপা দাস; তিনি ৩২ বলে ২টি বাউন্ডারির সাহায্যে সর্বোচ্চ ২১ রানের দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন। বোলিংয়ে দারুণ কার্যকারিতা দেখিয়ে রয়্যাল ক্রিকেটের ব্যাটারদের চাপে রাখার সুবাদে জিবি প্লে সেন্টারের দেবরুপা দেবের হাতেই ওঠে 'প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ'-এর পুরস্কার।

বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে প্রগতি প্লে সেন্টারকে ৯ উইকেটে হারালো কসমোপলিটন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।।বিশেষ সংবাদদাতা, আগরতলা: দীর্ঘ বিরতি শেষে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (টিসিএ) ব্যবস্থাপনায় পুনরায় জমে উঠেছে সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। আজ পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে "বি" গ্রুপের ম্যাচে মুখোমুখি হয় প্রগতি প্লে সেন্টার ও কসমোপলিটন ক্লাব। তবে বৃষ্টির কারণে খেলা নির্ধারিত সময় সকাল সাড়ে আটটার বদলে দুই ঘণ্টা পিছিয়ে সকাল সাড়ে ১০টায় শুরু হয়। সময় কমে আসায় ওভার সংখ্যা কমিয়ে ৫ ওভারে নির্ধারণ করা হয়। টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৫ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে মাত্র ১৩ রান তুলতে সক্ষম হয় প্রগতি প্লে সেন্টার।মাত্র ১৪ রানের সহজ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই দাপট দেখায় কসমোপলিটন ক্লাব। ৩.১ ওভারেই মাত্র ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় তারা। ফলে ৯ উইকেটের বড় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে কসমোপলিটন ক্লাব। কসমোপলিটন ক্লাবের এই জয়ে বল হাতে সবচেয়ে বড় অবদান রাখেন রেবিকা নোয়াতিয়া; তিনি মাত্র ১ ওভার বল করে ২ রান দিয়ে তুলে নেন ২ উইকেট। দূরদর্শী ও নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সুবাদে রেবিকা ম্যাচের সেরা তথা 'প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ'-এর খেতাব অর্জন করেন।

বি-ডিভিশন লিগ ফুটবলে নবোদয়ের জয়ের রথ থামিয়ে ১ম জয় পুলিশের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টে জয়ের মুখ দেখল পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল চারটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত লিগের ২২তম ম্যাচে তারা ২-০ গোলে পরাজিত করেছে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা নবোদয় সংঘকে। টানা চার ম্যাচে ড্র করার পর পঞ্চম ম্যাচে এসে জয়ের প্রথম স্বাদ পেল পুলিশ ক্লাব। ম্যাচের নায়ক কেলভিন ডার্লং একাই দু'টি গোল করে দলের জয় সুনিশ্চিত করেন; তিনি খেলার ৬ মিনিটে প্রথম এবং ৭১ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি করেন। তবে ম্যাচের ৩৩ মিনিটের মাথায় পুলিশ ক্লাবের সালমা রিয়াং হলুদ কার্ড দেখেন। আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি সুচারুভাবে পরিচালনা করেন রেফারি আদিত্য দেববর্মা, সত্যজিৎ দেবরায়, বিপ্লব সিংহ এবং রক্তিম সাহা।চলতি লিগে দুই দলেরই এটি ছিল পঞ্চম ম্যাচ। এই হারের ফলে নবোদয় সংঘের টানা জয়ের ধারায় বড় ধাক্কা লাগল। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে সরোজ সংঘের কাছে ৫-০ গোলে বড় ব্যবধানে হারলেও, পরবর্তী তিন ম্যাচে যথাক্রমে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে (২-১), মৌচাক ক্লাবকে (৩-১) এবং ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে (২-০) হারিয়ে দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল নবোদয়। অন্যদিকে, পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব তাদের আগের চার ম্যাচের সবকটিতেই পয়েন্ট ভাগাভাগি করেছিলবিবেকানন্দ ক্লাবের সঙ্গে ৩-৩, মৌচাক ক্লাবের সঙ্গে গোলশূন্য (০-০), ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের সঙ্গে ১-১ এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছিল তারা। অবশেষে পঞ্চম ম্যাচে নবোদয়ের জয়রথ থামিয়ে ৩ পয়েন্ট ঝুলিতে পুরল পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব।

ভুল চিকিৎসায় হাত বাদ, গেমসে সোনা জিতে 'গুরুপ্রণাম' দিলীপের

গুরু শিক্ষা দেন, পথ দেখান। দিলীপ গাভিটের কোচ বাজিনাথ কালে শুধু অনুশীলন করাননি। দিলীপকে থাকার জায়গা, খাবার পর্যন্ত দিয়েছেন। অবশেষে গুরু পূর্ণিমার দিন দিলীপ কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জিতে গুরুকে উৎসর্গ করলেন। গ্লাসগোতে প্যারা অ্যাথলিটে ১০০ মিটার টি৪৭ বিভাগে ২২ বছর বয়সি দিলীপ রেকর্ড ১০.৭১ সেকেন্ডে দৌড়ে সোনা জেতেন। ওই বিভাগে রুপোও এল ভারতের ঝুলিতে, মহম্মদ বাসিলের হাত ধরে। অন্যদিকে দুরন্ত কামব্যাকে লংজাম্পে রুপো জিতলেন মুরলী শ্রীশঙ্কর।কমনওয়েলথে ভারতের প্রতিটা মেডেলের পিছনেই কোনও না কোনও গল্প জড়িয়ে আছে। যেমন দিলীপের গল্প। মহারাষ্ট্রের এক প্রত্যন্ত গ্রামের আদিবাসী পরিবারে তাঁর জন্ম। খুব ছোটবেলায় ভুল চিকিৎসায় ডানহাত বাদ চলে যায়। কোনও রকমে চাষ করে দিন চলত তাঁর পরিবারের। অথচ দিলীপ তাঁর শারীরিক সীমাবদ্ধতার জন্য কোনও রকম সাহায্য করতে পারতেন না। হাতে অফুরন্ত সময়। খেলাই ছিল জীবন। সেই সময় দিলীপ চোখে পড়েন বাজিনাথ কালের। ১১ বছর বয়সে দিলীপকে কার্যত দত্তক দেন কালে।বৃষ্টিভেজা গ্লাসগোর ট্র্যাকে দৌড়নো খুব কঠন ছিল। কিন্তু দিলীপ সেই কাজটা অনায়াসে করে দিলেন। মাত্র ১০.৭১ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে ফেলেন। এরপর ১০.৮৩ সেকেন্ডে ভারতের মহম্মদ বাসিলও ফিনিশিং লাইন ছুঁয়ে ফেলেন। এই প্রথম এই বিভাগে ভারতীয়রা সোনা-রূপো জিতলেন। সোনাজয়ের পর দিলীপ সোজা চলে গেলেন গুরু বাজিনাথের কাছে। পরে বলেন, "উনি আমার গুরুর থেকেও বেশি। আমি ওঁর বাড়িতে থেকেছি, খেয়েছি। ছেলের মতো থাকতাম। উনি আমার বাবা। আজ আমি যা অর্জন করেছি, সব ওঁর জন্য।"অন্যদিকে লং জাম্পে ভারতকে রুপো এনে দিলেন মুরলী শ্রীশঙ্কর। তিনি লাফালেন ৮.০৯ মিটার। ২০২২-র বার্মিংহাম কমনওয়েলথেও রুপো জিতেছিলেন। কিন্তু প্যারিস অলিম্পিকের আগে বড় চোট পান।

ব্রাজিলে ব্যতিক্রমী শাস্তি: পা ভাঙা খেলোয়াড় সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ফাউল করা ফুটবলার খেলতে পারবেন না

একজনের ট্যাকলে পা ভাঙল আরেকজনের। সাধারণত লাল কার্ড বা কয়েক ম্যাচ নিষেধাজ্ঞাতেই শেষ হয় এমন ঘটনা। কিন্তু এবার ব্রাজিলের আদালত দিয়েছেন ব্যতিক্রমী এক রায়। পা ভেঙে যাওয়া খেলোয়াড় অনুশীলনে ফিরতে না পারা পর্যন্ত ফাউল করা খেলোয়াড় মাঠে নামতে পারবেন না।

এই শাস্তি পেয়েছেন ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ইন্টারন্যাসিওনালের ২২ বছর বয়সী ডিফেন্ডার ভিক্টর গ্যাব্রিয়েল। মঙ্গলবার এক রায়ে ব্রাজিলের সুপিরিয়র কোর্ট অব স্পোর্টস জাস্টিস (এসটিজেডি) জানিয়েছে, ক্রুজেইরোর ফরোয়ার্ড গ্যাব্রিয়েল পেক অনুশীলনে ফেরার জন্য চিকিৎসকদের ছাড়পত্র না পাওয়া পর্যন্ত ভিক্টর গ্যাব্রিয়েল সব ধরনের প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল থেকে নিষিদ্ধ থাকবেন। তবে এই নিষেধাজ্ঞার সর্বোচ্চ মেয়াদ ১৮০ দিন।

ঘটনার সূত্রপাত ২২ জুলাই ব্রাজিলিয়ান সিরি 'এ' লিগের ক্রুজেইরো—ইন্টারন্যাসিওনাল ম্যাচে। ২—১ গোলে জেতা সেই ম্যাচে ভিক্টর গ্যাব্রিয়েলের কড়া ট্যাকলে বাঁ পায়ের টিবিয়া (শিনবোন) ভেঙে যায় পেকের। ভয়াবহ সেই ট্যাকলের ধাক্কায় পেক শূন্যে ছিটকে গিয়ে ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে পড়েন। রেফারির লাল কার্ডে মাঠ ছাড়তে হয় ভিক্টর গ্যাব্রিয়েলকে।

পেককে দ্রুত অস্ত্রোপচার করাতে হয়। চিকিৎসকদের ধারণা, মাঠে ফিরতে তাঁর তিন থেকে চার মাস সময় লাগতে পারে। নিজের ট্যাকলের ব্যাখ্যায় ভিক্টর গ্যাব্রিয়েল বলেন, 'আমার মনে হয়েছিল আমি আগে বলে পৌঁছাতে পারব, সেটা করেছিও। কিন্তু মাঠ খুব ভেজা ও পিচ্ছিল থাকায় বলে লাগার পর পা সরিয়ে নেওয়ার সময় পাইনি। তাই ট্যাকলটা একটু বেশি জোরে হয়ে গেছে। তবে সহকর্মী একজন ফুটবলারকে আঘাত করার কোনো ইচ্ছা বা বিদ্বেষ আমার ছিল না।'

এ ঘটনায় গ্যাব্রিয়েলের বিরুদ্ধে ব্রাজিলিয়ান কোড অব স্পোর্টস জাস্টিসের ২৫৪ নম্বর ধারায় অভিযোগ আনা হয়। এই ধারায় 'সহিংস খেলার' জন্য সাধারণত এক থেকে ছয় ম্যাচ নিষেধাজ্ঞার বিধান রয়েছে।

তবে প্রসিকিউশন একই ধারার ৩ নম্বর উপধারা প্রয়োগের আবেদন জানায়। ওই উপধারায় গুরুতর চোটের ঘটনায় আহত খেলোয়াড় খেলায় ফিরতে না পারা পর্যন্ত অপরাধী খেলোয়াড়ের নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখার সুযোগ রয়েছে, যদিও এর সর্বোচ্চ সীমা ১৮০ দিন।

অভিযুক্ত গ্যাব্রিয়েল ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের (সিবিএফ) সদর দপ্তর থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শুনানিতে অংশ নেন। শুনানিতে আবেগাপ্লুত গ্যাব্রিয়েল দাবি করেন, পেককে আঘাত করার কোনো ইচ্ছাই তাঁর ছিল না, 'তাঁর জন্য প্রার্থনা করতে করতে আমার অনেক রাত নির্ঘুম কেটেছে। ক্রুজেইরোর সবার কাছে আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি।'নিজের ট্যাকলের ব্যাখ্যায় ভিক্টর গ্যাব্রিয়েল বলেন, 'আমার মনে হয়েছিল আমি আগে বলে পৌঁছাতে পারব, সেটা করেছিও। কিন্তু মাঠ খুব ভেজা ও পিচ্ছিল থাকায় বলে লাগার পর পা সরিয়ে নেওয়ার সময় পাইনি। তাই ট্যাকলটা একটু বেশি জোরে হয়ে গেছে। তবে সহকর্মী একজন ফুটবলারকে আঘাত করার কোনো ইচ্ছা বা বিদ্বেষ আমার ছিল না।'

মামলার র‍্যাপোর্টেয়ার অডিটর রদ্রিগো স্টাইনমান বায়ার সর্বোচ্চ ছয় ম্যাচ নিষেধাজ্ঞার পক্ষে মত দেন। কিন্তু অন্য তিন অডিটরজর্জ অক্টাভিও লাভোকাত গালভাঁও, এদুয়ার্দো জিবলে সালেস রামোস ও আলিনে গনসালভেস জাতাহিভিন্নমত দিয়ে আহত পেকের সুস্থ হওয়ার সঙ্গে নিষেধাজ্ঞা যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। সেই মতেই চূড়ান্ত রায়ে বলা হয়, পেক চিকিৎসকদের ছাড়পত্র না পাওয়া পর্যন্ত গ্যাব্রিয়েল খেলতে পারবেন না।

২৫ বছর বয়সী পেক চলতি বছর বিশ্বকাপের সময় যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব এলএ গ্যালাক্সি থেকে ক্রুজেইরোতে যোগ দেন। অভিষেক ম্যাচেই গুরুতর চোটে পড়ায় বড় ধাক্কা খেয়েছে ব্রাজিলের ক্লাবটি।

সিনিয়র মহিলাদের টি-২০ টুর্নামেন্ট বাধারঘাটকে হারালো রামনগর স্পোর্টিং

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। দীর্ঘ ২৪ দিনের বিরতির পর ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (টিসিএ) উদ্যোগে পুনরায় শুরু হয়েছে সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। আজ টিআইটি গ্রাউন্ডে সি-গ্রুপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মুখোমুখি হয় রামনগর স্পোর্টিং ক্লাব এবং বাধারঘাট কোচিং সেন্টার। নির্ধারিত সময়ের এক ঘন্টা দেরিতে ম্যাচ শুরু হওয়ায় খেলার সময়সীমা কমিয়ে ১৩ ওভারে আনা হয়। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে রামনগর স্পোর্টিং ক্লাব নির্ধারিত ১৩ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ৬১ রান সংগ্রহ করে।জবাবে জয়ের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে বাধারঘাট কোচিং সেন্টার ৬ ওভারে ৩০ রানে ৭ উইকেট হারানোর পরই ফের বৃষ্টি নেমে এলে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ভিজেডি পদ্ধতিতে ম্যাচের দৈর্ঘ্য ৬ ওভারে পুনর্নির্ধারণ করা হয় এবং বাধারঘাটের নতুন জয়ের লক্ষ্য স্থির হয় ৩০ রান। কিন্তু বৃষ্টির আগেই বাধারঘাট ৭ উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল, ফলে আর নতুন রান যোগ না হওয়ায় রামনগর স্পোর্টিং ক্লাব ৬ রানে জয়লাভ করে। রামনগরের জয়ে অলরাউন্ড পারফরম্যান্স করে মুখ্য ভূমিকা নেন পূজা পাল; তিনি ব্যাট হাতে ২৭ বলে ৪টি চারের সাহায্যে ৩৬ রান করার পাশাপাশি বোলিংয়ে মাত্র ৭ রান দিয়ে ৩টি উইকেট শিকার করে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন।

সোনার তরী ফুটবলে আজ মুখোমুখি ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ও মৌচাক ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টে আগামীকাল শুক্রবার মাঠে নামছে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ও মৌচাক ক্লাব। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বিকেল চারটায় টুর্নামেন্টের ২৩তম ম্যাচে পয়েন্ট তালিকায় ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে মুখোমুখি হবে এই দুই দল। চলতি লিগে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের জন্য এটি ষষ্ঠ ম্যাচ হতে চললেও, মৌচাক ক্লাব কাল তাদের পঞ্চম ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। টুর্নামেন্টের পয়েন্ট তালিকায় ভালো অবস্থানে উঠে আসতে কালকের ম্যাচে উভয় দলের জন্যই জয় তুলে নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।লিগে এখন পর্যন্ত দুই দলের পারফরম্যান্স খুব একটা সুবিধাজনক নয়। ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন তাদের আগের পাঁচটি ম্যাচের মধ্যে মাত্র একটিতে জয় পেয়েছে; বীরেন্দ্র ক্লাবকে ২-০ গোলে হারালেও ত্রিবেণী সংঘ (২-৪), বিবেকানন্দ ক্লাব (১-৪) ও নবোদয় সংঘের (০-২) কাছে হারতে হয়েছে তাদের এবং পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে তারা। অন্যদিকে, মৌচাক ক্লাব এখনো জয়ের মুখ দেখতে পায়নি। আগের চার ম্যাচের মধ্যে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের সঙ্গে ২-২ ও পুলিশ ক্লাবের সঙ্গে গোলশূন্য (০-০) ড্র করলেও, নবোদয় সংঘ (১-৩) ও ত্রিবেণী সংঘের (০-৪) কাছে বড় ব্যবধানে পরাজিত হয় তারা। ফলে কালকের ম্যাচে উভয় দলই জয়ের সরণিতে ফিরতে মরিয়া হয়ে মাঠে নামবে।

কাঁদতে কাঁদতে অবসর ঘোষণা রাহানের! আইপিএল থেকেও কি সরে দাঁড়ালেন কেকেআরের অধিনায়ক

আচমকা অবসর ঘোষণা করে দিলেন অজিঙ্ক রাহানে। তিনি জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ও ক্রিকেটের সব ধরনের ফরম্যাট থেকে অবসর নিচ্ছেন। বৃহস্পতিবার একটি ভিডিয়োবার্তায় কাঁদতে কাঁদতে নিজের অবসরের কথা জানিয়ে দেন আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক।

ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন রাহানে। ক্যাপশনে লেখা, "টুপি নম্বর ২৭৮ বিদায় জানাচ্ছে। এত বছর ধরে সব ভালবাসা ও সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ। সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকব।"

ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, এক জায়গায় বসে নিজের অবসরের ঘোষণা করছেন তিনি। রাহানে বলেন, "জীবনের সার কথাই হল, সব কিছুর যেমন শুরু আছে, তেমন শেষও আছে। সময় এলে তাকে সম্মান জানিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। আমি ব্যাটিংয়ের সময় টাইমিংয়ের উপর গুরুত্ব দিতাম। তাই সময়ের গুরুত্ব জানি। আমার মনে হয়েছে, এগিয়ে যাওয়ার এটাই সেরা সময়। তাই আমি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ও ক্রিকেটের সব ফরম্যাট থেকে অবসর ঘোষণা করছি।"

ভিডিয়োয় কেকেআরের নাম নেননি রাহানে। কিন্তু ক্রিকেটের সব ফরম্যাট বলতে যেমন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বোঝায়, তেমনই ঘরোয়া ক্রিকেট ও আইপিএলকেও বোঝায়। তাই বলেই দেওয়া যায়, আইপিএল থেকেও অবসর নিলেন তিনি। তাঁর নেতৃত্বে গত দুই মরসুমে ব্যর্থ হয়েছে কেকেআর। আগামী মরসুমে না হলেও তার পরের বার তিনি বাদ পড়তেন। তাই তার আগেই হয়তো সরে দাঁড়ালেন রাহানে। অর্থাৎ, আগামী মরসুমের আগে নতুন অধিনায়ক বেছে নিতে হবে কেকেআরকে।

ভারতীয় ক্রিকেটের বিবর্তনের কথাও বলেছেন রাহানে। তিনি বলেন, "যে দিন ভারতের হয়ে অভিষেক হয়েছিল, সে দিন থেকে গত ২০ বছরে ভারতীয় ক্রিকেট অনেক বদলেছে। সেই পরিবর্তনের সাক্ষী থেকেছি।" ক্রিকেটার হিসাবে অবসর নিলেও যে ক্রিকেট তিনি ছাড়বেন না, সেই ইঙ্গিতও দিয়েছেন রাহানে। তিনি বলেন, "ক্রিকেটার হিসাবে আমার যাত্রা শেষ। কিন্তু ক্রিকেট থেকে দূরে যাচ্ছি না। পরের প্রজন্মকে এখনও কিছু দেওয়ার আছে। ক্রিকেট আমাকে যে মূল্যবোধ শিখিয়েছে, তা পরের প্রজন্মকে শিখিয়ে যেতে চাই।" তবে কি এ বার মেন্টর বা কোচের ভূমিকায় দেখা যেতে পারে রাহানেকে? সেই জল্পনা শোনা যাচ্ছে।

হার-জিত তো লেগেই থাকবে, ক্রিকেট খেলার যে আনন্দ সেই কথা শোনা গিয়েছে রাহানের গলায়। তিনি বলেন, "মুম্বই থেকে শুরু করে ভারতীয় দলে এত বছর খেলেছি। অনেক হার-জিতের সাক্ষী থেকেছি। কিন্তু সে সবের বাইরে একসঙ্গে মিলে ক্রিকেট খেলার যে আনন্দ সেটাই আমার কাছে আসল।"

এর পর আর নিজের আবেগ ধরে রাখতে পারেননি রাহানে। আপাতশান্ত রাহানেও কেঁদে ফেলেন। কাঁদতে কাঁদতেই তিনি বলেন, "অজিঙ্ক নামের অর্থ অপরাজিত। কিন্তু ক্রিকেট আমাকে শিখিয়েছে, সাফল্যের থেকে বেশি হার হবে। আমার দল হেরেছে। আমি ভুল করেছি। শিখেছি। কিন্তু একটা জায়গায় আমি কোনও দিন হারিনি। সেটা হল আপনাদের হৃদয়ে জিততে। আপনারা সকলে আমাকে আপন করে নিয়েছেন। তার জন্য ধন্যবাদ। টুপি নম্বর ২৭৮ বিদায় জানাল।"

ভারতের হয়ে ৮৫ টেস্ট, ৯০ এক দিনের ম্যাচ ও ২০ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন রাহানে। টেস্টে ৫০৭৭, এক দিনের ক্রিকেটে ২৯৬২ ও টি-টোয়েন্টিতে ৩৭৫ রান করেছেন তিনি। সব মিলিয়ে ১৫ শতরান ও ৫১ অর্ধশতরান রয়েছে তাঁর। ২০১ প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ১৪,০০০ রান করেছেন রাহানে। ৪১ শতরান ও ৫৯ অর্ধশতরান করেছেন তিনি। ভারতকে ছ'টি টেস্টে নেতৃত্ব দিয়েছেন রাহানে। একটিও হারেননি। চারটি জিতেছেন। দু'টি ড্র হয়েছে। তার মধ্যে ২০২১ সালে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তাদের বিরুদ্ধে ভাঙাচোরা দল নিয়ে বর্ডার-গাওস্কর ট্রফি জয়ের কৃতিত্বও রয়েছে।

পাশাপাশি আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, রাজস্থান রয়্যালস, রাইজিং পুণে সুপারজায়ান্ট, দিল্লি ক্যাপিটালস, চেন্নাই সুপার কিংস ও কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলেছেন তিনি। সব মিলিয়ে ২১২ ম্যাচে ৫৩৬৭ রান করেছেন রাহানে। ২ শতরান ও ৩৫ অর্ধশতরান রয়েছে তাঁর।

কমিউনিটি হেলথ অফিসার নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষায় কোনও ধরণের অনিয়ম হয়নি: স্বাস্থ্য সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই: জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে কমিউনিটি হেলথ অফিসার নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষায় কোনও ধরণের অনিয়ম হয়নি। সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রেখে ও সুন্দরভাবেই এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে কমিউনিটি হেলথ অফিসার নিয়োগের পরীক্ষা সংক্রান্ত এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, নিয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে গত ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে ১১ মাসের চুক্তির ভিত্তিতে ১২৬ জন কমিউনিটি হেলথ অফিসার নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। আগে বহুবার কমিউনিটি হেলথ অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। সে সময় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম থাকায় ওয়াক ইন ইন্টারভিউর মাধ্যমে নিয়োগ করা হতো। গত চার-পাঁচ বছরে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ করা হচ্ছে। এই বছরও ৩,৯৩৭জন পরীক্ষার্থী আবেদন করেছিলেন। মোট ২ হাজার ৬১৪ জন এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। গত ১৫ জুলাই পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। গত সাড়ে পাঁচ মাস পর্যন্ত কোনও অভিযোগ এই পরীক্ষাকে ঘিরে পাওয়া যায়নি। ফলপ্রকাশের ৫ দিন পর গত ২০ জুলাই, ২০২৬ পরীক্ষায় অনিয়ম হয়েছে বলে প্রথম অভিযোগ পাওয়া যায়। তাতে বলা হয় পরীক্ষা ওএমআর শিটে করা হয়নি। যেহেতু চুক্তিভিত্তিক পদের জন্য এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই জন্য ওএমআর শিট ব্যবহার করা হয়নি বলে স্বাস্থ্য সচিব জানান। দ্বিতীয় অভিযোগ অনুসারে, পরীক্ষার্থী যেমন লিখেছেন তেমন নম্বর উঠেনি। এই অভিযোগও ঠিক নয়। পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং-এর ব্যবস্থাও ছিল।

তাছাড়া পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল নিয়ে যাওয়ার বিষয়, হোয়াটসঅ্যাপে পরীক্ষার কিছু প্রশ্ন পাওয়া ও ভিডিও ক্লিপিংস সম্পর্কে যে অভিযোগ উঠেছে তার সবকিছুর তদন্ত করা হয়েছে। তদন্তে এই সকল অভিযোগের কোনও সুস্পষ্ট ও সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

যে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজটি পাওয়া গেছে সেটি পরীক্ষার আগের দিন অর্থাৎ ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ এ পোস্ট করা হয়। যার কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল তাকে দু"বার ডাকানো হয়। প্রথমবার সে মোবাইল হারিয়ে গেছে বলে জানায়। দ্বিতীয়বার সে জানায় তার বন্ধুদের মধ্যে একজন মুখে মুখে তাকে সম্ভাবনাময় প্রশ্নগুলো বলেছিল। সেগুলি পরীক্ষা করে দেখা যায় এর মধ্যে মাত্র পাঁচটি প্রশ্ন পরীক্ষায় এসেছে। উল্লেখ্য এর আগে বহুবার কমিউনিটি হেলথ অফিসার পদে পরীক্ষা হয়েছে, অন্যান্য পদে নিয়োগের জন্যও পরীক্ষা হচ্ছে। এগুলো থেকে পাঁচটি সাধারণ প্রশ্ন রিপিট করা হয়েছে।

লিখিত অভিযোগে কিছু সেন্টারের নাম এবং কিছু পরীক্ষার্থীর নাম দেওয়া হয়েছিল। মোবাইল নিয়ে যাওয়ার কথাও বলা হয়েছিল। সে ক্ষেত্রে জানানো যাচ্ছে যে, যে ১২টি সেন্টার ছিল তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সেন্টারে প্রায় সাড়ে তিনশ পরীক্ষার্থী ছিলেন। যে দশ বারো জন ভালো নম্বর পেয়েছেন, তাদের রোল নাম্বার পর্যায়ক্রমে ছিল না এবং তারা ভিন্ন ভিন্ন হলে পরীক্ষা দিয়েছেন।

যেখান থেকে প্রশ্ন সেট হয়েছে, টাইপ হয়েছে, গভর্নমেন্ট প্রেস থেকে ছাপানো হয়েছে এবং পরীক্ষার সেন্টারে যেভাবে প্রশ্নপত্র পাঠানো হয়েছে, সেসব বিষয়ে ভিডিও ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখা সহ বিস্তারিত তদন্তের শেষে দেখা যায় যে এই প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা দেখা যায়নি।

স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্তে বলেন, বর্তমানে দেশের পেপার লিক বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই এধরণের ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে না ঘটে তার জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন করছেন। রাজ্য সরকারের নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজ্যে সাধারণ জনগণের মধ্যে যাতে কোনও ধরণের বিরূপ মনোভাব এবং সন্দেহের বাতাবরণ সৃষ্টি না হয় সেই জন্য সকলের প্রতি স্বাস্থ্য সচিব সাংবাদিক সম্মেলনে আহ্বান জানান। তিনি উল্লেখ করেন, যদি প্রশ্নপত্র লিকেজ হবার সম্ভাবনা থাকত এবং যদি তেমনটা হতো পরীক্ষা ক্যান্সেল করা হতো। কিন্তু এখানে অনেকে পরীক্ষা দিয়েছেন। তারা পরিশ্রম করে সফল হয়েছেন।

তাছাড়া প্রশ্নপত্র তৈরি, পরিবহণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত সকল পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত তদন্তের জন্য একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে এবং সমস্ত ধরণের পারিপার্শ্বিক তদন্ত অনুযায়ী দেখা যায় কমিউনিটি হেলথ অফিসার নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষায় কোনও ধরণের কারচুপি বা অনিয়ম হয়নি, স্বচ্ছতার সঙ্গে পরীক্ষা সংঘটিত হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের এমডি সাজু বাহিদ এ. এবং স্বাস্থ্য অধিকারের যুগ্ম অধিকর্তা ডা. অলক দেওয়ান।

বিষাক্ত শামুক খেয়ে এক বছরের শিশুকন্যার মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই ।। বিষাক্ত শামুক খাওয়ার পর এক বছরের এক শিশুকন্যার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটেছে মোহনপুর মহকুমার সিধাই এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাড়ির আশপাশে থাকা একটি শামুক খাওয়ার পর হঠাৎই এলিজা দেববর্মা শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তবে শেষরক্ষা হয়নি। হাসপাতালে পৌঁছানোর পর চিকিৎসকরা শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

শিশুটির অকালমৃত্যুর খবরে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মাত্র এক বছরের নিষ্পাপ শিশুর এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে নেমে এসেছে গভীর শোকের আবহ।

সিপাহীজলা জেলায় ৩,২৫৬টি পরিবার স্বগণনায় তাদের তথ্য নিবন্ধনের কাজ সম্পন্ন করেছে জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই: গত ১৭ জুলাই থেকে জনগণনা-২০২৭-এর স্বগণনা শুরু হয়েছিল। এ পর্যন্ত জেলার সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে। জেলার ৩,৬১০টি পরিবার এই সেলফ এনুমারেশন বা স্বগণনায় অংশগ্রহণ করেছে, যার মধ্যে ৩, ২৫৬টি পরিবার ইতোমধ্যে তাদের তথ্য নিবন্ধনের কাজ সম্পন্ন করেছে। সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান।

জেলাশাসকের অফিসকক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আরও জানান, আগামী ১ আগস্ট থেকে ৩১ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত জনগণনা-২০২৭-এর প্রথম পর্যায়ের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে গৃহতালিকা ও আবাসন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের কাজ করা হবে। এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সিপাহীজলা জেলাকে ৯৭৫টি গণনা ব্লকে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি ব্লকে ৮০০ পরিবার থাকবে। এই কাজে ৯৮২ জন গণনাকারী নিয়োজিত থাকবেন। প্রতি ৬ জন গণনাকারীর জন্য একজন সুপারভাইজার দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া, গ্রামীণ এলাকার প্রতিটি প্রশাসনিক ব্লকে সংশ্লিষ্ট ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) সুপারভাইজারদের ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। অন্যদিকে, পুর পরিষদ ও নগর এলাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিকরা ইনচার্জ হিসেবে কাজ তদারকি করবেন। জেলাশাসক জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, জনগণনা দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। তাই প্রত্যেক নাগরিককে সঠিক ও নির্ভুল তথ্য

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বছর বাঁচাও পরীক্ষার ফল প্রকাশ

বেড়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের পাশের হার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই ।। বছর বাঁচাও পরীক্ষার ফলাফলে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের পাশের হার বেড়েছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনের এবিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে পর্ষদ সভাপতি ড. ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী জানান, পাশের হার বেড়ে মাধ্যমিকে ৮৪.৯৩ শতাংশ এবং উচ্চমাধ্যমিকে ৮০.৬৫ শতাংশ হয়েছে। এদিন তিনি জানান, এবছর উচ্চমাধ্যমিকে পুণঃমূল্যায়ণের পর ১৫৭০ জন ছাত্র ছাত্রী বছর বাঁচাও পরীক্ষায় দেওয়ার যোগ্য ছিল। তাতে পরীক্ষায় পাশ করেছে মাত্র ৩৫০ জন ছাত্র ছাত্রী। ফেল করেছে ১২২০ জন। এর ফলে উচ্চ মাধ্যমিকের পাশের হার ৭৯.৩৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮০.৬৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। একইভাবে মাধ্যমিককে পুণঃমূল্যায়ণের পর ৭৫৮ জন ছাত্র ছাত্রী বছর বাঁচাও পরীক্ষাতে বসার যোগ্য ছিল। তাতে পরীক্ষায় পাশ করেছে ২৩৯ জন ছাত্র ছাত্রী। ফেল করেছে ৫১৯ জন। ফলে মাধ্যমিকের মোট পাশের হার ৮৪.১৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮৪.৯৩ শতাংশে পৌঁছেছে। এদিন তিনি বলেন, আজ বছর বাঁচাও পরীক্ষার ফল প্রকাশের মধ্য দিয়ে চলতি বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া শেষ হলো। এছাড়া, মাধ্যমিকে ২৯২টি বিদ্যালয় শতভাগ পাশের সাফল্য অর্জন করেছে। উচ্চ মাধ্যমিকে ৬৬টি বিদ্যালয় শতভাগ পাশের নজির গড়েছে। তিনি আরও বলেন, এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় স্ট্যান্ডার্ড ম্যাথমেটিক্স বিষয়ে মোট ৩৯ জন পরীক্ষার্থী বছর বাঁচাও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ৩৬ জন সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে বলে পর্ষদ জানিয়েছে।

অগ্নিবীর কমন এন্ট্রান্স পরীক্ষায় রাজ্যের প্রার্থীদের অসাধারণ সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই ।। অগ্নিবীর কমন এন্ট্রান্স পরীক্ষায় গত বছরের তুলনায় এবছর ত্রিপুরার প্রার্থীরা অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। রাজ্যের ৪৮৮৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৩৬৭ জন পরীক্ষার্থী সফল হয়েছে যা নাকি গত বছরের তুলনায় ৯৬ শতাংশ বেশি সাফল্য। গত বছর মাত্র ৬৯৭ জন পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় সফল হয়েছিল। উল্লেখ্য, রাজ্যের যুবকদের এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে ত্রিপুরায় অবস্থানরত সেনা বাহিনী এবং আসাম রাইফেলস কর্মীদের অবদান উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে ত্রিপুরা থেকে অগ্নিবীর নির্বাচনের গোটা প্রক্রিয়া দেখাশোনা করছে শিলংস্থিত জোনাল রিক্রুটিং অফিসের অধীনে শিলচরের আর্মি রিক্রুটিং অফিস।

এই প্রক্রিয়ায় এখন শারীরিক ও মেডিক্যাল পরীক্ষা বাকি রয়েছে। সাধারনত এই রিক্রুটমেন্ট র্যালি অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে যখন বর্ষাকালীন বৃষ্টির সম্ভাবনা ও জল জমে থাকার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই অগ্নিবীর প্রার্থীরা যাতে সঠিকভাবে তাদের শারীরিক সক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারে সেজন্য দশরথ দেব স্টেডিয়ামের মত উপযুক্ত পরিকাঠামো সম্পন্ন স্থান এই শারীরিক পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত হবে।

তাছাড়া রিক্রুটিং অফিস শিলচর থেকে আগরতলা স্থানান্তরিত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কেননা বর্তমানে শিলচরের অফিস সমগ্র ত্রিপুরা এবং আসামের কতিপয় জেলার প্রার্থীদের নির্বাচন করে। যেহেতু সারা ত্রিপুরার পরীক্ষার্থী এই অফিসের আওতায় নির্বাচিত হয় তাই আগরতলাকে কেন্দ্র এই প্রক্রিয়া চললে তাদের সুবিধা হবে। বাকি আসামের সেই জেলাগুলির দায়িত্ব শিলচর অফিসেই থাকতে পারে। এরকম ব্যবস্থা হলে ত্রিপুরা থেকে আরো বেশি সংখ্যায় যুবক অগ্নিবীর পরীক্ষায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত হবে।

বর্ষা শেষে পুনর্নির্মাণ হবে আগরতলা-খোয়াই জাতীয় সড়ক, জানালেন পূর্ত সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই: দীর্ঘদিনের দুরবস্থার পর বর্ষা শেষ হলেই আগরতলা-খোয়াই জাতীয় সড়কের পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে। বৃহস্পতিবার তিনি জানান, লাগাতার বৃষ্টির কারণে সড়কটির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছিল। ফলে বিভিন্ন স্থানে কাদা জমে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয় এবং একাধিক গাড়ি আটকে পড়ার ঘটনাও ঘটে।

তিনি বলেন, টানা বৃষ্টির কারণে রাস্তা মেরামতের কাজও সঠিকভাবে করা সম্ভব হচ্ছিল না। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে জরুরি ভিত্তিতে সাময়িক মেরামতের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। পূর্ত দপ্তরের সচিব জানান, বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যেই কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করির সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। বর্ষা শেষ হওয়ার পর, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসের পর থেকেই আগরতলা-খোয়াই জাতীয় সড়কের পূর্ণাঙ্গ পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হবে। তিনি আরও জানান, সড়ক নির্মাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারদের কাজ নিয়ে অসন্তোষের কারণে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের কাছ থেকে অর্থ ফেরত নিয়ে পুনরায় কাজ সম্পন্ন করা হবে। পাশাপাশি তাঁদের ব্ল্যাকলিস্ট করার বিষয়টিও সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। পূর্ত দপ্তরের আশা, পুনর্নির্মাণের কাজ শেষ হলে আগরতলা-খোয়াই জাতীয় সড়কে যাতায়াত আরও নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে এবং দীর্ঘদিনের ভোগান্তি থেকে সাধারণ মানুষ মুক্তি পাবেন।

স্টকিং বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচির উদ্বোধন করলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই: নারীদের নিরাপত্তা ও সচেতনতা আরও জোরদার করতে জাতীয় মহিলা কমিশন দেশের সব রাজ্য মহিলা কমিশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। নারীদের তাদের আইনগত অধিকার সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে। আজ আগরতলার একটি হোটেলে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত স্টকিং বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচির উদ্বোধন করে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকার একথা বলেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই ।। রাজধানীর যোগেন্দ্রনগর রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেললাইনে ট্রেনে কাটা পড়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ আগরতলা-শিলচরগামী ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

মৃতের নাম মিঠুন ঘোষ (৩৫)। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাটি নজরে আসতেই এলাকাবাসী জিআরপি এবং কলেজ টিলা ফাঁড়ির পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়।

মিঠুন ঘোষের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁর স্বজনেরা।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বিদ্যাসাগর চৌমুহনী এলাকায় বড় ভাইয়ের সঙ্গে একটি ব্যবসা পরিচালনা করতেন মিঠুন। তবে বৃহস্পতিবার সকালে তিনি দোকানে যাননি। কী কারণে তিনি যোগেন্দ্রনগর এলাকায় গিয়েছিলেন, সে বিষয়ে পরিবারের সদস্যরাও কিছু বলতে পারেননি।

এদিকে, স্থানীয় মহলে ঘটনাটি আত্মহত্যা নাকি দুর্ঘটনাতা নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। পরিবারের দাবি, মৃত্যুর প্রায় ছয় ঘণ্টা আগে মিঠুন সামাজিক মাধ্যমে একটি আবেগঘন পোস্ট করেছিলেন। তবে ওই পোস্টের সঙ্গে তাঁর মৃত্যুর কোনও যোগ রয়েছে কি না, কিংবা এটি আত্মহত্যার ঘটনা কি না, সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত পুলিশের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। পুলিশ জানিয়েছে, অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং তদন্তের ভিত্তিতেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে।

বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েতে জনগণনার প্রস্তুতি সম্পন্ন, ১১ ওয়ার্ডে নিয়োগ ২৩ গণনাকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ৩০ জুলাই: আসন্ন জাতীয় জনগণনা ও হাউস লিস্টিং কার্যক্রম সুষ্ঠু, নির্ভুল ও সময়মতো সম্পন্ন করতে বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েতে প্রশাসনিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। নগর পঞ্চায়েতের ১১টি ওয়ার্ডে হাউস লিস্টিং ও জনগণনার কাজ পরিচালনার জন্য সুপারভাইজারসহ মোট ২৩ জন গণনাকর্মীকে নিয়োগ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েত কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের হাতে সরকারি কিট তুলে দেওয়া হয়। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, আগামী ১ আগস্ট থেকে মাঠপর্যায়ে হাউস লিস্টিং ও জনগণনার কাজ শুরু হবে। এই কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি পরিবারের বাসস্থান, সদস্যসংখ্যা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, আবাসন সংক্রান্ত তথ্যসহ সরকারের নির্ধারিত বিভিন্ন তথ্য

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চার দফা দাবিতে এনএসইউআই-এর বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই ।। ছাত্র-স্বার্থসংশ্লিষ্ট চার দফা দাবিতে বৃহস্পতিবার আগরতলা শহরে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করল ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া (এনএসইউআই)। কংগ্রেস ভবন থেকে শুরু হওয়া মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করে।

মিছিলে অংশগ্রহণকারী এনএসইউআই কর্মী-সমর্থকরা প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আত্মহত্যা করা ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবারের জন্য এক কোটি টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি জানান। পাশাপাশি, ছাত্র আন্দোলনের সময় আন্দোলনকারীদের ওপর হামলার অভিযোগে অভিযুক্ত পুলিশকর্মীদের চিহ্নিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি তোলা হয়।

এছাড়াও, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা এবং ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন পুলিশের ভূমিকা নিয়ে দেশের ছাত্রসমাজের কাছে প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানায় এনএসইউআই। একই সঙ্গে, দেশজুড়ে আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের বিরুদ্ধে পুলিশি হয়রানি ও বলপ্রয়োগ অবিলম্বে বন্ধ করার আহ্বানও জানানো হয়। বিক্ষোভ মিছিলে এনএসইউআই-এর বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ ও বিপুল সংখ্যক কর্মী অংশ নেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়, উত্থাপিত দাবিগুলি দ্রুত পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর গণআন্দোলনের পথে হাঁটবে এনএসইউআই।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় আগামীকাল ৩৫টি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই: রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নকে আরও ত্বরান্বিত করতে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় আগামীকাল একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বিভিন্ন দপ্তরের ১৭৯ কোটি ৮ লক্ষ ৬২ হাজার ৫০০ টাকার মোট ৩৫টি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে। এ প্রকল্পগুলির মধ্যে শিক্ষা দপ্তরের ১১টি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের ১৪টি, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের ৬টি এবং পূর্ত দপ্তরের ৪টি প্রকল্প রয়েছে।

রাজ্য সরকারের লক্ষ্য হলো

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে রাজনীতির রঙকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই: বর্তমান রাজ্য সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়ন, জনজাতি সম্প্রদায়ের সার্বিক বিকাশ এবং মহিলাদের শিক্ষা ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে।

আজ খোয়াই জেলার অন্তর্গত বাইজলবাড়ি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে ২৫ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, সমগ্র রাজ্যে উন্নয়নের ব্যাপক কর্মকান্ড চলেছে। উন্নয়নের সুফল যাতে রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষ পেতে পারেন সেই লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, শুধুমাত্র চলতি অর্থবছরে ইতিমধ্যেই ৩২৭ কোটি টাকা ব্যয়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকায় উন্নয়নের গতি আরও ত্বরান্বিত হয়েছে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশের কারণে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীগণ ত্রিপুরায় বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাচ্ছেন এবং তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ করছেন। রাজ্য সরকার বিভিন্নভাবে তাদের দিকে সহযোগিতার হাতে বাড়িয়ে দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে রাজনীতির রঙকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাজ্য সরকারও শিক্ষা ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর পাশাপাশি বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। ক্রীড়াক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সিন্থেটিক ফুটবল টার্ফ, ওপেন জিম নির্মাণের পাশাপাশি খেলোয়াড়দের মধ্যে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও শিক্ষার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাল্যবিবাহ রোধে সরকার সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। যাতে কোনও ছাত্রী বিদ্যালয় ছুট না হয়ে পড়ে সেই লক্ষ্যে ছাত্রীদের মধ্যে সাইকেল বিতরণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে রাজ্যে ১ লক্ষ ২২ হাজার সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে এবং আরও ৪১ হাজার সাইকেল বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কলেজ স্তরে ছাত্রীদের পড়াশুনা অব্যাহত রাখতে কলেজের ফি মকুব করা হয়েছে। এছাড়া রাজ্যের উইমেন্স কলেজকে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার ঘোষণা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। জনজাতি শিক্ষার্থীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আবাসিক বিদ্যালয় ও হোস্টেলের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে, শিক্ষার্থীদের স্টাইপেন্ডের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে এবং বর্তমানে রাজ্যে ২১টি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় রয়েছে। এই সংখ্যা আরও বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় বোর্ডিং হাউস নির্মাণ এবং উচ্চশিক্ষার জন্য এককালীন আর্থিক সহায়তাও প্রদান করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার সব ক্ষেত্রেই উন্নয়নের ধারা বজায় রেখেছে। আন্তরিকতার সঙ্গে উন্নয়নমূলক কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় সমস্ত অংশের মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন খোয়াই জেলার জেলাশাসক রজত পন্থ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায়, এমডিসি জেমস দেববর্মা, শিক্ষা দপ্তরের সচিব ড. মিলিন্দ রামটেকে, খোয়াই জেলার পুলিশ সুপার বি. জগদীশ্বর রেড্ডি প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিগণ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

১ আগস্ট থেকে হাউজ লিস্টিং এবং হাউজিং সেন্সাস শুরু হবে: অতিরিক্ত জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই: সারা রাজ্যের সাথে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাতেও আগামী ১ আগস্ট থেকে (প্রথম পর্যায়ের) জনগণনা ২০২৭-র অন্তর্ভুক্ত হাউজ লিস্টিং ও হাউজিং সেন্সাসের তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হবে। চলবে আগামী ৩০ আগস্ট পর্যন্ত। এদিকে আগামীকাল (৩১ জুলাই) মধ্যরাতে স্বগণনার কাজ সম্পন্ন হবে। আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক তথা জেলা সেন্সাস অফিসার অসিত কুমার দাস সাংবাদিকদের একথা জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা সেন্সাস অফিসার জানান, হাউজ লিস্টিং ও হাউজিং সেন্সাসের তথ্য সংগ্রহে মাঠ পর্যায়ের কাজ পরিচালনার জন্য এই জেলায় ৯৫৪ জন অ্যানুমারেটর এবং ১৭০ জন সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি জানান, এই জেলায় মোহনপুর, বামুটিয়া, লেফুঙ্গা, হেজামারা, মান্দাই, জিরানীয়া, পুরাতন আগরতলা, বেলবাড়ি, ডুকলি এই ৯টি ব্লক, মোহনপুর পুর পরিষদ, রাণীরবাজার পুর পরিষদ এবং জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের জন্য মোট ৮৭৯টি হাউজ লিস্টিং ব্লক (এইচএলবিএস) গঠন করা হয়েছে। মোট জনসংখ্যা রয়েছে ৬ লক্ষ ১৪ হাজার ৬২৩ জন।

তিনি জানান, আগামী ১ আগস্ট থেকে অ্যানুমারেটরগণ এবং সুপারভাইজারগণ বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন করবেন। তারা তাদের মোবাইল দিয়ে হাউজ লিস্টিং অপরেশন অ্যাপের মাধ্যমে মোট ৩৩টি প্রশ্নের ডাটাগুলি সংগ্রহ করবেন। তিনি জানান, অ্যানুমারেটর ও সুপারভাইজারদের গৃহ তালিকাকরণ কার্যক্রম সুষ্ঠু ও নির্ভুলভাবে পরিচালনার জন্য তাদের ২৯টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৪টি ব্যাচ রিজার্ভ রাখা হয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মাস্টার ট্রেনার রয়েছেন ২ জন এবং ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ফিল্ড ট্রেনার রয়েছেন ২২ জন। তিনি জানান, অ্যানুমারেটর ও সুপারভাইজারদের আইডেন্টিটি কার্ড, কিট, টুপি প্রভৃতি দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, কোন নাগরিকের কোন জিজ্ঞাসা বা অভিযোগ থাকলে ১৮৫৫ টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে সহায়তা নিতে পারেন। এছাড়া প্রত্যেক ব্লক ও আরবান লোকাল বডিগুলিতে হেলথ ডেস্ক খোলা হয়েছে। তিনি জানান, আগামী ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে জনগণনার (দ্বিতীয় পর্যায়) কাজ শুরু হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিম জেলা প্রশাসনের ডেপুটি কালেক্টর তথা নোডাল সেন্সাস অফিসার স্বদেশ দেববর্মা ও অ্যাসিস্টেন্ট প্রজেক্ট ডিরেক্টর বিপুল কর্মকার উপস্থিত ছিলেন।

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক ও রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর, সরকারি কর্মীদের জন্য মিলবে বিশেষ বীমা সুবিধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই: সরকারি কর্মীদের আর্থিক সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক এবং ত্রিপুরা সরকারের অর্থ দপ্তরের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। বুধবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অর্থ দপ্তরের বিশেষ সচিব ড. প্রদীপ কুমার গোয়েল (আইএএস), অতিরিক্ত সচিব ড. অঙ্কিত সরকার, যুগ্ম সচিব ড. দেবাশীষ চক্রবর্তীসহ অর্থ দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান সত্যব্রত দে, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার অনুপ কুমার সাহা, মার্কেটিং বিভাগের কর্মকর্তা এবং ব্যাংকের অন্যান্য আধিকারিকরা। এই সমঝোতার ফলে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের-এর আওতায় রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা বিশেষ সুবিধা পাবেন। ব্যাংকের মাধ্যমে বেতন গ্রহণকারী কর্মীরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমা-র আওতায় আসবেন। ব্যাংক সূত্রে জানানো হয়েছে, এই প্রকল্পের অধীনে সরকারি কর্মীদের জন্য সর্বোচ্চ ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দুর্ঘটনা বীমা কভারেজ প্রদান করা হবে, যার জন্য কর্মীদের কোনও প্রিমিয়াম দিতে হবে না। অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই বীমা সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন বেতনভোগী কর্মচারীরা। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক জানিয়েছে, সরকারি কর্মীদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আধুনিক ব্যাংকিং পরিষেবা সম্প্রসারণ এবং কল্যাণমূলক সুবিধা আরও শক্তিশালী করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। একই সঙ্গে ভবিষ্যতেও গ্রাহকবান্ধব ও জনকল্যাণমূলক পরিষেবা চালু রাখতে ব্যাংক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ব্যাংকের দাবি, বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারি কর্মচারীদের জন্য কোনও ব্যাংকের পক্ষ থেকে এটিই সর্বোচ্চ দুর্ঘটনা বীমা কভারেজ প্রদানকারী উদ্যোগ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 31-07-2026, 01:00